উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মুসলিমরা সুবিধা নেয় কিন্তু ভোট দেয় না : গিরিরাজ » ৭

শুভেন্দুকে ঘিরে বিক্ষোভ

রবিবার রায়দিঘি বিধানসভার সাতঘরা এলাকায় কালীপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে মহিলা তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। » ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শহর	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৩°	২০°
জলপাইগুড়ি	৩৩°	২১°
কোচবিহার	৩৩°	২১°
আলিপুরদুয়ার	৩১°	১৯°

‘ওঁরা গুলি চালান আর আমরা প্রদীপ জ্বালাই’ » ৭

শিলিগুড়ি ২ কার্তিক ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 20 October 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 150

সময়ের কথা

মূল্যবোধের বাজারে হাহাকারের বিকিকিনি

মানসী কবিরাজ

জল সরে গিয়েছে। নদী ফিরেছে তার চেনা ছন্দে। শুধু ক্ষতটা এখনও শুকায়নি। উপরের রক্ত জমাট বেঁধে গেলেও ভিতরের ঘা জেগে আছে দগদগে হয়ে। হ্যাঁ, সম্প্রতি ঘটে যাওয়া উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাবাসীদের দুর্দশার কথাই বলছি। ঘটনা কিছুটা পুরোনো হলেও তার অভিঘাত যে এখনও কতটা তীব্র তাঁরাই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন জলের দাপটে যাঁদের জীবন ও জীবিকা দুই-ই ভেসে গিয়েছে। বিপর্যয়ের দু’সপ্তাহ পরেও অন্ধকার কাটেনি নিমা লামা, বুধন ওরাওঁ, প্রশান্ত সুব্বার মতো অনেকেরই। কেউ এখনও পড়ে আছেন ত্রাণশিবিরেই, কেউ আত্মীয়ের বাড়িতে বাড়তি হয়ে। ঘর কবে আবারও ঘর হয়ে উঠবে জানা নেই।

বন্যা কি এখানে আগে হয়নি? হয়েছে তো। বন্যাকবলিতদের ত্রাণ দেওয়া আগেও ছিল এখনও আছে। কিন্তু দুর্গত মানুষদের হাহাকার এবং তাদেরকে ত্রাণ বিলি করা নিয়ে এমন বাণিজ্য কিন্তু আগে ছিল না। যেমনটা এখন দেখছি। দিনকয়েক আগে ফোন স্ক্রল করতে করতে এমন কিছু রিলস এবং ছবি চোখে পড়ল, যেটা দেখে মনে হল ডিজিটাল যুগ যত বেশি আপডেটেড হচ্ছে, মানুষ তত পণ্যে পরিণত হচ্ছে। কেউ টিভি চ্যানেলে নেচেকুঁদে চিৎকার করে খবর বিক্রি করছেন। কেউ সোশ্যাল মিডিয়ার প্ল্যাটফর্মে ত্রাণের রাজনীতি বিকিকিনি করছেন, কেউ দানের জনপ্রিয়তার।

অথচ ছোটবেলা থেকে জেনেছি দান বা সাহায্যের কথা কখনও বলতে নেই, ছবি দেওয়া তো দূর অস্ত। এমনকি ডান হাতে দান করলে বাঁ হাতের সেটা জানার কথা নয়। সেসব কথা আজ শুধু বাক্সবন্দি মমিদের মতো মিউজিয়ামে রাখা। এখন তো দশজন মিলে এক প্যাকেট মুড়ি বিলি করার ছবি আপলোড হয়। আহা মানবপ্রেমী! সত্যি সেলুকাস! কী বিচিত্র এই দেশ। আস্ত একটা সমাজ যেন পুরো বাজারে পরিণত হয়েছে। মুনাফা এবং মুনাফাই যার শেষকথা। আর তাই-ই ভয়াবহ বন্যা বিপর্যয়ে বিমান কোম্পানি, বেসরকারি পরিবহণ সংস্থা সবাই ঝোপ বুঝে কোপ মারছে।

এরপর দশের পাতায়

সে যে মুক্তকেশী... বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিমা। রবিবার সন্ধ্যায় সূত্রধরের তোলা ছবি।

বিয়ের প্রস্তাব খারিজে কোপ

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৯ অক্টোবর : নারীশক্তির জাগরণে দেবী কালীর আরাধনা করা হয়। দেবীর সেই পুজোর জন্য আমাদের বছরভর অধীর অপেক্ষা। অথচ সেই পুজোর আগের দিনই নারীর ওপর ন্যক্কারজনকভাবে আক্রমণ চলল। রবিবার খড়িবাড়ি মনজয়জোত এলাকার ঘটনা। মধ্যবয়সি এক ব্যক্তি স্কুল পড়ুয়া মেয়েকে প্রতিনিয়ত উত্ত্যক্ত করতেন বলে অভিযোগ। এদিন ওই ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে ওই পড়ুয়ার বাড়ি পৌঁছে গিয়েছিলেন। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে ওই ব্যক্তি ওই ছাত্রীকে ধর্ষণের হুমকি দিতে থাকেন।

ন্যক্কারজনক

- মধ্যবয়সি এক ব্যক্তি স্কুলে যাওয়ার রাস্তায় এক পড়ুয়াকে প্রতিনিয়ত উত্ত্যক্ত করতেন
- বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে রবিবার তিনি ওই পড়ুয়ার বাড়ি পৌঁছে যান
- ছাত্রীর পরিবার তা খারিজ করলে বচসা, ছুরি নিয়ে ছাত্রীর মাকে কোপান অভিযুক্ত
- খড়িবাড়ি মনজয়জোত এলাকার ঘটনা, পুলিশ পলাতক অভিযুক্তকে খুঁজছে

পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বাদানুবাদ চলার সময় ওই ব্যক্তি ছাত্রীটির বাবার ওপর হামলা চালানোর চেষ্টা করেন। স্ত্রী তাঁকে বাঁচাতে যান। সেই সময় ওই ব্যক্তি ছুরি নিয়ে ওই ছাত্রীর মাকে এলোপাতাড়ি কোপান। তড়িঘড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গিয়ে ওই মহিলার চিকিৎসা করা হয়। গুরুতর আহত হলেও ওই মহিলা আপাতত বিপন্মুক্ত। অভিযুক্ত গণেশ রায় পলাতক। পুলিশ তাঁকে খুঁজছে। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত শুরু হয়েছে। দ্রুতই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হবে।’

ওই ছাত্রী দশম শ্রেণির পড়ুয়া। স্কুলে যাওয়ার রাস্তায় অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই পড়ুয়াকে প্রতিনিয়ত উত্ত্যক্ত করতেন বলে অভিযোগ। বিষয়টি ওই ছাত্রী পরিবারকে জানায়। পরিবারের সদস্যরা ওই ব্যক্তিকে সাবধান করলেও তাঁর দৌরাত্ম্য কমেনি। ছাত্রীর পরিবার এলাকার

এরপর দশের পাতায়

‘কাজ আছে?’, অনিশ্চয়তা আলোর উৎসবেও

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : কালীপুজোর আগের দিন সন্ধ্যা নামতেই আলোর চাদরে মুড়েছে শিলিগুড়ি। রংবেরংয়ের ফানুস উড়েছে আকাশে। দীপাবলির আমেজে গা ভাসিয়েছেন নাগরিকরা। দিনেরবেলায় অবশ্য এত আলো জ্বলে না। সূর্যের তেজ এখনও গায়ে লাগছে বেশ। ওঁদের অবশ্য এসবে কিছুই যায়, আসে না। ওঁরা কাজ করেন নগরে-প্রান্তরে।

রাজ্যের কর্মসংস্থান নিয়ে কম বিতর্ক নেই। সরকারপক্ষের দাবি আর বিরোধী দলের অভিযোগ ঘিরে সরগরম থাকে রাজনীতির ময়দান। ভিনরাজ্যে হেনস্তার ঘটনা সামনে আসতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলায় ফিরে আসার বার্তা দিয়েছেন। বলেছেন, ‘এখানে কাজের অভাব নেই।’

> যখন যেমন কাজ মেলে, তেমন করি। দুর্গাপুজোয় বেশ ভালোই কাজকর্ম পেয়েছিলাম, তবে এখন দু’তিনদিন হয়ে গেল পাচ্ছি না। চারদিকে কত আলো। কত হইচই। আমি বাচ্চাগুলোকে ভালো কিছু খাওয়াতে পারছি না।
>
> **নিশা রায়**
> ফুলেশ্বরীর বাসিন্দা

অথচ রাজ্যেরই এত বড় শহরে কর্মসংস্থানের যে নিশ্চয়তা নেই, তা বিলক্ষণ জানেন ফুলেশ্বরী রেলগেট, বাঘা যতীন পার্ক, ঝংকার মোড়, হায়দরপাড়া বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন। সংসার চালানোর তাগিদে সূর্য ওঠার আগেই ঘুম থেকে ওঠেন তাঁরা। তারপর স্নান, খাওয়াদাওয়া সেরে চলে যান নির্দিষ্ট জায়গায়। তারপর অপেক্ষা। সেই অপেক্ষা শেষের কোনও নিশ্চয়তা নেই।

কথা হচ্ছিল নিশা রায়ের সঙ্গে। বলছেন, ‘ফুলেশ্বরীতে আমার বাড়ি। ঘর পরিষ্কার, কাপড় কাচা, জঙ্গল সাফাইয়ের, নির্মাণকাজে সাহায্যকারী- যখন যেমন কাজ মেলে, তেমন করি। মাসখানেকের জন্য কখনও কেউ নিশ্চিত কাজ দিলে সেটা করি। দুর্গাপুজোয় বেশ ভালোই কাজকর্ম পেয়েছিলাম, তবে এখন হাত ফাঁকা। দু’তিনদিন হয়ে গেল কাজ পাচ্ছি না। চারদিকে কত আলো। কত হইচই। আমি বাচ্চাগুলোকে ভালো কিছু খাওয়াতে পারছি না।’

কেউ নির্মাণশ্রমিক, কেউবা ঘর, বাড়ির আশপাশের জঙ্গল পরিষ্কার করেন দৈনিক হাজিরার বিনিময়ে।

এরপর দশের পাতায়

চরম দারিদ্র্য থেকে মুক্তির পথে কেরল

তিরুবনন্তপুরম, ১৯ অক্টোবর : কেরলে ৩৫ শতাংশ পরিবারের উপার্জন ছিল না ২০১৬ সালেও। ২১ শতাংশ পরিবারের দু’বেলা দু’মুঠো খাবার জুটত না। ১৫ শতাংশ পরিবারের মাথার ওপর ছাদ ছিল না। সেই কেরল চরম দারিদ্র্যমুক্ত রাজ্য হতে চলেছে। দেশের মধ্যে প্রথম। স্বাধীনতার পর গত ৭৮ বছরে এই ইতিহাসের ঘোষণা হবে ১ নভেম্বর। সেদিনই আবার কেরলের প্রতিষ্ঠা দিবস।

কোন জাদুতে এই সাফল্য? কেরলের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী এমবি রাজেশ জানিয়েছেন, প্রথম বাম ও গণতান্ত্রিক (এলডিএফ) সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকে প্রথম সিদ্ধান্ত ছিল চরম দারিদ্র্যদূরীকরণ। সেজন্য ‘এক্সট্রিম পভার্টি ইরাডিকেশন প্রোজেক্ট’ (ইপিইপি) গ্রহণ করেছিল মন্ত্রীসভা। তাতেই কেল্লা ফতে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের ৬৪,০০৬টি পরিবারকে চরম দারিদ্র্যসীমার ওপরে তুলে আনা গিয়েছে।

ওই পরিবারগুলির জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা, উপার্জন এবং মাথার ওপর পাকাপোক্ত ছাদের ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। এই অসাধ্যসাধনের জন্য স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী এমবি রাজেশকে কৃতিত্ব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। রাজেশের দপ্তরের অধীনে প্রকল্পটি সাফল্য এনে দিয়েছে। গরিবি হটাওয়ের স্লোগান দিয়েছিলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। প্রায় ৫০ বছর আগে। স্লোগানটি এতদিন স্লোগানেই আটকে ছিল। কেরল প্রথম বাস্তবায়িত করল।

এরপর দশের পাতায়

পুজোর আগেই দেবীদর্শনে ঢল

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : সেই দুর্গাপুজোরই ছবি যেন। রবিবার রাত তখন সাড়ে ৯টা হবে। অরবিন্দ দাস সুভাষপল্লি মোড়ে বাইক রাখার জায়গা খুঁজছিলেন। মোড়ের দুইধারে তখন সারি সারি বাইক। বাবা যখন বাইক পার্কিংয়ে ব্যস্ত তখন তরুণ অ্যাথলেটিক ক্লাবের পুজোমণ্ডপে যাওয়ার রাস্তায় বছর দশেকের অরূপের নজর। ভেতরে তখন ৪০ ফুটের বামাকালীর আদলে প্রতিমা দর্শন করে মানসী দাস আবেগঘন হয়ে পড়েছিলেন। মা আরতি দাসকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেবীদর্শনে এসেছিলেন। আরতি বলছিলেন, ‘বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে শান্তিপুরে গিয়ে আর বামাকালীর দর্শন করা হবে না। তাই বাড়ির সামনেই মায়ের দর্শন করলাম।’ অন্যদিকে, বামাকালীর দর্শন সেরে কিছুটা এগিয়ে সন্ধানী পুজোমণ্ডপে যেতেই অনিশা দাস মেয়েকে নিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। মণ্ডপের চারদিকে ব্যানার, ‘এন্ড চাইল্ড ট্রাফিকিং।’ মায়ের দর্শন করে আরতি হাতজোড় করে বলছিলেন, ‘সমস্ত মেয়েকে রক্ষা করো মা।’

তরুণ অ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রতিমা দেখতে ভিড়। রবিবার। ছবি : সূত্রধর

দশমীর বিষাদপর্ব সেরে রোশনাইয়ে শহর শিলিগুড়ি এভাবেই সেজে উঠেছিল। রাত পোহালেই কালীমায়ের আরাধনা। তার আগে রবিবার সন্ধ্যায় একে একে পুজোমণ্ডপগুলির উদ্বোধন হওয়ার পরই শহরের রাস্তায় বাসিন্দার ঢল নামে। রাত গভীর হওয়ার পাশাপাশি সেই ঢল বাড়তে থাকে। ঘুমহীন চোখে তখন আরতি, ইন্দিরারা গাঁদা ফুল ও কলা গাছ নিয়ে বসে। তাঁদের পাশাপাশি শিলিগুড়িও রাস্তায় রাত জাগল।

এদিন সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির সেবক রোড থেকে শুরু করে বিধান রোড, হিলকার্ট রোড, অলিগলি আলোকময় হয়ে উঠেছিল। পানিট্যাঙ্কি মোড়ের পুজোমণ্ডপে ঢোকার রাস্তার একপাশেই ডানা মেলা মৌমাছির আদলে আলোকসজ্জা করা হয়েছে। সেই আলো-মৌমাছি খানিক সময়ের ব্যবধানে ডানা মেলতে ব্যস্ত। দাদা অজয় দাস সেটা দেখিয়ে বছর আটের আরুশির সঙ্গে খুনশুটি করছিলেন। এরপর কোথায় যাওয়া হবে? প্রশ্ন করতেই অজয় বলছিলেন, ‘এরপর এলিট, উল্কা হয়ে আজকের মতন বাড়ি ফিরে যাব।’ এলিট-এর পুজোমণ্ডপেও এদিন সন্ধ্যার পর থেকেই দর্শনার্থীর ভিড় বাড়তে শুরু করে। মণ্ডপের ভেতর দেদারে ছবি তোলা চলল। অনেকেই সেলফিতে মাতলেন।

জিটিএস ক্লাবের পুজোমণ্ডপের উদ্বোধনের আগেই সেখানে দাঁড়িয়েও দেদার ফোটোশুট চলল।

এরপর দশের পাতায়

তরাই-ডুয়ার্স নিয়ে প্রশ্ন

মধ্যস্থতাকারীকে স্বাগত, এক মঞ্চে ডাক অজয়ের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : দাবি আদায়ে পাহাড়ের সমস্ত রাজনৈতিক দলকে এক মঞ্চে আসার আহ্বান আগেই জানিয়েছিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। এবার অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টও (আইজিজেএফ) একই দাবি তুলল। রীতিমতো সাংবাদিক বৈঠক করে দলের তরফে কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারীকে স্বাগত জানিয়ে সবাইকে এক হওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

দলের নেতা এনবি খাওয়াসের বক্তব্য, 'শুধু লোকবল দিয়ে দল ভারী করে লাভ নেই, সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে ঝাঁপাতে হবে।' পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)-র মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'কেন্দ্র গোর্খাদের দাবি মেটানোর কথা বলে সেখানে তরাই-ডুয়ার্সকেও ঢুকিয়ে দিয়েছে। কোনও দিনই তরাই-ডুয়ার্স পাহাড়ের দাবির সঙ্গে একমত হবে না। মানুষ প্রশ্ন করলেই বিজেপি বলবে, মধ্যস্থতাকারী কাজ করছেন। অপেক্ষা করুন। কিন্তু সেই অপেক্ষা আর শেষ হবে না।'

বিজেপি ক্ষমতায় এলে গোর্খাল্যান্ডের স্বপ্ন পূরণ হবে, এই আশায় ২০০৯-এর লোকসভা ভোটে বিমল গুরুংরা বিজেপিকে সমর্থন দিয়েছিলেন। দার্জিলিং থেকে বিজেপি জয়ী হলেও সেবার তারা কেন্দ্রে সরকার গড়তে পারেনি। তবে, সরকারে এসে পাহাড়ের আন্দোলন দমাতে কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকার একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছিল। অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল বিজয় মদনকে পাহাড় সমস্যার সমাধান খুঁজতে দায়িত্ব দেওয়া হয়। দায়িত্ব পেয়ে তিনি দার্জিলিংয়ে একবারই এসেছিলেন। সেখানে তিনি মোর্চা প্রধান বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে বৈঠক করে দিল্লি ফিরে যান। মধ্যস্থতাকারীর কাজকর্ম নিয়ে এর বেশি কিছু জানে না পাহাড়।

পাহাড়ের প্রবীণ সিপিএম নেতা কেবি ওয়াত্তার বলেছেন, 'বিজয় মদন একবারই দার্জিলিংয়ে এসেছিলেন। কিন্তু সেবারও বিমল ছাড়া অন্য কোনও রাজনৈতিক দলের নেতার সঙ্গে দেখা করা, সাধারণ মানুষের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করেননি। সেই মধ্যস্থতাকারী পরবর্তীতে কী কাজ করেছিলেন জানা নেই।' এরই মধ্যে কেন্দ্র ফের একজন মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করেছে। কিন্তু গত কয়েক বছরে পাহাড়ের রাজনৈতিক ভেদাভেদ অনেকটাই বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক দল ভিন্ন ভিন্ন মত নিয়ে চললে দাবি আদায় সম্ভব নয় বলেই মনে করেন বিমল গুরুং, বিনয় তামাংয়ের মতো নেতারা। তাই গোর্খা জাতির উন্নতির স্বার্থে বিমল আগেই সবাইকে হাতে হাত মিলিয়ে এক মঞ্চে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এবার অজয় এডওয়ার্ডের পার্টির অন্যতম নেতা এনবি খাওয়াস এই দাবি তুললেন।

বাঁশকালীর পুজোয় ছাগবলি

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১৯ অক্টোবর : ব্রিটিশ শাসনকালে মাটি ফুঁড়ে উঠে আসা কষ্টিপাথরের কালীমূর্তিকে আজও ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করে আসছে হলদিবাড়ি শহরের মানুষ। পুজোর সময় আলাদা করে কোনও নতুন মৃন্ময়ী মূর্তি স্থাপন করা হয় না। দীপাবলির রাতে প্রাচীন রীতি মেনেই দেবীর আরাধনায় মাতেন স্থানীয়রা। পুজোর দিন নিরামিষ ভোজন করে এতে শামিল হন। পুজোর দিন সকলের গন্তব্য হয়ে ওঠে এই মন্দির প্রাঙ্গণ।

স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিদের দাবি, পরাধীন ভারতে হলদিবাড়ি শহরের এই এলাকায় ছিল ব্রিটিশ বার্ক মেয়ারের জুট মিল। বর্তমান রেলগেট সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ছিল ওই কোম্পানি। তার চত্বরে ছিল একটি প্রাচীন বট গাছ। প্রবীণ নাগরিক অমিত দে বলছেন, 'পয়ামারির বাসিন্দা হেলহেলা রায় স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী ওই বট গাছের নীচে মাটির ঢিপি তৈরি করে নিয়মিত পুজোপাট শুরু করেন। ক্রমে সেখানে পুজো দিতে নিত্যদিন প্রচুর লোকজন ভিড় জমাতে শুরু করে। আর তাতেই কোম্পানির কাজ ব্যাহত হচ্ছিল। এমন ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওই স্থানে পুজোপাট বন্ধের নির্দেশ দেন কোম্পানির বড়বাবু।'

আরেক প্রবীণ সত্যরঞ্জন রক্ষিত জানালেন, এরপর একই রাতে ওই ব্রিটিশ বড়বাবু ও তাঁর স্ত্রী স্বপ্নে দেবীকে দর্শন করেন। দেবী উভয়কে পুজোর ব্যবস্থা করতে বলেন। অন্যথা প্রভূত ক্ষতির ভয় দেখান। তারপরই বড়বাবুর নির্দেশে ব্রিটিশ আবাসস্থলের পাশে বাঁশঝাড়ের নীচে টিনের চালা তৈরি করে দেবীর ওই মূর্তিটি স্থাপন করা হয়। এরপরেই দেবীর মহিমা দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। বাঁশঝাড়ের নীচে এর পুজো হয় বলে মন্দিরটি বাঁশকালীবাড়ি নামে অধিক পরিচিত। তবে পরবর্তী সময়ে পাকা মন্দির তৈরি করা হয়েছিল।

মন্দিরের প্রাচীন কষ্টিপাথরের এই মূর্তি আজও পূজিত হয়ে আসছে।

মন্দির কমিটির তরফে উমাশংকর রায় বলেন, 'এই মন্দিরের সঙ্গে স্থানীয় মানুষের আবেগ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এলাকায় কোনও শিশুর জন্মের পর তার মুখের ভাত, নববধূকে বাড়িতে বরণ করার আগে মন্দিরে নিয়ে আসার রীতি আজও প্রচলিত। এমনকি নতুন বাহন কেনা হলেও এই মন্দিরে পুজো দিয়েই সেই বাহন ব্যবহার করেন বাসিন্দারা।' মন্দিরের পূজারি তুলেন রায় জানান, মন্দিরে আজও ছাগবলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত রয়েছে। তবে কারও মানত থাকলেই বলি দেওয়া হয়।

দেবীর সাজ। মালদা শহরের ভাই ভাই সংঘের কালী প্রতিমা। অরিন্দম বাগের ক্যামেরায়।

সাংবাদিকের পিতৃবিয়োগ

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৯ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ সংবাদের ঘোকসাডাঙ্গার প্রতিনিধি রাকেশ শা'র বাবা লক্ষ্মীপ্রসাদ শা প্রয়াত হলেন শনিবার রাতে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। বার্ধক্যজনিত রোগে বেশ কয়েকদিন ধরে ভুগছিলেন সাংবাদিকের বাবা।

গত ২২ দিন ধরে তিনি কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। শনিবার রাত বারোটা নাগাদ প্রয়াত হন লক্ষ্মীপ্রসাদ। রবিবার তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। তাঁর পরিবারে স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ ছাড়াও তিন নাতি-নাতনি রয়েছেন।

Tender Notice

E-NIeT No:- 11(e)/CHAL-II/APAS/2025-26, Dtd-15/10/2025 & E-NIeT No:- 12 (e)/CHAL-II/APAS/2025-26, Date-16/10/2025. Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Website www.wbtender.gov.in Details may be seen during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Development Block, Malatipur, Malda

কর্মখালি

কার্টুন ডেলিভারির জন্য শিলিগুড়ির লোক চাই। স্কুটার/বাইক হতে হবে। বেতন 12000/- + পেট্রোল 8116743501.

•

Basian Islamia Senior Madrasah (Govt. Recognised Un-Aided) Wanted Teachers Subjects : Bio-Science (Life Science), English Qualification : Graduate with D.El.Ed/B.Ed Apply by : 27 Oct 2025 Interview : 10 Nov 2025, 12 P.M. Apply in person with resume. No online applications. Address : Basian, Raiganj, Uttar Dinajpur, WB-733156. (K)

অ্যাফিডেভিট

আধার কার্ড নং 7125 9502 6410 Govt. of India নাম ভুল থাকায় গত 17-10-25, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Uma Benarjee এবং Soma Banerjee এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সর্বত্র আমার পুরো এবং শুভ নাম Uma Benarjee প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা তৈরি হলো। ছাট গুড়িয়াহাটি, P.S. কোতোয়ালি, P.O. + Dist. কোচবিহার। (C/118152)

•

আধার কার্ড নং 5806 4287 3977 আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 17-10-25, J.M. 1st Court সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Bablu Sekh এবং Bablu Mia, বাবা Najarul Sekh এবং Nazrul Mia এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার নাম Bablu Sekh, S/o. Najarul Sekh আধার কার্ডে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ঃ মাটিকাটা, পোঃ মধুপুর, থানা- পুণ্ডিবাড়ি, জেলা ঃ কোচবিহার, পঃবঃ। (C/118154)

•

ভোটার লিস্ট, 2002, S.L. নং 523, পার্ট নং 183-5, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভোটার ID কার্ড নং WB/01/005/546297 আমার এবং স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 17-10-25, J.M. 1st Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Ajina Bibi এবং Ajina Khatun এবং স্বামী Amir Hossain এবং Amir এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার সঠিক এবং প্রকৃত নাম Ajina Khatun এবং আমার স্বামীর সঠিক এবং প্রকৃত নাম Amir Hossain, দুধের কুঠি দেওয়ান বস, থানা- কোতোয়ালি, জেলা- কোচবিহার, পিন- 736170. (C/118153)

রহিমাবাদ বাগানে পুজোয় সম্প্রীতি

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৯ অক্টোবর : ডুয়ার্সের শামুকতলা থানার রহিমাবাদ চা বাগানের কালীপুজো মানে সম্প্রীতির বার্তা। হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান সহ সব সম্প্রদায়ের মানুষ এই পুজোর আয়োজনে শামিল হন। ভুটান পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত এই চা বাগানের পুজোয় মা কালী আবির্ভূত হন সম্প্রীতির দেবী রূপে। এবারেও বাগান সংলগ্ন বাসিন্দারা মেতে উঠেছেন মা কালীর আরাধনায়। চাঁদা আদায় থেকে শুরু করে পুজোর জোগাড় সব কাজেই সব ধর্মের মানুষকে দেখা যায়। স্থানীয় শিল্পীরা প্রতিমা গড়েন।

স্থানীয় বাসিন্দা গোবিন্দ চৌধুরী জানান, ১৯৪৮ সালে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল। তারপর থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এই পুজোর অন্যতম ঐতিহ্য। মুশতাক আহমেদের কথায়, 'কালীপুজোর সময় আমরা সবার সঙ্গে আনন্দে মেতে উঠি। পুজোর আয়োজনেও শামিল হই।' পুজোর পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কাজ যেমন করা হয় তেমনি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়।

আজ সাফারি শুরু জলদাপাড়ায়

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৯ অক্টোবর : ১৬ দিন বন্ধ থাকার পর সোমবার থেকে পুনরায় জলদাপাড়ায় চালু হতে চলেছে গাড়ি ও হাতি সাফারি। তবে হলং নদীর ওপর ডাইভারশন খুব মজবুত না হওয়ায় সাফারির টিকিট বুকিং কাউন্টার নদীর এপারে আনা হচ্ছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'যুব আবাসের পাশে কর্মতীর্থ বিল্ডিংয়ের একটি ঘরে আপাতত এই কাউন্টার খোলা হচ্ছে। যতদিন পর্যন্ত কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়া না হয় ততদিন ওই ভবনেই কাউন্টার থাকবে।' রবিবার দেখা গেল কর্মতীর্থ বিল্ডিংয়ের একটি ঘরে টিকিট কাউন্টার খোলার জন্য শেষমুহূর্তের কাজ চলছে।

যদিও এখানে কাউন্টার থাকলে কিছু সমস্যা তৈরি হবে। বয়স্করা সবচেয়ে বড় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। কারণ ওই ভবনে বসার ব্যবস্থা নেই। এছাড়া নেই কোনও শৌচালয়। পানীয় জলের ব্যবস্থাপনারও অভাব রয়েছে। ফলে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে গিয়ে অসুবিধায় পড়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। যদিও এ ব্যাপারে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবিকান্ত ঝা বললেন,

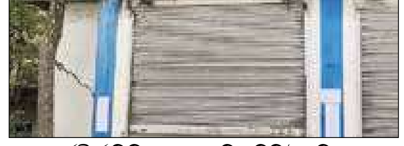

কর্মতীর্থ বিল্ডিংয়ে সাফারির টিকিট বুকিংয়ের কাউন্টার। মাদারিহাটে।

'আমরা শৌচালয়ের জন্য পাশের যুব আবাসের আধিকারিকের কাছে আবেদন জানাব। আর বয়স্ক পর্যটকদের বসার জন্য দুটো বেঞ্চও রাখা হবে।' এছাড়া সাফারির টিকিটের বিষয়ে বনাধিকারিক জানান, সোমবার দুপুর ২টোয় প্রথম সাফারির ট্রিপের টিকিট রবিবার বিকাল থেকে দেওয়া হল। এছাড়াও সোমবার সকাল থেকে হাতি সাফারিও শুরু হয়ে যাবে।

বন দপ্তরের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন মাদারিহাটের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের মধ্যেই সঞ্জয় দাস নামে এক ব্যবসায়ীর বক্তব্য, 'আমাদের মূল দাবি, গাড়ি সাফারির টিকিট অনলাইনে বুকিং করার নিয়ম দ্রুত চালু করা হোক। তাহলে পর্যটকদের সুবিধা হবে।' তবে অপরদিকে হলং বিটের কাছে আরও একটি সেতু ভেঙে পড়ায় লোকনৃত্যের আয়োজন নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। খাউচাঁদপাড়ার তপশিলি উপজাতি মহিলা দলের সদস্যরা এই নাচ পর্যটকদের সামনে পরিবেশন করেন। বিনিময়ে তাঁদের কিছু অর্থ উপার্জন হয়। খাউচাঁদপাড়ার বাসিন্দা শম্ভু সুব্বা এনিয়ে বললেন, 'আমাদের এখানকার মহিলাদের রোজগার বন্ধ হয়ে রয়েছে। তাঁরা পর্যটকদের কাছে নাচ পরিবেশন করে কিছু উপার্জন করতেন। তাই আমরা চাই এব্যাপারে একটি বিকল্প ব্যবস্থা করা হোক।'

প্রতিবন্ধকতা উড়িয়ে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন

কৌশিক দাস

বড়দিঘি, ১৯ অক্টোবর : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অমলকান্তি রোদ্দুর হতে চেয়েছিল। কিন্তু হতে পারেনি। বাস্তবের অমল কিন্তু রোদ্দুর হতে পেরেছে। অমলের পুরো নাম অমল রায়। বয়স আঠাশ, উচ্চতা প্রায় আড়াই ফুট। এই উচ্চতার জন্য ছোটবেলা থেকে তাঁকে কম কটূক্তি কিংবা হেনস্তার শিকার হতে হয়নি। শারীরিক প্রতিবন্ধকতা এবং দারিদ্র্যকে পেছনে ফেলে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছেন অমল। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন কনটেন্ট বানিয়ে রীতিমতো জনপ্রিয় তিনি। নেটিজেনদের কাছে অবশ্য তিনি 'দুষ্টু অমল' নামেই বেশি পরিচিত।

মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতে বাড়ি অমলের। বাবা বাবুরাম রায় সামান্য কৃষক। দিন আনা-দিন খাওয়া পরিবার। অমলের পড়াশোনা যাতে বন্ধ না হয়ে যায়, সেজন্য বাবুরাম অনেক কষ্ট করে দিনমজুরি করে পড়াশোনা শিখিয়েছেন ছেলেকে। ময়নাগুড়ি কলেজ থেকে ২০২১ সালে গ্র্যাজুয়েশন করেন। এরপর পরিবারের হাল ধরতে আঁকড়ে ধরেছিলেন প্রাইভেট

অমল রায়।

টিউশনকে। চেষ্টা চালাচ্ছিলেন যদি কোনও সরকারি অথবা বেসরকারি কোনও প্রতিষ্ঠানে একটা চাকরি পাওয়া যায়। কিন্তু চাকরি পাননি।

সেসময় তীব্র হতাশায় ডুবতে শুরু করেন। দু'বেলা পেটভরে খাওয়াই মুশকিল। এরমধ্যে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কিছু তো একটা করতেই হবে। সেই থেকে ভিডিও বানানোর কথা মাথায় আসে। বিভিন্ন সামাজিক এবং হাস্যকৌতুক ভিডিও বানানো শুরু করলেন অমল। ধীরে ধীরে সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় হতে শুরু করেন। এরপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। এটাই এখন অমলের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অমলের কথায়, 'প্রথমেই সেভাবে সাফল্য আসেনি। তবে এখন কনটেন্ট বানিয়ে ভালোই রোজগার হচ্ছে। বহু মানুষ ভালোবাসা দিচ্ছেন।' বর্তমানে ফেসবুকে তাঁর ৭৫ হাজার ফলোয়ার রয়েছেন।

ছেলের কথা বলতে গিয়ে বাবুরাম বললেন, 'একদিকে শারীরিক বাধা, অন্যদিকে কটূক্তি, লাঞ্ছনা। কিন্তু সেসব বাধাকে অতিক্রম করে পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছে ছেলেটা। হাঁটতেও সমস্যা হয় ওর। কিন্তু হাল ছাড়েনি। নিজের পরিশ্রম দিয়ে ছেলেটা কিছু করার চেষ্টা করছে।'

আজ টিভিতে

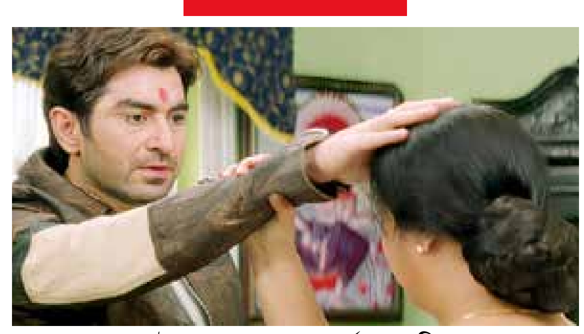

ওয়ান্টেড দুপুর ১২.১৫ কালার্স বাংলা সিনেমা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ গ্যাঁড়াকল, দুপুর ১২.১৫ ওয়ান্টেড, বিকেল ৪.০০ ইডিয়ট, সন্ধে ৭.০০ বারুদ, রাত ১০.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে
জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিশমিশ, দুপুর ১.০০ পাগলু, বিকেল ৪.০০ পাওয়ার, সন্ধে ৭.০০ সতীর একান্নপীঠ, রাত ১১.০০ ফুল আর পাথর
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ আজকের সন্তান, দুপুর ১২.০০ আসল নকল, ২.৩০ মহাজন, বিকেল ৫.০০ বদনাম, রাত ১১.০০ সুইৎজারল্যান্ড
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সাধক বামাক্ষ্যাপা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ভালোবাসার ছোঁয়া
জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.০৫ বিবি নাম্বার ওয়ান, দুপুর ১.২৮ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৫.১৫ ভীমা, সন্ধে ৭.৫৫ সূর্যবংশী, রাত ১০.৫৯ ব্রুস লি-দ্য ফাইটার
জি বলিউড : সকাল ১০.৫৪ ফুল বনে অঙ্গারে, দুপুর ২.০৬ নসিব অপনা অপনা, বিকেল ৫.০১ আদমি, রাত ৮.০০ ফুল অওর অঙ্গার, ১০.৫২ আগ সে খেলেঙ্গে
অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৫০ এতরাজ, বিকেল ৪.৩৮ কৃশ-থ্রি, সন্ধে ৭.৩০ অপরিচিত-দ্য স্ট্রেঞ্জার, রাত ১০.১৫ চক্র কা রক্ষক

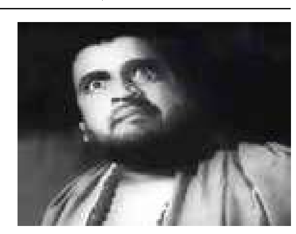

সাধক বামাক্ষ্যাপা
দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

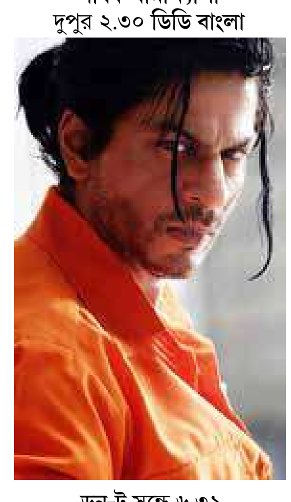

ডন-টু সন্ধে ৬.৩১
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.০৫ দ্য কাশ্মীর ফাইলস, বিকেল ৩.৫২ মনমর্জিয়া, সন্ধে ৬.৩১ ডন-টু, রাত ৯.০০ রাষ্ট্র কবচ ওম, ১১.১৭ হ্যাপি ভাগ জায়েগি

কালীপুজো উপলক্ষ্যে

কাঁচা মাছের সর্ষে পোস্ত রান্না শেখাবেন পুষ্পিতা রায়চৌধুরী এবং প্রিয়াংকা মুখার্জি। **রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : স্বাভাবিক ব্যবহার বজায় রাখুন। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কমবে। কোমর ও হাঁটুর ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। বৃষ : বহুদিন ধরে দেখা কোনও স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। অন্যায়কারীকে সমর্থন করতে যাবেন না। রোগমুক্তিতে স্বস্তি। মিথুন : অর্থ নিয়ে সমস্যা বাড়তে পারে। ভাইবোনের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। কর্কট : আপনার উদারতায় আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে সুস্থ করে মানসিক তৃপ্তি। সিংহ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা কাটবে। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি লাভ। কন্যা : পুরোনো কোনও রোগ নিয়ে অহেতুক চিন্তা ত্যাগ করুন। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নিতে সুফল পাবেন। তুলা : প্রায় বিনা কারণেই কর্মক্ষেত্রে অপদস্থ হতে পারেন। কাজ ফেলে রাখবেন না। দাম্পত্যে শান্তি। বৃশ্চিক : নিজের সৃজনমূলক কাজকে পেশা বানানোর সিদ্ধান্ত। বাড়তি বিনিয়োগে তেমন ফল মিলবে না। ধনু : স্ত্রীর দ্বারা উপকৃত হবেন। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অশান্তি। মকর : পেশার পরিবর্তনের চিন্তা আসবে। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। কুম্ভ : আপনার সিদ্ধান্তের ওপর সাফল্য নির্ভর করছে। প্রেমের সমস্যা কেটে যাবে। মীন : সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদে স্বস্তি মিলবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ কার্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ২৮ আশ্বিন, ২০ অক্টোবর ২০২৫, ২ কাতি, সংবৎ ১৪ কার্তিক বদি, ২৭ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪০, অঃ ৫।৫। সোমবার, চতুর্দশী দিবা ২।৫৭। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ৮।৩২। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ৩।৪১। শকুনিকরণ দিবা ২।৫৭ গতে চতুষ্পাদকরণ রাত্রি ৩।৪২ গতে নাগকরণ। জন্মে- কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, রাত্রি ৮।৩২ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ২।৫৭ গতে ঈশানে। কালবেলাদি- ৭।৫ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ২।১৪ গতে ৩।৪০ মধ্যে। কালরাত্রি- ৯।৪৮ গতে ১১।২২ মধ্যে। যাত্রা- শুভ পূর্বে ও উত্তরে যাত্রা নিষেধ, দিবা ১১।২১ গতে পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ, দিবা ২।৫৭ গতে যাত্রা নাই, দিবা ৩।৪০ গতে পুনর্যাত্রা শুভ মাত্র পূর্বে ও উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৮।৩২ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।৫৭ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট। দিবা ২।৫৭ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। দিবা ২।৫৭ মধ্যে চতুর্দশীর উপবাস। চতুর্দশ যমতর্পণ, দিবাস্নান কর্তব্য। ভূতচতুর্দশীকৃত্য। শস্ত্রাহত চতুর্দশী। নরকচতুর্দশী। আচারবশতঃ চতুর্দশ শাকভক্ষণ। গোস্বামিমতে যমচতুর্দশী ও ধর্মরাজপুজো। অমাবস্যার নিশিপালন। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। প্রদোষে সন্ধ্যা ৫।৫ গতে রাত্রি ৬।৪১ মধ্যে লক্ষ্মীপুজো ও অলক্ষ্মীপুজো এবং উল্কাদানাদি। মধ্যরাত্রিতে শ্রীশ্রী শ্যামাপুজো। দেবীর দীপযাত্রা। দীপাবলি। দেওয়ালি। দেবগৃহাদিতে দীপদান। দিবা ২।৫৭ গতে অক্ষয়া (মৌনী) স্নানদানাদি। শেষরাত্রি ৪।৪ গতে পরারুণোদয়ে করতোয়া স্নানে বহুশত সূর্যগ্রহণকালীন স্নানজন্য ফল সমফল। কবি অতুলপ্রসাদ সেনের জন্মদিন (১৮৭১)। শ্রীশ্রীমা তারাদেবীর আর্বিভাব। দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীর মন্দিরে ও হালিশহরে রামপ্রসাদের ভিটায় শ্রীশ্রীকালীপুজো ও উৎসব, তারাপীঠে শ্রীশ্রীমা তারামায়ের পুজো। ত্রিপুরা রাজ্যের পীঠস্থান উদয়পুরে শ্রীশ্রী ত্রিপুরেশ্বরী দেবালয়ে বিশেষ পুজো ও মেলা। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ রামদাস বাবাজি মহারাজের তিরোভাব তিথি উৎসব। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২০ মধ্যে ও ৮।৪৮ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ১০।৫৫ মধ্যে ও ২।২৪ গতে ৩।১৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বধূর মৃত্যুতে গ্রেপ্তার স্বামী

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : আঠারোখাইয়ের তারাবাড়িতে বধূ মৃত্যুর ঘটনায় রবিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে স্বামী সেমন্ত সিংহকে। গত শুক্রবার রাতে স্ত্রী বিজল সিংহকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন সেমন্ত। তবে চিকিৎসক বিজলকে মৃত ঘোষণা করার পরেই হাসপাতাল থেকে উধাও হয়ে যান তিনি।

গত শনিবার মৃত বধূর বাবার বাড়ির লোকেরা তারাবাড়িতে গিয়ে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে জানতে পারেন, বিজলকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন সেমন্ত। যদিও তাঁর গলায় কোনও দাগ না থাকায় তাঁরা অভিযোগ করেন, সেমন্তই তাঁকে খুন করে ঝুলিয়ে দিয়ে নাটক করেছেন।

শনিবার সেমন্তের বিরুদ্ধে মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ করেন মৃত বধূর বাবা গোকুল সিংহ। এরপর তারাবাড়ি এলাকা থেকে সেমন্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। রবিবার ধৃত সেমন্তকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে, বিচারক তাঁর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

নাবালিকা উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ অক্টোবর : প্রায় একমাস নিখোঁজ থাকার পর রবিবার সিকিম থেকে ফাঁসিদেওয়ার এক নাবালিকাকে উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় যুক্ত থাকার অপরাধে হাসেন আলি নামে ২৫ বছরের এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসে ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা ওই নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। খোঁজাখুঁজির পরও কোনও হদিশ না মেলায় থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে নাবালিকার পরিবার। তারপর থেকেই নাবালিকার খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। অবশেষে রবিবার ওই নাবালিকার খোঁজ পাওয়া যায়। তারপরই সিকিমের নামথাং থেকে উদ্ধার করা হয় তাকে। পরে ওই নাবালিকাকে হোমে পাঠানো হয়।

এদিকে এই ঘটনায় যে তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। তবে ওই নাবালিকা কীভাবে সিকিমে পৌঁছল, আর ওই তরুণের সঙ্গে তার কী যোগাযোগ রয়েছে সেই বিষয়ে কিছু জানা জায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

নদীতে দেহ

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : সাহু নদী থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ফাপড়ি এলাকায়। রবিবার সকালে নদীতে মৃতদেহ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম মহাদেব রায়। তিনি ছোটো ফাপড়ি এলাকার বাসিন্দা। শনিবার রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান ওই ব্যক্তি। তারপর আর বাড়িতে ফেরেননি তিনি। পরিবারের সদস্যরা সারারাত খোঁজাখুঁজি করেও কোনও সন্ধান পাননি। এরই মধ্যে রবিবার সকালে সাহু নদীতে তাঁর মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণে নদীতে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। তবে এই ঘটনার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর আসল কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

তুলির শেষ টান। *রবিবার আলিপুরদুয়ারে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।*

জোড়া দায়িত্বে তরুণ ইমতিয়াজ

সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি বদলে প্রশ্ন

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি বদল করা হল। সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতির পদ থেকে রফিকুল ইসলামকে সরিয়ে সংগঠনের ওই পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ইমতিয়াজ আলিকে। রফিকুলকে সংগঠনের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। তবে যেহেতু কিছুদিন আগে ইমতিয়াজকে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আইএনটিটিইউসির শিলিগুড়ি শহর ব্লক-১ (বি) সভাপতি পদে নিয়ে আসা হয়েছিল, ফলে এক ব্যক্তির দুই পদ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে দলের মধ্যে। কয়েক মাসের মধ্যে বিধানসভা নির্বাচন থাকায় জেলা সভাপতির পদ থেকে রফিকুলকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও ভালো চোখে দেখছেন না অনেকে। জেলার সংখ্যালঘুদের মধ্যে রফিকুলের কিছুটা প্রভাব থাকায়, তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনা ভোটবাক্সে প্রভাব ফেলতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন কেউ কেউ। রফিকুল অবশ্য বলেছেন, 'নতুনদের সবসময় জায়গা ছেড়ে দিতে হয়। আমি ১৫ বছর জেলার দায়িত্ব সামলেছি। এবার জেলায় নতুন সভাপতি করে আমাকে রাজ্য সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। আমি এতে খুশি।' তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলছেন, 'এটা রাজ্য স্তরের সিদ্ধান্ত। এখানে আমাদের কিছু বলার নেই।'

শিলিগুড়ি মহকুমার তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের পাশাপাশি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রেও সংখ্যালঘুদের সিংহভাগ ভোট তৃণমূলের বাক্সে জমা পড়ে। দেড় দশক ধরে সংখ্যালঘু সেলের দায়িত্বে থাকা রফিকুলকে যার কৃতিত্ব দেন দলের অনেকেই। বিভিন্ন কাজ করার সুবাদে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও যথেষ্ট। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে তাঁর মতো নেতাকে সরিয়ে কমবয়সি ইমতিয়াজকে কেন সংগঠনের জেলা সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হল, বুঝতে পারছেন না অনেকেই। দলের একটা অংশ মনে করছে, এর পিছনে রয়েছে শিলিগুড়ির প্রথম সারির এক নেতার হাত। এমন রদবদলের প্রভাব বিধানসভা ভোটে পড়তে পারে বলেও আশঙ্কা দানা বাঁধছে শাসকদলের অন্দরে। শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ইমতিয়াজের সঙ্গে গ্রামীণ এলাকার সংখ্যালঘু ভোটারদের সম্পর্ক বা যোগাযোগ নিয়েও কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন।

গত ৭ সেপ্টেম্বর আইএনটিটিইউসির যে জেলা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছিল, সেখানে ইমতিয়াজকে সংগঠনের শহর ব্লক (১-বি) সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই শ্রমিক সংগঠনের নতুন ব্লক কমিটি তৈরি করে কাজ শুরু করেছেন তরুণ নেতা ইমতিয়াজ। এমন পরিস্থিতিতে তাঁকেই আবার সংখ্যালঘু সেলের জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ফলে দুটি দায়িত্বে কেন ইমতিয়াজ, প্রশ্ন উঠছে। তিনি বলেছেন, 'পরপর দুটি দায়িত্ব পেয়েছি। একটি ব্লক, অপরটি জেলা পরিচালনার। দুটি দায়িত্ব একসঙ্গে পালন করা একটু চাপ হয়ে যাবে। তবে, দল যদি দুটি দায়িত্বেই রেখে দেয় আমাকে, তাহলে নিশ্চয়ই আমি কাজে সফল হব।'

নতুন মুখ

- বিধানসভা ভোটের মুখে সংখ্যালঘু সেলের জেলা সভাপতি পদে মুখ পরিবর্তন
- দায়িত্বের দেড় দশক পর সরিয়ে দেওয়া হল রফিকুলকে, দায়িত্বে তরুণ ইমতিয়াজ
- শ্রমিক সংগঠনের ব্লকের দায়িত্বে থাকা ইমতিয়াজকে কেন আরও এক দায়িত্বে, উঠছে প্রশ্ন
- এমন রদবদলের প্রভাব বিধানসভা নির্বাচনে পড়বে, তৃণমূলের অন্দরেই চর্চা

বরাদ্দ পড়ে, স্কুল বেহাল

বেসরকারি সংস্থার সাহায্যপ্রার্থী শিলিগুড়ির মেয়র

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার একাধিক স্কুলের কঙ্কালসার অবস্থা। কোথাও বৃষ্টি হলে টিনের ফুটো দিয়ে জল পড়ছে, কোথাও আবার বাকি রয়েছে মোটা টাকার বিদ্যুৎ বিল। এমন অবস্থায় স্কুলের হাল ফেরাতে বেসরকারি সংস্থার সাহায্য চেয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। অথচ দেখা যাচ্ছে সরকারি প্রকল্পের খরচ না হওয়া টাকা জেলাতেই পড়ে রয়েছে। অনুমোদন মিললে সেই টাকায় স্কুলের হাল ফেরানো সম্ভব বলে মনে করছেন বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা।

বিষয়টি নিয়ে সমগ্র শিক্ষা অভিযান প্রকল্পের শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার চেয়ারম্যান তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলছেন, 'ওই টাকা খরচ করার অনুমতি চেয়ে আমরা কলকাতায় চিঠি পাঠিয়েছি। অনুমোদন এলেই কাজ শুরু করে দেওয়া হবে।'

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় মোট ৩৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। উচ্চপ্রাথমিক এবং হাইস্কুলের সংখ্যা প্রায় ৫৬০টি। প্রতিটি স্কুলের উন্নয়নে সমগ্র শিক্ষা অভিযান (এসএসএ) প্রকল্পে ফি বছর জেলা দপ্তর হয়ে স্কুলের তহবিলে বরাদ্দ আসে। সেই টাকায় স্কুলগুলি নিজের মতো করে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ করতে পারে। চক, ডাস্টার কেনা, স্কুলের অতি প্রয়োজনীয় সংস্কার সহ অন্য কাজগুলি এই ফান্ড থেকে সহজেই করে নেওয়া সম্ভব। অথচ দিনকয়েক আগে এসএসএ এক নির্দেশিকা দিয়ে প্রতিটি স্কুলের তহবিলে থাকা টাকা তুলে নিয়েছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি থেকে ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা এবং হাইস্কুলগুলি থেকে এক থেকে দেড় লক্ষ টাকা করে ফেরত নেওয়া হয়েছে। স্কুলগুলি সংশ্লিষ্ট সার্কেল অফিসে টাকা জমা দিয়েছে। মহকুমার সাতটি সার্কেলের মধ্যে কয়েকটি সার্কেল টাকা জেলায় পাঠিয়ে দিলেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে অনেক সার্কেলে এখনও স্কুলের টাকা পড়ে রয়েছে। সব মিলিয়ে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় ফেরত নেওয়া টাকার পরিমাণ কয়েক কোটি।

বৃষ্টির পর নেহরু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা। -ফাইল ছবি

শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রায় প্রতিটি স্কুলের পরিকাঠামো ভেঙে পড়েছে। গ্রামের বহু স্কুলের টিনের ছাউনি পর্যন্ত ভেঙে গিয়েছে। বৃষ্টি হলে শ্রেণিকক্ষে জল ঢুকছে, যার ফলে পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে। পাশাপাশি স্কুলের সামগ্রীও নষ্ট হচ্ছে। আবার অনেক স্কুলের চারিদিক জঙ্গলে ভরে গিয়েছে, আর্থিক অনটনের জেরে সেগুলি সাফাইয়ের ব্যবস্থাও করা যাচ্ছে না। যে সমস্ত স্কুলে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে, সেই স্কুলগুলিও বিদ্যুতের বিল মেটাতে হিমসিম খাচ্ছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা জানিয়েছেন, শুধু এসএসএ'র বরাদ্দ টাকাই নয়, সুদ সমেত যা জমেছিল পুরোটাই ফেরত দিতে হয়েছে। অথচ ওই টাকা থাকলে ঝড়-বৃষ্টিতে স্কুলগুলিতে যে ক্ষতি হয়েছে তা মেরামত করা যেত। কিন্তু সেই টাকা ফেরত নিয়ে জেলাতেই ফেলে রাখা হয়েছে। বরদাকান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রঞ্জন শীলশর্মার কথায়, 'টাকাগুলি ফেরত নিয়ে ফেলে রাখা হয়েছে। আমাদের হাতে ওই টাকা থাকলে স্কুলের অনেক কাজ করা সম্ভব হত।'

সরকারি স্কুলের পরিকাঠামোগত সমস্যা শিলিগুড়ি শহরেও রয়েছে। কয়েকদিন আগে মেয়র গৌতম দেব বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানে তিনি প্রাথমিক, উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি সংস্থাগুলির সহযোগিতা চেয়েছিলেন। তবে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বলছেন, স্কুল থেকে ফেরত নেওয়া টাকাটা পুনরায় স্কুলকে দেওয়া হলেই অনেক কাজ করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থার সাহায্যের প্রয়োজন পড়বে না।

নেতাকে শোকজ

চোপড়া, ১৯ অক্টোবর : বুথ কমিটির এক সদস্যকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ অঞ্চল সভাপতির। কল রেকর্ডিং ভাইরাল (সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ) হতেই অস্বস্তিতে তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার চোপড়ার দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে দলের অঞ্চল সভাপতি সহিরউদ্দিনকে শোকজ করল জোড়াফুল শিবির। ৭ দিনের মধ্যে জবাব চেয়ে তাঁকে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে জানান দলের ব্লক সভাপতি প্রীতিরঞ্জন ঘোষ। অভিযুক্ত সহিরউদ্দিন জানিয়েছেন, তিনি চিঠি পেয়েছেন। তাঁর কথায়, 'নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর দেব।'

বৈঠক

চোপড়া, ১৯ অক্টোবর : দাসপাড়া হাইস্কুল মাঠে রবিবার ব্লক কংগ্রেসের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দলের ব্লক সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিন জানিয়েছেন, ওই বৈঠকে এসআইআর ও অঞ্চল ভিত্তিক সেবাদলের কমিটি গঠন নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সম্প্রীতির পুজো ফাঁসিদেওয়ায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ অক্টোবর : ফাঁসিদেওয়ার রাবভিটার কালীপুজো যেন সম্প্রীতির এক অনন্য মেলবন্ধন। হিন্দু ও মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষ সম্মিলিতভাবে পুজোর আয়োজন করে আসছেন।

স্থানীয় মহম্মদ আনোয়ার, মহম্মদ রকিবুল, আকবর আলি, জাহাঙ্গির আলিরা পুজোর চাঁদা তোলা থেকে শুরু করে পুজোর সমস্ত আয়োজন করে থাকেন। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আগে কীচক সাহা এবং পরবর্তীতে তাঁর বংশধর ভানু সাহারা এই পুজো করতেন। তবে মাঝে বন্ধ হয়ে যায় পুজো। এরপর স্থানীয়রাই উদ্যোগী হয়ে পুজো শুরু করেন।

পুজো কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, সোমবার রাতে পুজোর পর মঙ্গলবার রাবভিটা কালী মন্দির মাঠে মেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। বুধবার রাজবংশী সম্প্রদায়ের পালাটিয়া পাঁচালি গানের অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে।

পুজো কমিটির সম্পাদক নৃপেন্দ্রনাথ রায় বললেন, 'ভক্তি নিয়ে সব ধর্মের পুরুষ এবং মহিলা মায়ের আরাধনা করেন। আমাদের পুজোয় জাঁকজমক থাকে না ঠিকই তবে, ভক্তিই আসল এখানে।' প্রবীণ বাসিন্দা মহম্মদ ওসমান গনির কথায়, 'আগে আমরাই পুজোর আয়োজন করতাম। বয়সের কারণে দায়িত্ব নিতে পারি না।' পুজো কমিটির সভাপতি সঞ্জয় রায় জানালেন, মধ্যরাতে শুরু হয়ে সারারাত পুজো চলবে।

স্বেচ্ছাশ্রমে সাঁকো

মানিকগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : নদী পারাপারের জন্য কংক্রিটের সেতু আছে। অথচ সেতুতে ওঠার রাস্তা বেপাত্তা। তাই দীর্ঘদিন ধরে দু'দিকে সাঁকো তৈরি করেই যাতায়াত করেন এলাকাবাসী। জীবনের ঝুঁকি নিয়েই নড়বড়ে সেতু দিয়ে যাতায়াত করছিলেন বাসিন্দারা। তবে এবার আর প্রশাসনের ওপর ভরসা করতে পারলেন না তারা। স্বেচ্ছাশ্রমেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নতুন সাঁকো তৈরি করছে খারিজা বেরুবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দারা।

পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ড

মাঠে আবর্জনার স্তূপে দুর্ভোগ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ২ নম্বর পঞ্চানন কলোনির সঞ্জয় মাঠে সারাদিন ধরে ফেলা হচ্ছে আবর্জনা। আর সেই আবর্জনার স্তূপের মধ্যে থাকা প্লাস্টিক এবং অন্যান্য আবর্জনা হাওয়ায় উড়ে গোটা মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে। এর ফলে একদিকে যেমন পরিবেশ দূষিত হচ্ছে, ঠিক তেমনি এই আবর্জনা থেকে এলাকায় বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। এই মাঠের থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত পার্কটিরও বেহাল দশা। তাই এই মাঠে এলাকার তরুণরা খেলাধুলো করেন। আবার এলাকার বাসিন্দারা একটু আড্ডা মারতে বা খোলা বাতাসের জন্য এই মাঠের ওপর নির্ভরশীল। মাঠের এই অবস্থার জন্য স্থানীয়দের মনে জমছে ক্ষোভ। এই বিষয়ে প্রশ্ন করায় মাঠের এই পরিস্থিতির জন্য কলোনির মানুষজনের অসহযোগিতাকে দুষলেন স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার সঞ্জয় পাঠক। তিনি বলেন, 'বস্তি এলাকায় কারও বাড়ির সামনে আবর্জনা ফেলা যায় না। কিন্তু এলাকার আবর্জনা তো কোথাও ফেলতে হবে। তাই বাধ্য হয়েই স্থানীয়রা মাঠের একপাশে ময়লা ফেলেন।' তিনি যোগ করেন, 'খুব দ্রুত এই মাঠ পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হবে।'

এলাকায় থাকা গুটিকয়েক মাঠের মধ্যে এই মাঠ অন্যতম। তাই অবসর কাটাতে এলাকার কচিকাঁচা থেকে বয়স্কদের ভরসা এই মাঠটাই। রবিবার ওই মাঠে গিয়ে প্রথমেই নাকে এল তীব্র দুর্গন্ধ। মাঠজুড়ে ছড়িয়ে থাকা আবর্জনা দেখিয়ে এলাকার বাসিন্দা বিরাজ দাস ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, 'বছরভর মাঠের এই অবস্থা থাকে। দুর্গন্ধে টেকা যায় না। আগে আমার ছেলে এই মাঠে খেলতে আসত। মাঠের এই অবস্থার জন্য আর ওকে খেলতে পাঠাই না।' বহুদিন ধরে এই এলাকায় বাস অশোক মাহাতোর। অশোক বলেন, 'আমরাও একসময় এই মাঠে খেলাধুলো করেছি। তবে মাঠ এখন আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। যে কোনও সময় এই আবর্জনার স্তূপ থেকে রোগ ছড়াতে পারে। প্রশাসনের উচিত দ্রুত এই আবর্জনা পরিষ্কারের বন্দোবস্ত করা।'

> “আমরাও একসময় এই মাঠে খেলাধুলো করেছি। তবে মাঠ এখন আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। যে কোনও সময় এই আবর্জনার স্তূপ থেকে রোগ ছড়াতে পারে। প্রশাসনের উচিত দ্রুত এই আবর্জনা পরিষ্কারের বন্দোবস্ত করা।
>
> **অশোক মাহাতো**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

২ নম্বর পঞ্চানন কলোনির মাঠে ছড়িয়ে রয়ে আবর্জনা। -সংবাদচিত্র

বন্ধ স্কুলে শিক্ষকের দেহ

কুমারগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : পুজোর ছুটিতে বন্ধ থাকা একটি স্কুল থেকে এক তরুণ শিক্ষকের মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে কুমারগঞ্জের এনাতুল্ল্যাপুর-মঞ্জুরিচক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এই স্কুলেরই সহকারী শিক্ষক ছিলেন কুমারগঞ্জের দিওর পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা কাজল মণ্ডল (৩১)। স্কুলের রাঁধুনি সাবেদা বিবির বক্তব্য, স্কুল পরিষ্কার সহ কয়েকটি কাজের কথা বলে এদিন তাঁর কাছ থেকে চাবি নিয়ে স্কুলে আসেন কাজল। তিনি চাবি ফেরত না পেয়ে স্কুলে এসে ওই শিক্ষককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তরুণ ওই শিক্ষকের এমন অস্বাভাবিক মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না এলাকার লোকজন। কোনও সুইসাইড নোট না মেলায়, কী কারণে ওই শিক্ষকের মৃত্যু ঘটেছে, তা স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে। পুলিশ আধিকারিকদের বক্তব্য, ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে।

বন্ধ স্কুল থেকে এক সহকারী প্রাথমিক শিক্ষকের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল কুমারগঞ্জে। দীপাবলির ২৪ ঘণ্টা আগে শিক্ষকের অস্বাভাবিক মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না তেমন কেউই। স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৭ সালের নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ছিলেন তিনি। বিয়ে করেছেন তিন মাস আগে। স্থানীয়দের বক্তব্য, মিশুকে প্রকৃতির কাজল সবসময়ই হাসিখুশি থাকতেন। তবে '১৭-র নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়ে আদালতে মামলা হওয়ার পর থেকেই তিনি কিছুটা চুপচাপ থাকছিলেন। রাঁধুনি সাবেদা বলেন, 'কিছু খাতা দেখা এবং স্কুল পরিষ্কারের কথা বলে মাস্টারমশাই আমার থেকে চাবি নেন। বিকেল গড়িয়ে গেলেও তিনি চাবি ফেরত দিতে আসেননি। সন্দেহ হওয়ায় মাস্টারমশাইকে খুঁজতে স্কুলের জানলা-দরজা বন্ধ দেখি। ডাকাডাকি করে উত্তর না পেয়ে ভাঙা জানলার ভিতরে চোখ রাখি এবং মাস্টারমশাইকে ঝুলতে দেখি।' তাঁর চিৎকারেই আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন এবং বিষয়টি জানানো হয় কুমারগঞ্জ থানায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি বালুরঘাট হাসপাতালে পাঠায়।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাদেব ঘোষ বলেন, 'কাজল খুব শান্ত স্বভাবের ছেলে ছিল। স্কুলের গাছপালা খুব ভালোবাসত। মাঝে মাঝেই বলত, স্কুলে গিয়ে গাছগুলোতে জল দেওয়ার কথা। তবে আজ যে স্কুলে আসবে, তা আমি জানতাম না।' তিন মাস আগে বিয়ে করা কাজলের এমন মৃত্যু মেনে নিতে পারছেন না কেউই। সম্প্রতি বোনের বিয়ে দিয়েছেন কাজল। স্ত্রী, বাবা ও মাকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার ছিল বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। এদিন সকালে তাঁকে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতেও দেখা গিয়েছে। ঘটনায় হতবাক বন্ধুরাও। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। তবে প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলেই অনুমান করা হচ্ছে। শিক্ষা মহল থেকে স্থানীয় মানুষ, এমন ঘটনা মেনে নিতে পারছেন না কেউই।

কী ঘটেছে

- স্কুল পরিষ্কার সহ কয়েকটি কাজের কথা বলে রাঁধুনির কাছ থেকে চাবি নিয়ে স্কুলে ঢোকেন শিক্ষক
- কিন্তু চাবি ফেরত না পেয়ে স্কুলে গিয়ে ওই শিক্ষককে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান রাঁধুনি
- মাত্র ৩ মাস আগে বিয়ে করেছিলেন ওই শিক্ষক
- তবে কী কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে, তা স্পষ্ট নয় পুলিশের কাছে

দলবেঁধে জমিতে ময়ূর, সর্বনাশ ধানের

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : কথায় বলে না, একা রামে রক্ষা নেই, সুগ্রীব দোসর? গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া একাধিক গ্রামের কয়েকশো কৃষকের এখন সেই দশা। এতদিন শুধু হাতির হানা থেকে ধান রক্ষা করা নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকতেন তাঁরা। কিন্তু এবার দোসর হয়েছে ময়ূর। গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া সরস্বতী, বিচাভাঙ্গা বনবস্তি ও উত্তর ঝাড়মাটিয়ালি গ্রামের শতাধিক কৃষক এখন দিশেহারা ময়ূরের হামলায়। প্রতিদিন সকাল হতেই জঙ্গল থেকে দলবেঁধে ধানখেতে ঢুকে পড়ছে ময়ূরের দল। নিমেষেই সাবাড় করে দিচ্ছে বিঘার পর বিঘা পাকা ধান।

প্রতিবছরই ধান পাকতে শুরু করলে মাঠে কিছু ময়ূরের দল দেখা দেয়। তবে চলতি বছরে তাদের সংখ্যা ও ক্ষতির পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে বেড়েছে। কৃষকদের অভিযোগ, ময়ূরদের তাড়ানোর চেষ্টা করলেও কোনও লাভ হচ্ছে না। একদিক দিয়ে তাড়ালে তারা অন্য দিক দিয়ে মাঠে ঢুকে পড়ছে। দিনরাত পাহারা দিয়েও ফসল রক্ষা করা যাচ্ছে না।

বিচাভাঙ্গা বনবস্তির প্রবীণ বাসিন্দা লব পাইক বলেন, 'প্রতিবছর ময়ূর আসে ঠিকই, কিন্তু এভাবে একসঙ্গে এতগুলো ময়ূর আগে দেখিনি। চোখের সামনে ধান শেষ হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে চলতে থাকলে এবছর ফসল হাতে পাওয়া দুষ্কর হবে।' একই কথা সরস্বতী বনবস্তির কৃষক মঙ্গল কোরা ও সুরজ কোরার। তাঁদের বক্তব্য, ভোরের আলো ফোটার আগেই মাঠে নামে ময়ূরের দল। যতই তাদের তাড়ানোর চেষ্টা করা হয়, কিছুতেই ফেরত যায় না। এখন প্রতিদিনই নতুন করে ধানের ক্ষতি হচ্ছে।

ধানখেতে ময়ূরের হানায় বাড়ছে উদ্বেগ। -সংবাদচিত্র

একই চিত্র লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর ঝাড়মাটিয়ালি গ্রামেও। সেখানকার কৃষকরাও জানিয়েছেন, আগের তুলনায় এবছর ময়ূরের হামলায় ক্ষতির পরিমাণ বহুগুণ বেড়েছে। কেন এত বড় দলে ময়ূর গ্রামে ঢুকছে, সে বিষয়ে কেউই নিশ্চিত নন। কেউ বলছেন, জঙ্গলে খাদ্যের অভাবে ময়ূরের দল গ্রামে আসছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের আক্ষেপ, এতদিন এলাকায় তাণ্ডব চালাত হাতি। হাতির হামলায় বিঘার পর বিঘা জমির ধান নষ্ট হয়ে যেত। এখনও রাতের অন্ধকারে সেই হাতির উৎপাত তো রয়েছেই। সেইসঙ্গে সকাল হতে না হতেই শুরু হয়ে যাচ্ছে ময়ূরের অত্যাচার।

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের ডিএফও বিকাশ ভি-ও মানছেন সমস্যার কথা। বলছেন, 'ধান পাকার মরশুমে জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় ময়ূরের উৎপাত অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তবে এবছর অনেক বড় পরিসরে এমন ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা জুবের লাই মিদ্যা - কে

03.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93D 75084 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভ করে আমি অবিশ্বাস্যভাবে কৃতজ্ঞ। এই অভিজ্ঞতা আমাকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য আশা এবং আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে এই সুন্দর একটি আশীর্বাদের জন্য।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

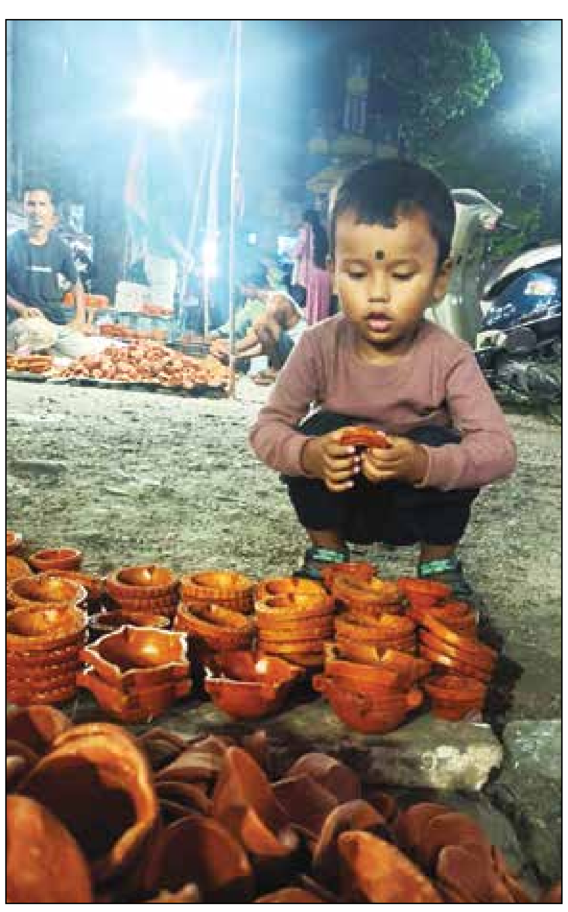

ছোট্ট হাতে। ময়নাগুড়ি বাজারে ছবিটি তুলেছেন রমেন রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

দেড় বছর ধরে লাগাতার হেনস্তা

মেয়েকে নির্যাতন, জেলে বাবা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : নাবালিকা মেয়েকে দেড় বছর ধরে শারীরিক হেনস্তা করার ঘটনায় শনিবার রাতে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হওয়ার পর রবিবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তাঁর চোদ্দো দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। দুপুরে নাবালিকাকে নিয়ে থানায় আসেন তাঁর তরুণী মা। তদন্তকারী পুলিশকর্তাদের কাছে তাঁদের ওপর হওয়া অকথ্য অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন মা ও মেয়ে।

গত দেড় বছর ধরে চলছিল অত্যাচার। মা পরিচারিকার কাজে বেরোনোর পরে বাড়িতে মেয়েকে একা পেয়ে বিভিন্নভাবে হেনস্তা চালাতেন বাবা। এমনকি, মেয়ে গর্ভবতী হওয়ার পেছনে স্বামী জড়িত থাকার বিষয় জানার পরে সরব হওয়ার চেষ্টা করেন মা। যদিও অভিযুক্ত ব্যক্তি, স্ত্রীর মুখ বন্ধ রাখতে দিনের পর দিন অত্যাচার চালাতেন বলে অভিযোগ। ভয় দেখাতে, একটি বড় ধারালো অস্ত্র বাড়িতে নিয়ে আসেন অভিযুক্ত। মাঝেমধ্যে হুঁশিয়ারি দিতেন, মা-মেয়ে দুজনকেই খুন করে ফেলবেন বলে।

পরিচারিকার পরিবারে চার সন্তান রয়েছে। এর মধ্যে মাস দুয়েক আগে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন ওই তরুণী। সেই সময় বড় মেয়েও গর্ভবতী অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। রবিবার থানায় বসে নাবালিকা চোখে জল নিয়ে বলছিল, 'বছর দেড়েক আগে থেকেই বাড়িতে একা পেলে আমাকে বিভিন্নভাবে শারীরিক হেনস্তার চেষ্টা করতেন বাবা। কোনওভাবে নিজেকে রক্ষা করতাম। যদিও চলতি বছরের শুরুতে আর রক্ষা পাইনি।'

গোটা ঘটনার কথা কাউকে না বলার জন্য ভয় দেখান অভিযুক্ত। নাবালিকা কার্যত বাবার ভয়ে দিন কাটাত। এদিকে, নিজে গর্ভবতী হয়ে পড়ায় মেয়ের ওপর নজর পড়েনি মায়ের। চতুর্থ সন্তান প্রসব করে বাড়ি ফিরে আসার পরে সমস্তটা জানতে পেরেছিলেন তিনি। যদিও মেয়েকে অত্যাচারের ব্যাপারে মা যেন সরব হতে না পারেন, তার জন্য বাড়িতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে আসেন অভিযুক্ত।

মাঝেমধ্যেই অস্ত্রে শান দিয়ে স্ত্রী ও কন্যাদের ভয় দেখাতেন তিনি। হুমকি দিতেন বলে অভিযোগ। তবে অত্যাচারের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ায় আর নিজেকে আটকে রাখতে পারেননি নির্যাতিতা মা ও কন্যা। এরপরই জনৈক মহিলা পুলিশকর্মীর মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করেন তাঁরা।

ইতিমধ্যে নাবালিকাকে নির্যাতনের অভিযোগে পকসো ধারায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করে গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ।

যা অভিযোগ

- মা কাজে বেরোনোর পরে মেয়েকে একা পেয়ে হেনস্তা চালাতেন বাবা
- জানা গিয়েছে, পরিচারিকার পরিবারে চার সন্তান রয়েছে
- চতুর্থ সন্তান প্রসব করে বাড়ি ফিরে আসার পরে সবটা জানতে পেরেছিলেন মা
- গোটা ঘটনার কথা কাউকে না বলার জন্য ভয় দেখান অভিযুক্ত

জাল শংসাপত্র কাণ্ডে শা-কে চিঠি শংকরের

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৯ অক্টোবর : খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের জাল জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র কাণ্ডে রবিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে চিঠি দিয়েছেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। ওই চিঠিতে পদ্ম নেতার দাবি, রাজ্যের একাধিক হাসপাতালে একই কায়দায় টাকার বিনিময়ে জাল শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। খড়িবাড়ির ঘটনায় নিরপেক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছেন তিনি। একই সঙ্গে শংকর জানিয়েছেন, ছটপুজোর পর বিজেপি সিবিআই তদন্তের দাবি জানাবে।

শংসাপত্র দুর্নীতিতে অভিযুক্ত ডেটা এন্ট্রি অপারেটরের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক। অভিযোগের ৪৮ ঘণ্টা পার হলেও এখনও পর্যন্ত পার্থ সাহা নামে ওই ডেটা এন্ট্রি অপারেটর অধরা। অভিযোগ দায়ের পর থেকেই তিনি পলাতক। অথচ স্থানীয়দের দাবি, শনিবার পার্থকে খড়িবাড়ি ব্লকে শাসকদলের এক অঞ্চল সভাপতির মোটর সাইকেলে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। পিডব্লিউডি মোড় সংলগ্ন একটি সাইবার ক্যাফেতেও তাঁদের দেখা যায়। যদিও খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'পুলিশ

অধরা অভিযুক্ত

এখনও খোঁজ পায়নি। তল্লাশি জারি রয়েছে।' পুলিশের প্রাথমিক সন্দেহ, পার্থ নেপালে গা-ঢাকা দিয়েছেন।

শংসাপত্র দুর্নীতিতে শনিবারই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানান শংকর। তখনও তিনি জনস্বার্থ মামলা করে সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছিলেন। বিজেপি নেতার দাবি, শুধু পার্থ নন, হাসপাতালের রেজিস্ট্রার প্রফুল্লিত মিঞ্জ, স্বাস্থ্য দপ্তরের একাধিক আধিকারিক ও তৃণমূলের নেতাদের মদত ছাড়া এত বড় কেলেঙ্কারি সম্ভব নয়। এদিন শংকর বলেন, 'শুধু খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল নয়, আমাদের আশঙ্কা রাজ্যের অন্যান্য ব্লকেও তারিখ পিছিয়ে জাল জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র তৈরি হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় জাল আধার কার্ড সহ বিভিন্ন ধরনের ভুয়ো শংসাপত্র তৈরির অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। একদিকে যখন ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন চলছে, তখন এধরনের ঘটনা অত্যন্ত সংবেদনশীল ও রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক। প্রকৃত দোষীদের ধরতে সঠিক তদন্ত প্রয়োজন।'

খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে গত তিন মাসে প্রায় ৮৫০ জাল শংসাপত্রের হদিস পেয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ডেটা এন্ট্রি অপারেটর পার্থ আবার জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক পপি সাহার ছেলে। স্বাস্থ্য দপ্তর জালিয়াতি ফাঁস করার পর পার্থ মুচলেকা দিয়ে সমস্ত দায় স্বীকার করে নেন বলে জানান খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক শফিউল আলম মল্লিক।

থানায় ঝুলিয়ে তরুণকে মার

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : থানায় নিয়ে গিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত এক তরুণকে ব্যাপক মারধরের অভিযোগ উঠল মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশের বিরুদ্ধে। কোনও লিখিত অভিযোগ ছাড়াই পুলিশ এই পদক্ষেপ করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে ভোটবাড়ি শিশাগোড় এলাকায়। আবদুল রসিদ নামে সেই জখম তরুণের আপাতত স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। আর পুলিশের এমন আচরণের পিছনে উঠে আসছে প্রভাবশালী তত্ত্ব। তবে পুলিশের তরফে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

আবদুলের পরিবারের অভিযোগ, পারিবারিক বিবাদের জেরে শনিবার রাতে পুলিশ বিনা অভিযোগেই আবদুলকে থানায় নিয়ে যায়। পরে তাঁকে পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে মারধর করা হয়। রাতে নির্যাতনের পর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় পুলিশ রাত দুটো নাগাদ আবদুলকে বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে যায়। রবিবার সকালে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আবদুল বলেছেন, 'আমাকে থানার ভেতর ঝুলিয়ে বেধড়ক মারধর করেছে পুলিশ।'

মেখলিগঞ্জ থানার এক আধিকারিক অবশ্য দাবি করেছেন, 'ওই তরুণকে পুলিশ মারেনি। পারিবারিক ঝামেলা চলাকালীন কয়েকজন গ্রামবাসী তাঁকে মারধর করেছিল। আমরা তাঁকে উদ্ধার করে থানায় এনেছিলাম। পরে তাঁর স্ত্রী ও জামাইবাবু এসে তাঁকে নিয়ে যান।'

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, আবদুলের সঙ্গে তাঁর বাবার দীর্ঘদিন ধরেই বিবাদ চলছে। সম্প্রতি

মারধরের জেরে অসুস্থ তরুণকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

যা ঘটেছে

- পুলিশের এমন আচরণের পিছনে উঠে আসছে প্রভাবশালী তত্ত্ব
- পারিবারিক বিবাদের জেরে পুলিশ ডাকেন আবদুলের এক ভাই
- শিক্ষা দিতে পুলিশ বিনা অভিযোগেই আবদুলকে থানায় নিয়ে যায়
- পায়ে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে মারধর করে রাতে বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়

সেই বিবাদই আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। তা নিয়েই গণ্ডগোল চলছিল। আবদুলের এক আত্মীয় আবার পুলিশের ঘনিষ্ঠ। এই বিবাদের জেরে তিনিই নাকি পুলিশকে বলে দিয়েছিলেন, যাতে আবদুলকে একটু 'শিক্ষা' দেওয়া হয়। সেই অনুরোধে তাই 'বিশেষ ব্যবস্থা' নিয়েছে পুলিশ।

মাথাভাঙ্গার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্দীপ গড়াই বলেন, 'এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে গুরুত্ব দিয়েই তদন্ত করা হবে।' আবদুলের স্ত্রী মুনমুন খাতুন বলেন, 'পারিবারিক বিবাদের ঘটনা সম্পর্কে এক ভাশুর থানায় ফোন করে পুলিশ ডাকেন। এরপর পুলিশ স্বামীকে নিজেদের গাড়িতে তুলে নিয়ে যায় ও মারধর করে। ও বাড়িতে ফিরে আসার পর দেখি শরীরের জায়গায় জায়গায় অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন।'

ঘটনাটি সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলেও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ও তৃণমূল নেতা রেজাউল ইসলাম সরকার বলেন, 'নিগৃহীত তরুণকে দেখতে গিয়েছিলাম। সত্যিই তাঁর অবস্থা উদ্বেগজনক। যদি পুলিশ এমন কাজ করে থাকে, তবে তা অন্যায়। নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া দরকার।' অন্যদিকে বিজেপির মেখলিগঞ্জ টাউন মণ্ডল সভাপতি আশেকার রহমানের অভিযোগ, 'এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। থানার ভেতরে পুলিশ অনেক সময় রাজনৈতিক নির্দেশে সাধারণ মানুষকে মারধর করছে।'

গ্রেপ্তার তরুণ

অবিবাহিত পরিচয় দিয়ে বিয়ের ফাঁদ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয়, সম্পর্কের শুরু। ধীরে ধীরে বন্ধুত্ব। তারপর প্রেম। সেই চেনা ছকেই এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে বছর পনেরোর এক কিশোরী। তরুণ নিজেকে অবিবাহিত পরিচয় দেন। তাতে সেই কিশোরী প্রেমে আরও মশগুল হয়ে ওঠে। যদিও অপরিচিতকে বিশ্বাস করা ঠিক নয়, সেটা বারবার ওই কিশোরীকে বুঝিয়েছিল পরিবার। সে জানিয়েছিল, সেই তরুণকে ছাড়া থাকা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তাই ঘর ছেড়ে ওই তরুণের সঙ্গে পালিয়েছিল ওই কিশোরী। সে যাত্রায় অবশ্য পরিবারের লোকই কিশোরীকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

তবে এবার ফের পালানোয় পরিবারের সদস্যরা মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করতেই পরিস্থিতি অন্যদিকে মোড় নিল। পুলিশ তরুণের বাড়ি থেকে কিশোরীকে উদ্ধার করেছে। তরুণকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই প্রকাশ্যে এল, তরুণ আদতে বিবাহিত। তাঁর স্ত্রী-সন্তান রয়েছে। বিষয়টা জানার পরেই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার দশা কিশোরীর। কিশোরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, ফুসলিয়ে নিয়ে কিশোরীর সঙ্গে সহবাসও করেছেন ওই তরুণ। এরপরই ওই কিশোরীর পরিবারের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। ধৃত তরুণের নাম হিরা সরকার। এনজেপি থানা এলাকায় তাঁর বাড়ি। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মাটিগাড়া ব্লকের কোনও একটি এলাকার এই কিশোরীর বছরখানেক আগে সোশ্যাল মিডিয়ার সূত্র ধরে হিরার সঙ্গে পরিচয় হয়। কিছুদিনের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয়। শুরু হয় একে অপরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ। যদিও বাড়ির তরফে বারবার মানা করায় প্রেমিকযুগল পালিয়ে বিয়ে করার পরিকল্পনা করে। এখন গোটা ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার, গ্রেপ্তার

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৯ অক্টোবর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের রাজীবনগরে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ শব্দবাজি সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম উত্তম মল্লিক। কিছুদিন ধরে ওই এলাকায় নিষিদ্ধ শব্দবাজি বিক্রি হচ্ছে বলে পুলিশের কাছে খবর ছিল। শনিবার রাতে ক্রেতা সেজে উত্তমের সঙ্গে দেখা করে পুলিশ। এরপর উত্তম ওই নিষিদ্ধ বাজি বের করতেই তাঁকে পাকড়াও করে পুলিশ। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার হয়। ধৃতকে রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

অন্যদিকে, একই অভিযোগে আরেক বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করল বাগডোগরা থানার পুলিশ। শনিবার রাতে বাগডোগরার সন্তোষী মায়ের মন্দিরের পাশের বাজি বাজার থেকে রতনকুমার ধর নামে ওই ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন। বাজেয়াপ্ত হয় নিষিদ্ধ শব্দবাজি। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন। এনিয়ে বাগডোগরা ক্র্যাকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বাবাই সরকার বলেন, 'আমরা সবাইকে সরকারি বিধিনিষেধ মেনে বাজি বিক্রি করার পরামর্শ দিয়েছি। তারপরেও কেন কেউ এমন কাজ করল তা আমাদের বোধগম্য হচ্ছে না।' আবার রবিবার রাতে চোপড়া থানার পুলিশ সুফলগছ এলাকায় এক ব্যবসায়ীর দোকানে অভিযান চালিয়েও নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করেছে। তবে এক্ষেত্রে গ্রেপ্তারির কোনও খবর মেলেনি।

এসএসবি'র জালে পাচারকারীরা।

ধৃত ৫ মাদক পাচারকারী

খড়িবাড়ি, ১৯ অক্টোবর : ৪৭৫ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট সহ ৫ মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হল ভারত-নেপাল সীমান্তে। তার সঙ্গে একটি গাড়ি ও একটি স্কুটারও আটক করা হয়েছে। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা শনিবার রাতে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি কোয়ার্টার মোড়ে অভিযান চালায়। সেখানে একটি গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৪৭৫ গ্রাম ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত হয়েছে। মাদক হাতবদলের সময় অভিযুক্তদের ধরে ফেলে এসএসবি। ধৃত মাদক পাচারকারীদের নাম বাপি শেখ, নিতাই মালি, পুলক দাস, অলোক দাস এবং লখিন্দর রায়। এদের মধ্যে বাপি ও অলোকের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুরে। এছাড়াও নিতাই নকশালবাড়ির, পুলক বালুরঘাটের এবং লখিন্দর শিলিগুড়ির বাসিন্দা। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর পরে ধৃতদের শনিবার রাতে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেয় এসএসবি। রবিবার দুপুরে তাঁদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, আদালতে বিচারক অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রোশনাইয়ের উজ্জ্বল চোপড়া

চোপড়া, ১৯ অক্টোবর : আলোর উৎসবে সেজে উঠেছে সদর চোপড়া সহ চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন জায়গা। রোশনাইয়ে মেতেছে সোনাপুর বাজার এলাকাও। ব্লকের তিনটি বড় পুজোর আলোকসজ্জা এবার সবার নজর কাড়তে চলেছে।

প্রতিবারের মতো এবারও বিগ বাজেটের পুজোর আয়োজন করেছে চোপড়া থানার আবাসিক কালী মন্দির পুজো কমিটি। থানার আবাসিকদের পুজো ঘিরে আলোকিত এলাকার রাস্তাঘাটও। এবারও থানায় ধুমধাম করে পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। একদিকে প্যান্ডেলের পরিধি বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও জাতীয় সড়ক পর্যন্ত ৩০০ মিটার এলাকা একাধিক আলোর তোরণে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। স্থানীয়দের বক্তব্য, এর আগে এত জায়গাজুড়ে থানায় পুজোর আয়োজন হয়নি।

আবাসিক কালী মন্দির পুজো কমিটির সহ সভাপতি তথা চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জিয়ারুল রহমান বলেন, 'পুজো আগের মতোই হচ্ছে। তবে এবার কিছুটা বাজেট বেড়েছে। এবারও বস্ত্র বিতরণ ও স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকছে।' অন্যদিকে, চোপড়া ব্লকের সোনাপুর বাজার এলাকায় প্রতিবারের মতো এবারও থিমের রকমারি বিভিন্ন পুজোয়। সোনাপুর ব্ল্যাক ডায়মন্ড ও ইউনাইটেড ক্লাবের বিগ বাজেটের পুজোর পাশাপাশি ব্লকের দাসপাড়া, কাঁচাকালী, সদর চোপড়া সহ বিভিন্ন এলাকার পুজোয় চলছে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি।

ত্রাণ বিলি

বাগডোগরা, ১৯ অক্টোবর : বাণীমন্দির অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের তরফে রবিবার স্বাস্থ্য শিবির এবং রিলিফ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয় আপার দুধিয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল ডাম্ফেতার তারুয়ায়। অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম কর্মকর্তা ডাঃ বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'মূলত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াবার লক্ষ্যে আমাদের এই প্রয়াস। এদিন সংগঠনের রিলিফ ক্যাম্প থেকে আমরা প্রায় ৫১টি পরিবারের ৪০০ জনের অধিক মানুষের পাশে থাকতে পেরেছি।'

এদিন সংগঠনের পক্ষ থেকে চাল, আটা, তেল, বিস্কুট, নুন, সয়াবিন, আলু সহ বিপর্যস্ত মানুষের জন্যে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা হয়। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে ৪৮ জনের বেশি মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবাও প্রদান করা হয়।

উৎসবের সাজ

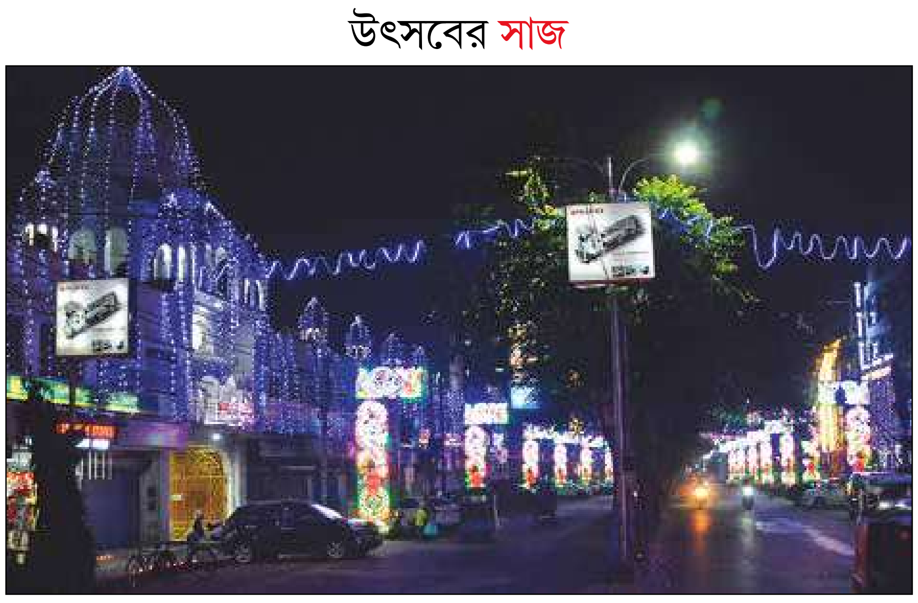

ভূতচতুর্দশীর রাতে সেজেছে শিলিগুড়ি শহর। রবিবার সেবক রোডে। ছবি : সূত্রধর

প্রদীপে আয়ের পথের খোঁজ

নাগরাকাটা, ১৯ অক্টোবর : স্বামী জন্মান্ধ। স্ত্রী হাঁটাচলায় প্রায় অক্ষম। দীপাবলি এলেই প্রদীপ বেচে জীবনের আলো খোঁজেন লুকসানের বিশেষভাবে সক্ষম দম্পতি রামপ্রতাপ পণ্ডিত ও ফুলকুমারী পণ্ডিত।

বাড়ি লুকসান মোড়ে। বাবা বেঁচে থাকাকালীন নিজের হাতে গড়ে তিনিই দীপাবলিতে প্রদীপ বিক্রি করতেন। সেই ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেছেন এলাকার ক্যারন লাইনের বাসিন্দা রামপ্রতাপ। চোখে দেখতে না পাওয়ায় নিজে হাতে তৈরি করতে পারেন না। বিক্রির জন্য পাইকারদের কাছ থেকে কিনে আনেন। এ লড়াইয়ে সহযোদ্ধা অর্ধাঙ্গিনী ফুলকুমারী।

রামপ্রতাপ বলছেন, 'আমার চোখে আলো নেই। তবে অন্যের বাড়িতে যদি আলো জ্বলে তার চেয়ে ভালো আর কীই বা হতে পারে! শুধু একটা সরকারি বাড়ি জুটলে সুরাহা হত।'

গাছ পড়ে ভেঙে গিয়েছে দোকান ঘর। -সংবাদচিত্র

দার্জিলিং মোড়ে গাছ ভেঙে বিপত্তি

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : গভীর রাতে দার্জিলিং মোড়ে আচমকা গাছ ভেঙে পড়ার ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনার জেরে গাছের কাছে থাকা চারটি দোকান ও একটি ছোট হোটেল পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে প্রশ্ন উঠছে, গাছটি হঠাৎ ভেঙে পড়ল কীভাবে? গোটা ঘটনার দায় অবশ্য এলাকাবাসী ও ব্যবসায়ীদের দিকে ঠেলে দিয়েছেন ৪৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন। তাঁর মতে, এর জন্য এলাকাবাসীর সচেতনতার অভাবই দায়ী। তাঁর সাফাই, 'আমি গিয়ে দেখলাম, গাছটার গোড়ার দিকটা ক্ষতিগ্রস্ত ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীদের এব্যাপারটা আমাকে কিংবা পুরনিগমকে জানানো উচিত ছিল। দিনেরবেলা এই ঘটনা ঘটলে সাধারণ মানুষের প্রাণহানি ঘটত।' পাশাপাশি, শিলিগুড়ি শহরে যেভাবে গাছ ভেঙে পড়ছে, তাতে গাছের নীচে কোনও দোকান কিংবা গুমটি বসানোটা কতটা নিরাপদ তা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে।

সুকনা থেকে দার্জিলিং মোড়ে আসার লেনের ধারে একাধিক দোকান, হোটেল, গুমটি রয়েছে। রাস্তার ধার বারবরই এই গুমটি, দোকান গজিয়ে উঠেছে। এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই ওই পুরোনো, বড় আকারের গাছটি দাঁড়িয়ে ছিল। স্থানীয় হোটেল ব্যবসায়ী মুন্না ঠাকুর বলেন, 'রাতের দিকে হঠাৎ করেই গাছটি ভেঙে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে গাছের নীচে থাকা গুমটি, হোটেলগুলো দুমড়ে-মুচড়ে যায়।'

এদিন ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল, গাছের ডাল যথেষ্ট বড় থাকায় রাস্তার ধার থেকে বেশ কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গোডাউনের সীমানা পাঁচিলও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া গুমটিগুলি দেখিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা অশোক দাস বলছিলেন, 'রাস্তার ধারের এই অংশে এই গুমটি, হোটেলগুলোতে সারাদিনই ভিড় লেগে থাকে। এলাকার বহু গাড়িও এখানে এসে দাঁড়ায়। সকালবেলা এই গাছ ভেঙে পড়লে, প্রাণহানি তো হতই। বহু গাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হত।'

এর আগেও সেবক রোড, কলেজপাড়া, সেবক মোড় ইত্যাদি জায়গায় বড় গাছ ভেঙে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। গাছ ভেঙে পড়ার ঘটনার পেছনে রাস্তা সম্প্রসারণ থেকে শুরু করে, ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের তার বসানো সহ একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। আর এসবের মধ্যে যে গাছের নীচের অংশই বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে, সেটা আলাদা করে বলার নেই। শহরবাসীর কাছে মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মনের আবেদন, 'কোনও গাছ বিপজ্জনক মনে হলেই পুরনিগমকে সবার আগে খবর দিন।'

আলোর উৎসবে আঁধার মডেল ভিলেজে

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ১৯ অক্টোবর : বিধ্বংসী প্লাবন শুধু ভিটেমাটিই কাড়েনি। ১১টি তরতাজা প্রাণও ছিনিয়ে নিয়েছে। আলোর উৎসব দীপাবলিতে বামনডাঙ্গা চা বাগানের মডেল ভিলেজ তাই অন্ধকারেই থাকছে। সংশ্লিষ্ট আট পরিবার ঘটনার দুই সপ্তাহ পরও এখনও ৫ অক্টোবরের সেই অভিশপ্ত ভোরের কথা মনে করলেই শিউরে উঠছে।

মডেল ভিলেজটি বামনডাঙ্গার একপ্রান্তে অবস্থিত। মোট ৫৭৬টি পরিবারের বাড়ি সেখানে রয়েছে। যদিও থাকত ২৭০ জনের কিছু বেশি পরিবার। সরকারি উদ্যোগে আবাসন প্রকল্পটি চালু করা হয়। যাঁদের বাগানে কোনও কাজ নেই বা নন-ওয়ার্কার এমন পরিবারগুলিকে থাকার বাড়ি দেওয়া হয়। মডেল ভিলেজ থেকে কিছুটা দূরেই জলঢাকা। রাত থেকে হওয়া মুষলধারে বৃষ্টি তো ছিলই। ওই নদীর বাঁধ ভেঙে ভোর ৫টা নাগাদ যখন জল ঢুকতে শুরু করে তখনই পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হয়ে উঠে। এক কোমর জল ধীরে ধীরে এক মানুষ জলে পরিণত হয়। প্রাণে বাঁচতে যে যার মতো জল ডিঙিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পালাতে থাকেন। সেসময় ১১ জন ভেসে যান।

পরে প্রত্যেকের দেহ উদ্ধার হয়। মডেল ভিলেজে যাঁরা বন্যা পরিস্থিতির বলি হয়েছেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে একই পরিবারের মা মঞ্জু নায়েক, ৬ বছরের ছেলে নিবৃতি নায়েক, ৪ বছরের মেয়ে নিব্যাংশ নায়েক, কস্তু লোহার ও রাধিকা লোহার নামে এক দম্পতি, সরস্বতী বড়াইক, এতোয়ারি ওরাওঁ, সানচারোয়া সাহু, শকুন্তলা ওরাওঁ, শিল্পা মুন্ডা ও দুই মাসের এক শিশু।

নিজের স্ত্রী ও দুই সন্তানকে হারিয়ে মডেল ভিলেজের আকাশ ওরাওঁ এখন ডায়না লাইনে তাঁর বাবা-মায়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। ওই তরুণের কথায়, 'আমার জীবনটাই তো শেষ হয়ে গেল। এমনটা যেন আর কারও সঙ্গে না হয়।' মডেল ভিলেজের দু'মাস বয়সি এক শিশুকন্যার ভেসে যাওয়ার কাহিনী আরও মর্মান্তিক। জল যখন ঘরের ভেতর কোমর ছুঁয়ে ফেলেছে বিপদ বুঝে মা আলিসা নাগাসিয়া একরত্তিকে কোলে করে পালাতে শুরু করেন। বাইরেও তখন চারপাশে শুধুই জল। বিদ্যুৎ ছিল না। আলিসা বলেন, 'কোনওকিছুতে পা আটকে ঝাঁকুনি খেতেই মেয়ে হাত থেকে জলে পড়ে যায়। কত খুঁজেছি। কোথাও ওকে দেখতে পাইনি।' কস্তু ও রাধিকা নামের দম্পতির আর কেউ নেই। টুকরো কোলাজে এমন ট্র্যাজেডি সেখানে আরও অনেক আছে।

দুর্যোগের পর বামনডাঙ্গার মডেল ভিলেজ।

স্থানীয়রা ২০১৬ সাল থেকে মডেল ভিলেজে কালীপুজো শুরু করেন। প্রতি বছর ধুমধাম করে মহাশক্তির আবাহন ছাড়াও পুজোর পরদিন আদিবাসী নাচ-গানের আসর বসে। যা 'যাত্রা' নামে পরিচিত। এবার সেসব কিছুই হচ্ছে না। পুজো বন্ধ করা উচিত হবে না দেখে মডেল ভিলেজের মাঠে শুধু দেবীর প্রতিমা এনে নমো-নমো করে আরাধনা করা হবে। গোটা বাগানের কোথাও এবার বাহারি আলো লাগানো হয়নি। নিদেনপক্ষে এলইডি'ও জ্বলেনি। এমনকি প্রদীপ জ্বালাতেও অনেকের অনীহা। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষ্মণ কাওয়ার বললেন, '১১ জনকে হারানোর এই শোক ভোলার নয়। মনমেজাজ কারও ভালো নেই। এমন আবহে কি দীপাবলি পালন সম্ভব!'

প্রতারণা

আইসিডিএসে কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে মুর্শিদাবাদ থেকে গ্রেপ্তার দুজন। ধৃত একজন স্থানীয় তৃণমূল নেতা বলে জানা গিয়েছে।

তরুণ খুন

নদিয়ার হাঁসখালিতে মদ্যপানের আসরে বন্ধুদের হাতে খুন এক তরুণ। তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে। তদন্ত করছে পুলিশ।

আটক জেলেরা

মাছ ধরতে গিয়ে বাংলাদেশের হাতে আটক কুলতলির ১৪ জন মৎস্যজীবী। ইঞ্জিন বিকল হয়ে তাঁদের ট্রলার ভাসতে ভাসতে বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকে পড়ে। প্রশাসন খোঁজখবর নিচ্ছে।

দেহ উদ্ধার

পুরুলিয়ার নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হল ওড়িশায়। ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। কয়েকজন তাঁকে ঘিরে ধরে ব্যাগ দেখতে চায়। তারপর আর যোগাযোগ করা যায়নি।

শুভেন্দুকে ঘিরে বিক্ষোভ

‘ক্ষমতা থাকলে ১ ঘণ্টায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতাম’

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : বিক্ষোভের মুখে পড়ার পরেই পাথরপ্রতিমায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সভা থেকে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি উঠল। রবিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক বিধানসভায় কালীপুজোর উদ্বোধনে যান শুভেন্দু। সেখানেই তাঁকে বাধার মুখে পড়তে হয়। রায়দিঘিতে তাঁর কনভয় আটকে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা। আবাস যোজনা, ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ কেন করা হয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। শুভেন্দুর অভিযোগ, দু’বার তাঁর ওপর হামলা হয়েছে। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীরা এই হামলা করার চেষ্টা করেছেন। যদিও বিরোধী দলনেতার কনভয়ে হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। ঘটনার নিন্দা করেছে বিজেপি। পালটা তোপ দেগেছে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস।

এদিন রায়দিঘি বিধানসভার সাতঘরা এলাকায় কালীপুজোর উদ্বোধন করতে যান তিনি। তখনই হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে দক্ষিণ বিষ্ণুপুর মোড়ে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাঁর গাড়িতে চাপড় দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। একদিকে তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা যখন জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকেন, সেই সময় বিজেপির পক্ষ থেকে ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দেওয়া হয়। তারপরই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। শুভেন্দু বলেন, ‘আমার গাড়িতে তো হামলা নয়, আমার ওপরে হামলা হয়েছে। ধর্ম পালন করতে বাধা দিচ্ছে আমাকে।’ পাথরপ্রতিমাতেও তাঁকে বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। তারপরই পাথরপ্রতিমা সভা থেকে তাঁর দাবি, ‘আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে ১ ঘণ্টার মধ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতাম।’

শুভেন্দুর কনভয় ঘিরে তৃণমূলের মহিলা কর্মীদের বিক্ষোভ। রবিবার রায়দিঘিতে।

তাঁর কনভয়ে হামলার ঘটনায় অনুপ্রবেশ তত্ত্বও খাড়া করেছেন তিনি। তাঁর দাবি, ‘অনুপ্রবেশকারীরা এখানে প্রবেশ করে গণতন্ত্র বিগড়ে দিচ্ছে। এখানে তো রাজনৈতিক কর্মসূচি করতে আসিনি। ধর্ম পালন করতে এসেছিলাম। এই রাজ্যে হিন্দুদের ধর্ম পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না।’ সেখানে কালীপুজোর উদ্বোধনের পর মহিলা নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ‘আমাদের রাজ্যে মহিলারা কোথাও সুরক্ষিত নন। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমস্ত হিন্দুদের একত্রিত হতে হবে। তৃণমূল বা সিপিএম যে দলেরই হোন, একবার ভাবুন।’ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানান, খগেন মুর্মু, রাজু বিস্তার পর শুভেন্দু অধিকারীর কনভয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে। বাংলায় বিরোধীদের ওপর ধারাবাহিক সন্ত্রাসের নতুন অধ্যায়। এরপর পাথরপ্রতিমায় সভা ছিল শুভেন্দুর। সেই ভিড় থেকেই রাষ্ট্রপতি শাসনের আওয়াজ ওঠায় শুভেন্দু বলেন, ‘জনগণ আওয়াজ তুলুন। আমার হাতে তো ওটা নেই। থাকলে এক ঘণ্টাও লাগত না।’

ফের ভিডিও ফাঁস করে দেওয়ার অভিযোগ করেন তিনি। আমতলায় গিয়ে শুভেন্দুর দাবি, ‘এখানে গণতন্ত্র নেই। ভোট কাকে দেবেন আপনার ব্যাপার। ইভিএমে সেলোটেপ দেওয়া হয়েছে। আমার কাছে কয়েকশো ভিডিও আছে। ক্যামেরা বন্ধ ছিল। ডায়মন্ড হারবারের ক্যামেরার লিঙ্ক যাদবপুরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ৪ নভেম্বরের পর দেখিয়ে দেব প্রমাণ সহ।’

আলোকের এই ঝর্ণা ধারায়... রবিবার কালীঘাটে। ছবি-দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

জেলা কমিটিতে কেষ্ট ঘনিষ্ঠরাই সংখ্যায় বেশি

আশিস মণ্ডল ও অশোক মণ্ডল

সিউড়ি ও দুবরাজপুর, ১৯ অক্টোবর : অনুব্রতর হাতে গড়া জেলা কমিটিতেই সিলমোহর দিল রাজ্য কমিটি। ফের বীরভূমে ব্লক ও শহর কমিটির তালিকায় তাঁরই অনুগামীদের নাম জ্বলজ্বল করছে। ফলে রবিবার জেলা কমিটির তালিকা দেখে খুশি অনুব্রত মণ্ডল। তবে বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে জেলার অনেক শহরাঞ্চলে লিড না পাওয়ায় সেখানকার সংগঠনে ব্যাপক রদবদল করা হয়েছে।

এদিন তৃণমূলের বীরভূম জেলা কোর কমিটির আহ্বায়ক অনুব্রত বলেন, ‘আজ কলকাতা থেকে দল খুব সুন্দর তালিকা পাঠিয়েছে। এটা দলের পক্ষে ভালো হবে। যা ছিল তাই রেখেছে। সবাই তৃণমূলের হয়েই কাজ করবে। সকলকে ধন্যবাদ জানাই।’ এছাড়াও তিনি জানান, কালীপুজো, ছটপুজো, জগদ্ধাত্রীপুজোর পর সবাইকে নিয়ে বৈঠক করবেন।

এদিন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বীরভূম জেলার ব্লক ও শহর কমিটির পদাধিকারীদের তালিকা প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য ভাবে তাতে ব্লক স্তরের তুলনায় শহরাঞ্চলের বেশ কিছু পদে রদবদল করা হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে নতুন মুখ নিয়ে আসা হয়েছে। অন্যদিকে, দুবরাজপুরে দলের দুই সদস্যের ব্লকের আহ্বায়কের জায়গায় পাঁচ সদস্যের আহ্বায়ক করা হয়েছে। সেই সঙ্গে, একাধিক যুব সভাপতি ও সহ সভাপতি পদে রদবদল করা হয়েছে।

নতুন পদে আসা ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে কেষ্ট অনুগামীদের। একমাত্র সিউড়ি ২ নম্বর ব্লকে পাল্লা ভারী কাজল শেখের। এরই মধ্যে ইস্তফা দেওয়ার পরেও ব্লক সভাপতির পদে রাখা হয়েছে নুরুল ইসলামকে। অন্যদিকে, ব্লকের কোনও দায়িত্বেই রাখা হয়নি অনুব্রত ঘনিষ্ঠ অশ্বিনী মণ্ডলকে।

বিদায়ের পথে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : ঐতিহ্যবাহী ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই) তার স্টক এক্সচেঞ্জ ব্যবসা বন্ধ করছে। তারা

স্বেচ্ছায় লাইসেন্স থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০২৫ সালের ২০ অক্টোবরই হবে তাদের কার্যক্ষম এক্সচেঞ্জ হিসেবে শেষ কালীপূজা ও দীপাবলি। গত এক দশক ধরে আইনি লড়াই চলছিল। কার্যক্রম পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টাও ব্যর্থ হওয়ায় কর্তৃপক্ষ ব্যবসা থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেবির নির্দেশিকা লঙ্ঘনের জন্য ২০১৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে সিএসই-তে ট্রেডিং স্থগিত ছিল। শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন মিলেছে।

অতি সতর্ক তৃণমূল, বেকায়দায় বামেরা

বিএলওদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যান, নির্দেশ অরূপের

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : এসআইআর বা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে এখন রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল চর্চা। এবার বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চ থেকেও সেই প্রসঙ্গ এড়াল না। বাঁকুড়ার সিমলাপালে বিজয়া সম্মিলনির মঞ্চ থেকে বিএলওদের নিয়ে দলীয় কর্মীদের নির্দেশিকা দিলেন তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। বুথ লেভেল অফিসার বা বিএলওদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন তিনি। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। পালটা সুর চড়িয়েছে বিজেপি। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকারের প্রশ্ন, ‘বিএলওদের সঙ্গে তৃণমূল কর্মীরা কি মস্তানি করতে যাবে? নির্বাচন কমিশনের হয়ে বিএলওরা গ্রামে যাবেন। সেখানে কেউ মস্তানি করতে গেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর লাঠি মিলতে পারে, মিলতে পারে গুলিও।’

বাংলায় এসআইআর হলে ১ কোটি মানুষের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে বলে আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই প্রসঙ্গ তুলে ধরেই অরূপ বলেন, ‘বাংলাতে ১ কোটি মানুষের ভোটার তালিকা থেকে নাম যাতে বাদ যায় তার জন্য পরিকল্পনা চলছে। বুথে যে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আছেন, তাঁদের অনুরোধ করব তৈরি থাকুন। বিএলওদের সঙ্গে আপনারাও সঙ্গে যাবেন। যে ভোটার থাকবেন না, তার ফর্মটা নিয়ে নেবেন। ফিলাপ করে আপনারা জমা দেবেন। নাগরিক কমিটি তৈরি করুন।’

আগেই লাভপুরের তৃণমূল বিধায়ক অভিজিৎ সিনহাও একই দাবি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ‘যিনি আমার দলের বিএলএ আছেন, তাঁকে ওই বিএলওর সঙ্গে বাড়ি বাড়ি যেতে হবে। সমস্যা যদি হয় সেখানে তাঁর সমাধান করতে হবে। প্রতিবাদ করতে হবে।’

বারাসত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি বিএলও নিয়ে সতর্ক করেছিলেন দলীয় কর্মীদের। তারই মধ্যে দলের সাংসদও একই দাবি করেছেন। ইতিমধ্যেই ৪০০০-এর বেশি বুথ লেভেল অফিসারদের নিয়ে অভিযোগ উঠেছে। বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসকদের থেকে রিপোর্ট চেয়েছে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তর।

> বাংলাতে ১ কোটি মানুষের ভোটার তালিকা থেকে নাম যাতে বাদ যায় তার জন্য পরিকল্পনা চলছে। বুথে যে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আছেন, তাঁদের অনুরোধ করব তৈরি থাকুন। বিএলওদের সঙ্গে আপনারাও সঙ্গে যাবেন। যে ভোটার থাকবেন না, তাঁর ফর্মটা নিয়ে নেবেন। ফিলাপ করে আপনারা জমা দেবেন। নাগরিক কমিটি তৈরি করুন।
>
> **অরূপ চক্রবর্তী**

বিএলএ নিয়োগ নিয়ে সংশয়ে সিপিএম নেতৃত্ব

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : সব ঠিকঠাক থাকলে এরাজ্যে নভেম্বরে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে ইঙ্গিত নির্বাচন কমিশনের। তবে এখনও সমস্ত জেলায় বিএলএ নিয়োগ নিয়ে হিমসিম খেতে হচ্ছে বামেদের। একাধিক জেলার অধিকাংশ বুথে বিএলএ-২ নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। এতে বুথ স্তরে দলের সংগঠন যে নড়বড়ে তা স্বীকার করেছেন বাম নেতারাই।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সিপিএমের রাজ্য সম্মেলনের রিপোর্ট অনুযায়ী, ৫৫ হাজার বুথে ভোটের শুরু থেকে শেষপর্যন্ত সিপিএমের এজেন্ট ছিল। তবে এখন বুথের সংখ্যা আরও বেড়েছে। ফলে কত বুথে সিপিএম শেষপর্যন্ত বিএলএ দিতে পারবে তা নিয়ে এখন থেকেই সংশয় তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, বিএলএ-১ নিয়োগের প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। কিন্তু বিএলএ-২ নিয়োগ নিয়েই এখন চিন্তা। ভাইফোঁটার পরেই বামফ্রন্টের বৈঠক রয়েছে। তখনই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। বামফ্রন্ট শরিক দলের এক নেতার কথায়, ‘যে এলাকাগুলিতে আমাদের সাংগঠনিক পরিস্থিতি খারাপ সেখানে সিপিএম বিএলএ দেবে। কিন্তু যেখানে সিপিএমের পরিস্থিতিও খারাপ সেখানে কী হবে? বামফ্রন্টের বৈঠকে সবটা আলোচনা করতে হবে।’

অগাস্টের মধ্যেই বিএলএ তালিকা চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সিপিএম। মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্ষেত্রে তেমন চিন্তা না থাকলেও কলকাতা, হাওড়ার মতো জেলাগুলি নিয়ে চিন্তা রয়েছে বামেদের। উত্তরবঙ্গে কোচবিহার, মালদা, জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়ার ক্ষেত্রে শরিকদের সাহায্য নিতে হতে পারে সিপিএমকে।

দুটি জাতীয় সড়ক রাজ্যের হাত থেকে নিতে চায় কেন্দ্র

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের আরও দু’টি জাতীয় সড়ক এখনই রাজ্যের হাত থেকে নিতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। গত এক বছরের মধ্যে উত্তরবঙ্গে সিকিমগামী ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ও শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক রাজ্যের হাত থেকে নিয়েছে কেন্দ্র। এবার আবার চালতা-ময়নাগুড়ি-চ্যাংরাবান্ধা ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক (৬১ কিলোমিটার) এবং বীরপাড়া থেকে ফালাকাটা ১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক (২২ কিলোমিটার) রাজ্যের হাত থেকে অবিলম্বে নিয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে কেন্দ্র। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, কোনওরকম সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই সর্বশেষ এই দু’টি রাস্তা রাজ্যের হাত থেকে নিয়ে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক কেন্দ্রীয় এজেন্সি এনএইচআইডিসিএলের হাতে দিতে চায়।

চিঠির জবাবে রাজ্য সরকার অবশ্য রাস্তা দু’টির দায়িত্বভার কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে তুলে দিতে সরাসরি অস্বীকার করেছে। রাজ্য জানিয়েছে, সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছাড়া (গেজেট নোটিফিকেশন) রাস্তা হস্তান্তর করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এই নিয়ে চরম টানাপোড়েন শুরু হয়েছে রাজ্যের সঙ্গে দিল্লির সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের। এই ব্যাপারে রাজ্যের জাতীয় সড়ক নর্থ জোনের চিফ ইঞ্জিনিয়ার দীপক কুমার সিংকে রবিবার প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, ‘একে একে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জাতীয় সড়কের দায়িত্বভার কেন্দ্র রাজ্যের হাত থেকে নিয়ে নিতে চাইছে। সর্বশেষ কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক ৭১৭ ও ৬১ নম্বর জাতীয় সড়ক দু’টিও রাজ্যের হাত থেকে অবিলম্বে নিয়ে নিতে রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছে। রাজ্য অবশ্য জানিয়েছে, সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছাড়া এই দুই জাতীয় সড়কের দেখভালের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ছাড়া কিছুতেই সম্ভব নয়।’

বিধায়কের টাকা ভাগ, ভিডিওতে অস্বস্তি

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : ফের তৃণমূল বিধায়কের টাকা ভাগের ভিডিও প্রকাশ্যে আসায় বিতর্ক দানা বেঁধেছে। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, দরজা বন্ধ কেবিনে গলসির বিধায়ক নেপাল ঘোড়ুই টাকা ভাগ করছেন সহকারীদের সঙ্গে। এমনকি সেই টাকা পকেটেও ঢোকাচ্ছেন তাঁরা। এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসার পরই ফের অস্বস্তিতে তৃণমূল। দলের কর্মী-সমর্থকদের ‘দুর্নীতি-কাটমানি’ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, পূর্ব বর্ধমানের গলসি ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায় ব্যাগে করে টাকা ভরে এনেছেন। বন্ধ ঘরে নেপালের সঙ্গে বসে সিগারেটে টান দিতে দিতে তারপরই ডায়েরিতে কিছু একটা লিখছেন অনুপ। টেবিলে বান্ডিল বান্ডিল টাকার গোছা তিনি পঞ্চায়েত সমিতির কৃষি কর্মাধ্যক্ষ পার্থ মণ্ডল ও নেপালের সঙ্গে ভাগবাঁটোয়ারা করছেন। এই ভিডিও প্রকাশ্যে আসতেই প্রশ্ন উঠেছে, এত টাকা কোথা থেকে এল? তাছাড়া কী উদ্দেশ্যেই বা এই টাকা তিনজনের মধ্যে ভাগাভাগি হচ্ছে? পার্থের এই বিষয়ে যুক্তি, ‘ভিডিওটি দু-বছর আগেকার। লোকসভা নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য ওই টাকা বিলি করা হচ্ছিল।’

নেপাল এবং অনুপের এই ভিডিওতেই অস্বস্তিতে তৃণমূল। -সংবাদচিত্র

দলীয় সূত্রে খবর, নেপালের ছায়াসঙ্গী পার্থ। পঞ্চায়েত সমিতির সবটাই নিয়ন্ত্রণ করেন অনুপ ও পার্থ। বছর দুয়েক আগে টেন্ডারে গরমিল ও কাজ না করেই মিড-ডে মিলের টাকা নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল অনুপ ঘনিষ্ঠ এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। এরপর আবার এই ঘটনা ঘটায় অস্বস্তি বেড়েছে তৃণমূল শিবিরে। পার্থের দাবি, ‘লোকসভা ভোটের সময়ও ইচ্ছাকৃতভাবে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে এই ভিডিও পাঠানো হয়েছিল। সেই সময় দলীয় নেতৃত্বের কাছে আমি ও বিধায়ক গিয়ে এই বিষয়ে কথা বলে পুরো ঘটনাটি জানিয়েছিলাম।’ বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরগুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ফাঁসানোর জন্যই এই ‘চক্রান্ত’ করছে বলে মনে করছে তৃণমূল। বিজেপি নেতা রমন সিংয়ের কটাক্ষ, ‘কাটমানির টাকা ভাগবাঁটোয়ারা করছেন বিধায়ক ও নেতারা। তৃণমূল মানেই দুর্নীতি আর কাটমানি।’ যদিও বিজেপির অভিযোগকে নাকোচ করেছেন নেপাল ও তৃণমূলের জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

তথাগতর মুখে ফের ‘কামিনীকাঞ্চন’

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই বঙ্গ বিজেপিকে ২০২১ সালের কথা স্মরণ করিয়ে সতর্ক করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায়। ২০২১ সালের মতো যাচাই না করে যোগদান করানোর জন্য শোচনীয় ফলাফলহয়েছিল। ২০২৬ সালে যাতে সেই পরিস্থিতি না হয়, সেইজন্য সতর্ক করেছেন তিনি। সেই সময়েই তিনি কামিনীকাঞ্চনের প্রসঙ্গ টেনেছিলেন। এবার ফের ‘কামিনীকাঞ্চনের’ পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেই কথাই স্মরণ করিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা। তাঁর মতে, ২০২১ সালে বিজেপির পরিস্থিতি সরকার গঠনের পর্যায়ে ছিল। কিন্তু তারপরও নির্বাচনি ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। ওই সময় যাঁদের হাতে নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল, তাঁরা কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত ছিলেন বলে দাবি করেন তিনি। এই ধরনের ব্যক্তিদের দলে নেওয়ার ফলেই দলের ক্ষতি হয়েছিল বলে তাঁর দাবি।

সম্প্রতি শোভন চট্টোপাধ্যায়কে এনকেডিএ-র চেয়ারম্যান করেছে তৃণমূল। সেই প্রসঙ্গ টেনে তথাগত বলেন, ‘শোভন চট্টোপাধ্যায় স্বার্থপর লোক। নিজের স্বার্থে স্ত্রীকে ছেড়েছেন। অন্যের স্ত্রীকে নিয়ে রয়েছেন। নিজের স্বার্থেই বিজেপিতে এসেছিলেন, আবার চলে গিয়েছেন। তবে ২০২১ সালে যাঁদের হাতে নির্বাচনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল, তাঁরাই নষ্টামি করেছেন।’

বৃষ্টি থেকে রেহাই কালীপুজোয়

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : দুর্গাপুজোর মতো কালীপুজোতেও বৃষ্টি হবে কি না, সেই নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিল বাঙালি। কিন্তু তাদের মুখে হাসি ফোটাল আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার আকাশ মূলত মেঘলা থাকলেও হাওয়া অফিস জানিয়েছে, সোমবার থেকে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম। ভোরের দিকে কোথাও সামান্য কুয়াশা দেখা যেতে পারে। তবে মঙ্গলবার থেকে আবহাওয়ার যথেষ্ট উন্নতি হবে।

কালীপুজো থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত উৎসবের মরশুমে নতুন করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের আশঙ্কা নেই। মেঘ কেটে গিয়ে রোদ ঝলমলে পরিষ্কার আকাশ দেখা দিতে পারে এই সময়। উত্তরবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং জেলায় রবিবারও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের কথা জানিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তবে সোমবার থেকে উত্তরবঙ্গেও বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, দক্ষিণ আন্দামান সাগর সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হচ্ছে। এই ঘূর্ণাবর্ত ২৪ অক্টোবর গভীর নিম্নচাপের পরিণত হবে। তারপর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। পরবর্তী সময়ে আরও শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নতুন নিম্নচাপের প্রভাব বাংলায় পড়বে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। লাগাতার ঘূর্ণাবর্ত ও নিম্নচাপের ভয়ে আগাম ঠাকুর দেখা শুরু করে দিয়েছেন কলকাতাবাসী। বারাসত, নৈহাটির প্যান্ডেলগুলিতে উদ্বোধনের আগে দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছে। দক্ষিণবঙ্গে উপকূল সংলগ্ন উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে রবিবার বজ্র বিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও সোমবার থেকে এই দুশ্চিন্তা আর থাকবে না বলেই স্পষ্ট করেছে হাওয়া অফিস। ভাইফোঁটা পর্যন্ত আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।

‘তেনাদের’ আস্তানায় লক্ষ্মীলাভ কম কলকাতায়

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : ঘড়িতে তখন রাত ১০টা। বড় লাল বাড়ির চারিদিকে তখন হালকা কুয়াশা। হঠাৎ কারও নিঃশ্বাসের শব্দ! ভেসে আসছে গা ছমছমে অট্টহাসির শব্দ। ফাঁকা বাড়িটা ভয়ে কাঁপছে। গল্পটি কলকাতার বহু পরিচিত রাইটার্স বিল্ডিংয়ের। ভূত চতুর্দশীর রাতে অন্ধকারে মোড়া বি-বা-দী বাগে দাঁড়িয়ে শুভদীপ ঘোষ বললেন, ‘তেনারা আছেন। ‘ভূতের ভবিষ্যৎ’ সিনেমায় তো দেখিয়েই ছিল, শহরের পুরোনো বাড়িগুলি ফ্ল্যাট, শপিংমল হয়ে যাওয়ায় তেনারা এখন বড়ই বিড়ম্বনায় পড়েছেন। আরে বাবা ভূত বলে কি তাঁদের মাথার ওপর ছাদের প্রয়োজন নেই? তেনারা ছিলেন, আছেন, কিন্তু কলকাতার যা পরিস্থিতি, তাতে ভবিষ্যতে আর থাকবেন কিনা সন্দেহ।’

সাবেকি কলকাতার রংয়ের আড়ালে লুকিয়ে আছে একগাদা ভূতুড়ে গল্প। কোথাও রাত বাড়লেই দেখা যায় সাদা চামড়ার অশরীরীকে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়াতে, কোথাও আবার সারি সারি বইয়ের পাতা নিজেই ওলটাতে শুরু করে।

কথিত আছে, হেস্টিংস হাউস, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতা হাইকোর্ট, রয়্যাল টার্ফ ক্লাব, নিমতলা শ্মশানঘাট, উইপ্রো অফিস, হাওড়া ব্রিজের মতো যে সব জায়গা দিনের বেলা হাজারো মানুষের আনাগোনায় ব্যস্ত, রাত বাড়লেই তাদের ছবি বদলে যায় নিমেষে। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় একবার বলেছিলেন, ১১ নম্বর এজলাস লাগোয়া প্যাঁচানো সিঁড়িতে অশরীরী আত্মার আনাগোনা রয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পিছন থেকে ধাক্কা মারার অভিজ্ঞতাও হয়েছিল আর এক প্রাক্তন বিচারপতি সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের। লোকমুখের গুজব যখন খোদ বিচারপতিরাই স্বীকার করে নিয়েছেন, তখন আমজনতার ভূত-বিশ্বাসে আপত্তি

কোথায়? রবিবার শোভাবাজারে থাকা পরিচিত ‘ভূতুড়ে’ পুতুল বাড়িতে ঢুঁ মারতেই দেখা গেল, বড় বড় করে লেখা ‘কঠোরভাবে প্রবেশ নিষেধ। সোশ্যাল নেটওয়ার্কের ভ্রান্ত খবরে বিভ্রান্ত হবেন না। ভূত সংক্রান্ত তথ্য সম্পূর্ণ মিথ্যা।’ বাড়ির বাসিন্দারা এই বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ। তবে আশপাশে কান পাতলেই শোনা গেল, বাইজিদের নাচের আওয়াজ এখনও ভেসে আসে সূর্য ডুবলেই। ভাঙাচোরা দোতলার ঘরগুলিতে এখনও সাজানো রয়েছে অসংখ্য পুতুল। যদিও এখন দীপাবলি এলেই ব্যস্ত বাঙালির ‘ভূতপ্রেম’ জেগে ওঠে। তবে ইতিহাসবিদদের আক্ষেপ, বাগবাজারের স্ট্র্যান্ড ব্যাংক রোড, নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের ওপর ‘ভূতুড়ে’ বাড়িগুলির অবস্থা এতটাই আশঙ্কাজনক যে কিছুদিন বাদে কলকাতার ভূতের গল্পও ইতিহাস হয়ে যাবে।

হেরিটেজ ট্যুর কোম্পানিগুলি একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে, শহরে ভূতের বাড়ি নির্ভর ট্যুরের চাহিদা অনেকটাই বেশি। বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেই একডাকে এই বাড়িগুলির গল্প জানতে চলে আসেন। ট্যুর গাইড অভিজিৎ ধর চৌধুরী বলেন, ‘পর্যটকদের সাড়া বেশ ভালো। তবে কলকাতার ক্ষেত্রে ছোট ছোট দলে ভাগ করে তাঁদের নিয়ে যেতে হয়। তবে শুধুমাত্র ভৌতিক গল্প নয়, বাড়িগুলির ঐতিহ্য ও ইতিহাস জানতে মানুষের ঝোঁক বেশি।’ এই ধরনের ভূতনির্ভর ট্যুরগুলি বেশিরভাগই পরিচালিত হয় রাতে। কেউ দু’ঘণ্টা, কেউ বা ৪ ঘণ্টা ব্যাপী গল্প শোনান পর্যটকদের। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাদ সাধে প্রশাসনের উদাসীনতা। ট্যুর পরিচালক তথাগত নিয়োগীর কথায়, ‘ভূতের বাড়ি দেখার আগ্রহ পর্যটকদের মধ্যে সবথেকে বেশি। কিন্তু অভয়া কাণ্ডের পর রাত ১০টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত সাধারণত পুলিশ এই ধরনের ট্যুরের অনুমতি দেয় না।’ বাইরের দেশের তুলনায় ঠিক এই কারণেই কি কলকাতায় এই ব্যবসায় লক্ষ্মীলাভ কম? ট্যুর গাইড ঋত্বিক ঘোষের উত্তর, ‘পার্ক স্ট্রিট, লোয়ার সার্কুলার রোডের কবর স্থানগুলিতে রাতে বহু চেষ্টার পরও ঢোকার অনুমতি মেলেনি। দু’তিন মাস চেষ্টার পর আমরা এই ধরনের ট্যুরের পরিকল্পনাই বাতিল করি। বাইরের দেশগুলিতে এত বাধা খুব একটা থাকে না।’ ভূত দেখেননি ট্যুর অপারেটররাও। কিন্তু একটু ভৌতিক পরিবেশই তো তৈরি করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। না পেয়ে মনোকষ্ট বাড়ছে তাঁদের। আর হতাশা বাড়ছে ভূতপ্রেমীদের।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫০ সংখ্যা, সোমবার, ২ কার্তিক ১৪৩২

মার্কিন জট

একজন রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে যে এমন মিথ্যাবাদী অভিযোগ উঠতে পারে ও এমন উপহাসের পাত্র হয়ে উঠতে পারেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার মার্কিন প্রেসিডেন্ট না হলে হয়তো অজানাই থেকে যেত আমাদের। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ তাঁর মধ্যস্থতায় থেমেছিল বলে এযাবৎ ৫২ বার দাবি করেছেন ট্রাম্প। হালে আরও একটি কাণ্ড ঘটিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাবি করেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তাঁকে ফোন করে আশ্বাস দিয়েছেন, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা এবার ভারত বন্ধ করবে।

রুশ তেল কেনা বন্ধ করার জন্য ভারতের ওপর দীর্ঘদিন থেকে চাপ দিয়ে যাচ্ছে আমেরিকা। কিন্তু মার্কিন চাপ উপেক্ষা করে মস্কো থেকে ভারত সস্তার জ্বালানি কেনায় লাগাম টানেনি। ট্রাম্পের এই সর্বশেষ দাবি সম্পর্কে নয়াদিল্লির বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী ফোনই করেননি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। উলটে ভারতের বিদেশমন্ত্রকের বক্তব্য, ভারত আগাগোড়া উপভোক্তাদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে এসেছে।

বেশ কিছুকাল ধরে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের আকাশ বড় মেঘলা। মার্কিন জনগণের বিরাট অংশ ভারতের অনুরাগী হলেও ট্রাম্পের সৌজন্যে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এখন তলানিতে ঠেকেছে। সেই কবে থেকে ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কথা শুরু হয়েছে। এত মাসেও চুক্তিটা আর স্বাক্ষর করা হয়ে ওঠেনি।

উপরন্তু ভারত থেকে আমেরিকায় আমদানি করা ওষুধের ওপর আমেরিকা ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে ২ অক্টোবর থেকে। তার আগে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক বসে ২৭ অগাস্ট থেকে। দুই শুল্কের বোঝা ছাড়াও ভারতের ওপর চেপেছে মার্কিন এইচ-ওয়ানবি ভিসার খাঁড়া। পড়াশোনা কিংবা কাজের প্রয়োজনে ভারত থেকে যাঁরা এখন আমেরিকায় যাবেন, তাঁদের এককালীন এক লাখ ডলার ফি দিতে হবে।

এই নয়া ভিসা নীতির দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইনফোসিস, টিসিএস, টেক মাহিন্দ্রার মতো ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি। ভারতীয় পণ্যের ওপর আমেরিকার ২৫ শতাংশ শুল্ক এবং বারবার বারণ সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে জ্বালানি কেনার জরিমানা বাবদ ২৫ শতাংশ- মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক নিয়ে চর্চা চলছে বেশ কিছুদিন ধরে। তার মধ্যে দিল্লিতে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধিদল এসে কথাবার্তা শুরু করলেও বাণিজ্য চুক্তিটা মরীচিকার মতোই মনে হচ্ছে এখন।

ভারতের ওষুধের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক কেন চাপালেন ট্রাম্প? ভারত থেকে বছরে প্রায় ১২৭০ কোটি ডলার মূল্যের ওষুধ রপ্তানি হয় আমেরিকায়। ভারতীয় ওষুধ সংস্থাগুলির বাজার মূলত উত্তর আমেরিকা। ভারত থেকে রপ্তানি হওয়া ব্র্যান্ডেড ওষুধের ওপরেই ১০০ শতাংশ শুল্ক বসিয়েছেন ট্রাম্প। সমাজমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ তিনি জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে তৈরি ব্র্যান্ডেড ওষুধের ক্ষেত্রেই এই শুল্ক।

তবে এইসব ওষুধ যদি আমেরিকাতেই তৈরি হয় বা সংশ্লিষ্ট ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থা যদি আমেরিকায় ইতিমধ্যে কারখানা নির্মাণ শুরু করে থাকে, তাহলে শুল্কের বোঝা থেকে তাদের পুরোপুরি রেহাই দেওয়া হবে বলে ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন। ভারত থেকে যেসব সংস্থা আমেরিকায় ওষুধ রপ্তানি করে, তাদের মধ্যে রয়েছে ডক্টর রেড্ডিজ, লুপিন, সান ফার্মার মতো কোম্পানি।

ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যালায়েন্সের বক্তব্য, ভারত থেকে আমেরিকায় যায় প্রায় ৯০ শতাংশ জেনেরিক ও পেটেন্টেড ওষুধ। আমেরিকা ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে শুধু আমদানি করা ব্র্যান্ডেড ওষুধের ওপরে। সুতরাং ট্রাম্পের সর্বশেষ ফতোয়ায় ভারতীয় ওষুধ শিল্পে তেমন প্রভাব পড়বে না বলেই ওই সংগঠনের দাবি।

মার্কিন মুলুকে ট্রাম্প এখন কিছুটা কোণঠাসা। 'নো কিংস মুভমেন্ট' ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ছে গোটা দেশে। ভারত-মার্কিন সম্পর্কের শুরু ১৯৪৭-এ। আমেরিকার পছন্দের ষষ্ঠ দেশ ভারত। কিন্তু অভিবাসন, শুল্ক, এইচ-ওয়ানবি ভিসা- সব ক্ষেত্রেই এমন অপদস্থ আগে কখনও হয়নি ভারত।

অমৃতধারা

ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ঘুরি তাহলে আমরা মিলিত হব। যদি রাম আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা মিলিত হব। যত বেশি আমি তাঁর ওপর আশ্রিত হয়েছি, যত বেশি আমার তাঁর ওপর নির্ভরতা বেড়েছে তত কাজ সুন্দর হয়েছে। যত আমি খালি তত আমি সুন্দর। যে যার চিন্তা করে সে তার মতো হয়। বেদ- বেদান্ত-উপনিষদের শ্লোক পড়ার দরকার নেই, তাঁর চিন্তা করুন। তাঁর চিন্তা করা মানেই তো তাঁর মতো হয়ে যাওয়া। এটা আমি বলি, তোমরা ভালোবাসার চাষ করো। মানুষকে ভালোবাসো। নিজের কাছে নিজে PERFECT থাকা। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকা- এটাই সাধনা। এটাই কিন্তু ধর্মের একটা প্রধান দিক। যদি আমরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন ঈশ্বরকে চিন্তা করতে পারি, ঈশ্বরের ভাবনা করতে পারি, তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই কিন্তু আমরা শক্তিশালী হয়ে উঠব।

-ভগবান

দেবী চৌধুরানি : চাই আরও গবেষণা

পশ্চিমবঙ্গে বা বাংলাদেশে দেবী চৌধুরানিকে নিয়ে এখনও সেই স্তরের ঐতিহাসিক বই নেই। অথচ তার খুবই প্রয়োজন।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

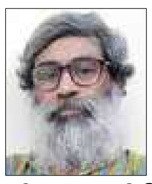

কিংবদন্তি ও বীরাঙ্গনা বাঙালি নারী, দেবী চৌধুরানিকে নিয়ে বাংলায় তিন নম্বর সিনেমাও তৈরি হয়ে গেল। প্রথমটি হয়েছিল ১৯৪৯ সালে, সতীশ দাশগুপ্তের পরিচালনায়। দ্বিতীয়টি, ১৯৭৪-এ দীনেন গুপ্ত করেছিলেন। প্রবীণরা জানেন, দীনেন গুপ্তর ছবিতে দেবী চৌধুরানি হয়েছিলেন, সুচিত্রা সেন আর ভবানী পাঠকের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন, বসন্ত চৌধুরী। এবার তৃতীয় 'দেবী চৌধুরানি' সিনেমাটি বানালেন, জনৈক শুভ্রজিৎ মিত্র, এই ২০২৫-এ। গত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে সিনেমাটি চলছে, কলকাতা, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ বাংলার অনেক প্রেক্ষাঘরে। ফলে বাংলায় দেবী চৌধুরানি আবার নতুন করে প্রাসঙ্গিকতা পেল, বলা যায়।

কিন্তু প্রায় সব সিনেমার দেবী চৌধুরানিরাই মূলত বঙ্কিমচন্দ্র বিনির্মিত, প্রফুল্ল থেকে ডাকাতরানি হয়ে ওঠা বা ভবানী পাঠকের শিষ্যা, ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেত্রী, দেবী চৌধুরানি। এর সঙ্গে রংপুরের মন্থনা বা পীরগাছার জমিদার, জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানির সম্পর্ক আবছা। এসব সিনেমায় ব্রিটিশ-বাংলার প্রথম গভর্নর-জেনারেল, ওয়ারেন হেস্টিংস ও তার প্রিয় পাত্র, অত্যাচারী, দেবী সিংহ-র ফ্যাসিস্ট রাজস্ব-নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া রংপুরের জমিদার-প্রজা-কৃষক-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেত্রী, দেবী চৌধুরানির সম্পর্ক থাকলেও তা খুব দূরের!

এ কথা বলার কারণ, বাঙালিকে তো বাস্তবের দেবী চৌধুরানিকে, তাঁর সময়কার সমাজ-সংস্কৃতি-বিদ্রোহের ইতিহাসকে জানতে হবে! সিনেমা, গল্প, উপন্যাস তো ঠিক ইতিহাস নয়! বঙ্কিম নিজেও বলেছেন, 'দেবী চৌধুরানি' উপন্যাসের কিছু চরিত্র ঐতিহাসিক হলেও, এই গল্পটিকে 'ইতিহাস' হিসেবে গণ্য করা যাবে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কেন বাংলাদেশেও নির্দিষ্ট করে দেবী চৌধুরানিকে নিয়ে এখনও সেই স্তরের ঐতিহাসিক গ্রন্থ কই? একটি গ্রন্থ, যাতে থাকবে, দেবী চৌধুরানিকে ঘিরে প্রচলিত উপকথা, তাঁর সম্পর্কে এযাবৎ প্রাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য, আর এই মহীয়সী নারীর স্মৃতিবিজড়িত স্মারকসমূহের বিবরণ ইত্যাদি। সেই স্বপ্নমাখা, বাংলার লেডি রবিনহুড, দেবী চৌধুরানির বায়োপিক কই?

এটা সকলেরই জানা যে, আজ থেকে ১৫৬ বছর আগে, ১৮৬৯-এ রংপুরকে ভেঙে ব্রিটিশরা জলপাইগুড়ি জেলা তৈরি করেছিলেন এবং ১৮৮২ সালে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই জেলায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। সম্ভবত সেই সময় তিনি রংপুরের কিংবদন্তি, দেবী চৌধুরানি বিষয়ে গবেষণা করে উপন্যাসটির ভিত রচনা করেন। 'দেবী চৌধুরানি' তাঁর চতুর্দশতম এবং একদম শেষের দিকের উপন্যাস। ফলে পাকা ঔপন্যাসিক বঙ্কিম তাঁর কাজে সফল হলেন কিন্তু বঙ্কিমবর্ণিত ইতিহাসের দেবী চৌধুরানিকে কি পুরোপুরি আবিষ্কার করা গেল? না, যায়নি। এটাই ট্র্যাজেডি! ফলে 'দেবী চৌধুরানি' আজও রহস্যময়ী এবং এক বিস্ময় উদ্রেককারী বাঙালি কিংবদন্তি হয়েই আছেন, রয়ে গেলেন!

এখন প্রশ্ন হল, দেবী চৌধুরানি কেন বিস্ময়নারী? কেনই বা তিনি বাঙালির এক ইউনিক আইকন? জানা যায়, ব্রিটিশদের চোখে ডাকাতরানি হোক আর যাই হোক, রংপুরের পীরগাছার জমিদার জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানিই প্রথম বাঙালি নারী ও জননেত্রী যিনি আজ থেকে কমবেশি ২৫০-২৭৫ বছর আগে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কৃষক ও সন্ন্যাসী-ফকির সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধরত অবস্থায় শহিদ হন। জন্মের তারিখ সুস্পষ্টভাবে না জানা গেলেও তাঁর মৃত্যুর একটি তারিখও জানা যায়। ১৮ এপ্রিল ১৭৮৩। দেবী চৌধুরানির স্মৃতিতে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার, রংপুরের পীরগাছা উপজেলার চণ্ডীপুর গ্রামে ১৫ দিনের নাপাইচণ্ডীর মেলা বসে। এই মাঠেই নাকি ব্রিটিশ সেনাদের সঙ্গে সংঘর্ষে ইটাকুমারির জমিদার রাজা শিবচন্দ্র রায়চৌধুরী, দেবীর ভাই কেষ্টকিশোর সহ জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি নিহত হন। এই সংঘর্ষকে রংপুরের ব্রিটিশবিরোধী কৃষক বিদ্রোহ এবং সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের একটি অংশ বলে কেউ কেউ চিহ্নিত করেছেন। এবং সে কারণেও দেবী চৌধুরানিকে ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের শহিদ হিসেবেও দেখেন কেউ কেউ। দেবী চৌধুরানির এই ঐতিহাসিক অস্তিত্ব নিয়ে খুব বিশদে গবেষণার অভাব বলেই বাংলার এই লেডি-রবিনহুড নিয়ে এত রহস্য।

যে কারণে রহস্যটি ঘনীভূত হয়, সেটা হচ্ছে রংপুরের ৭৫ জন জমিদারের মধ্যে ১২ জন মহিলা জমিদার ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই উপাধি ছিল, 'দেবী চৌধুরানি'। কিন্তু পাশাপাশি এও জানা যায় যে, এই জলপাইগুড়ি শহর থেকে মোটামুটি ১৫০ কিলোমিটার দূরে, রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার শিবকণ্ঠীরাম গ্রামের কুর্শা বামুনপাড়ার ব্রজকিশোর চৌধুরী ও কাশীশ্বরী দেবীর কন্যা, জয়দুর্গা, ওই জমিদারদের একজন এবং তিনিই বিখ্যাত দেবী চৌধুরানি, যিনি নানান ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে বেড়ে উঠে মন্থনা বা পীরগাছার জমিদার ও পরবর্তীকালে রংপুর কৃষক বিদ্রোহ ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের নেত্রী হয়ে উঠেছিলেন। জানা যায়, ১৭৬৫ থেকে ১৭৯১ (মতান্তরে ১৭৬৫-১৮০১) জয়দুর্গা দেবী চৌধুরানি মন্থনা এস্টেটের জমিদার ছিলেন (এর সঙ্গে পাওয়া তাঁর মৃত্যুর তারিখটি মেলে না)। যাই হোক, রংপুরের পীরগাছার অনতিদূরে মন্থনার জমিদারবাড়ির ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। ইউটিউবে সেই জমিদারবাড়ির বেশ কিছু ভিডিও আছে। ঐতিহাসিক সূত্র থেকে এও জানা যায়, একসময় খাজনার দায়ে জমিদারি চলে যাওয়ায়, দেবী চৌধুরানি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জমিদার, কৃষক, সন্ন্যাসী, ফকিরদের এককাট্টা করে রংপুর-বৈকুণ্ঠপুরের বিস্তৃত অঞ্চলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এসময়েই রংপুরে দুর্ভিক্ষ হয়। হাজার হাজার মানুষ মন্বন্তরের কবলে পড়ে। বলা হয়, এসময়ে দেবী চৌধুরানি ব্রিটিশ ও তাদের অনুগত জমিদারদের সম্পদ লুট করে গরিবদের বিলোতেন।

এও জানা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দেবী চৌধুরানি জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যে এবং আশপাশে বহু অজ্ঞাত ঘাঁটি গড়ে তোলেন। বলা হয়, রায়কত জমিদারদের বিশেষ আনুকূল্যে তিনি বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যে রংপুর থেকে তিস্তা, করলা নদীপথে নৌকায় আসা-যাওয়া করতেন। সম্ভবত তিস্তা তখন আরেকটু পশ্চিম দিক দিয়ে বইত। পশ্চিমবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুর অরণ্যের শিকারপুর চা বাগানে দেবী চৌধুরানি ভবানী পাঠকের প্রাচীন মন্দির, বেলাকোবা-রংধামালি রাস্তায় মন্থনীদেবীর মন্দির, জলপাইগুড়ি শহরের কাছে, গোশালা মোড়ের দেবী চৌধুরানি শ্মশানকালী মন্দির, শিলিগুড়ির কাছে ফাড়াবাড়ি জঙ্গলে বনদুর্গার মন্দির ইত্যাদি প্রমাণ করে দেবী চৌধুরানির লৌকিক থেকে অলৌকিক অস্তিত্ব। অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্ষয়কুমার মিউজিয়ামে রাখা, মহানন্দা ও পঞ্চনই নদীর পুরোনো বেড থেকে পাওয়া ৪০০ বছরের প্রাচীন ৩৫ ফুট দীর্ঘ দুটি শালকাঠের নৌকা প্রমাণ করে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত করলা নদীতে একসময় নৌকা চলাচল করত। এছাড়া রংপুরের পীরগাছায় দেবী চৌধুরানি ডিগ্রি কলেজ, চৌধুরানি হাইস্কুল, চৌধুরানি বাজার, চৌধুরানি রেলস্টেশন, চৌধুরানি সড়ক, পল্লিকল্যাণ কেন্দ্র এবং দেবী চৌধুরানি গবেষণাকেন্দ্র আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দীর কিংবদন্তি দেবী চৌধুরানির অস্তিত্ব মনে করায়।

কয়েকদিন আগে তিস্তার উপকণ্ঠে, গজলডোবার কাছে সরস্বতীপুর চা বাগানে ঘুরছিলাম। সেখানকার দুজন প্রবীণ বাসিন্দাও বললেন, তাঁরা শুনেছেন, সেখানেও দেবী চৌধুরানি ও ভবানী পাঠকের মূর্তি ছিল, স্থানীয় আদিবাসীরা দুজনকেই পুজো দিতেন। সম্প্রতি শিকারপুরের আদি সন্ন্যাসী মন্দির তথা দেবী চৌধুরানি-ভবানী পাঠকের মন্দিরটি নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পীরগাছার মতো এখানেও তো গড়ে উঠতে পারে 'দেবী চৌধুরানি গবেষণা প্রতিষ্ঠান'!

শুধু উপকথার দেবী চৌধুরানি নয়, ইতিহাসের দেবী চৌধুরানিকেও তো আমাদের জানতে হবে! দেবী চৌধুরানি কি শুধু বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানি হয়ে বাঙালির 'প্রফুল্লকুমারী' হয়েই থেকে যাবেন? আরেকটা কথা, কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির শক্তিগড়ের ৪০০ আসনসমৃদ্ধ রবীন্দ্র মঞ্চে সদ্য রিলিজ হওয়া 'দেবী চৌধুরানি' সিনেমাটি দেখতে ম্যাটিনি শোয়ে মাত্র চারজন দর্শক ছিলেন!

(লেখক সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের গবেষক)

শিকারপুর ভবানী পাঠক মন্দির।

যে কারণে রহস্যটি ঘনীভূত হয়, সেটা হচ্ছে, রংপুরের ৭৫ জন জমিদারের মধ্যে ১২ জন মহিলা জমিদার ছিলেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই উপাধি ছিল, 'দেবী চৌধুরানি'। কিন্তু পাশাপাশি এও জানা যায় যে, এই জলপাইগুড়ি শহর থেকে মোটামুটি ১৫০ কিলোমিটার দূরে, রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার শিবকণ্ঠীরাম গ্রামের কুর্শা বামুনপাড়ার ব্রজকিশোর চৌধুরী ও কাশীশ্বরী দেবীর কন্যা, জয়দুর্গা, ওই জমিদারদের একজন এবং তিনিই বিখ্যাত দেবী চৌধুরানি, যিনি নানান ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে বেড়ে উঠে মন্থনা বা পীরগাছার জমিদার ও পরবর্তীকালে রংপুর কৃষক বিদ্রোহ ও সন্ন্যাসী-ফকির বিদ্রোহের নেত্রী হয়ে উঠেছিলেন।

আজ

১৯২০

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৫৭

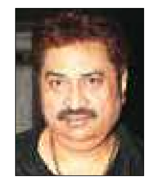

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়ক কুমার শানু।

আলোচিত

আপনার মনকে এতটাই শক্তিশালী করুন যাতে আপনার মেয়ে যদি কোনও অহিন্দুর বাড়িতে যায়, তাহলে তার পা ভেঙে ফেলতে আপনাকে দু'বার ভাবতে না হয়। যে মেয়েদের মূল্যবোধ নেই, তাদের বাড়ি থেকে বের হতে দেবেন না। মারধর করে, বুঝিয়ে, ভালোবেসে, যেভাবেই হোক থামান।

- প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর

ভাইরাল/১

জব্বলপুর স্টেশনে দোকান থেকে এক যাত্রী দুটি শিঙাড়া কিনে খেয়েছিলেন। কিন্তু অনলাইন পেমেন্ট আটকে যায়। এদিকে ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছিল। টাকা না পেয়ে দোকানদার যাত্রীর কলার চেপে ধরেন। শেষে হাতের স্মার্টওয়াচ দোকানদারকে দিয়ে যাত্রী রেহাই পেলেন।

ভাইরাল/২

আবর্জনার স্তূপে এক চিতাবাঘের খাবার খোঁজার ভিডিও ভাইরাল হল। রাজস্থানের মাউন্ট আবুতে একটি চিতাবাঘকে খিদের জ্বালায় আবর্জনার মধ্যে খাবার খুঁজতে দেখা গেল। এক বনাধিকারিক ভিডিওটি শেয়ার করেছেন।

জনমনে জনমত

মহাকাল মন্দির, ধর্মযুদ্ধ ও রাজনীতি

দিঘার জগন্নাথধাম, কলকাতার দুর্গাঙ্গনের পর এবার শিলিগুড়িতে বৃহৎ মহাকাল মন্দির তৈরি হবে বলে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয়ে গিয়েছে চাপানউতোর। পক্ষে ও বিপক্ষে শুরু হয়েছে প্রচুর আলোচনা ও সমালোচনা। পিছিয়ে নেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। তিনি ঘোষণা করলেন, শিলিগুড়িতে তিরুপতি বালাজি মন্দিরের আদলে তৈরি হবে নতুন এক মন্দির।

অদ্ভুত ব্যাপার, যাঁরা রাম মন্দির তৈরি করার সময় ধর্মের নামে সমাজকে ভাগ করা হচ্ছে বলে বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা আজ নিজেরাই ধর্ম নিয়ে মেতেছেন। আবার যাঁরা রাম মন্দির তৈরির পক্ষে ছিলেন তাঁরাই এখানে মন্দির তৈরির বিরোধিতা করছেন। সত্যিই হাস্যকর ব্যাপার! কোনওটাই ঠিক নয় বলে সাধারণ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মনে করেন। এই ধর্মযুদ্ধ কি মহাভারতের ধর্মযুদ্ধ! মহাভারতের যুদ্ধ তো আমাদের ধর্মের জয় আর অধর্মের পরাজয়ের কথা বলে। যে ধর্ম মানবিকতা, অহিংসা, শ্রদ্ধা, ভলোবাসা, ন্যায়, কর্ম এবং সুচিন্তিত বিচারধারার কথা বলে। যেটা আমাদের আসল ধর্ম।

যাইহোক, মন্দির, মসজিদ, চার্চ, গুরদোয়ারা যা-ই তৈরি হোক না কেন তা যেন সরকারের পয়সা এবং মদতে তৈরি না হয়- এটাই আমাদের কাম্য। অযোধ্যায় রাম মন্দির বা দিঘাতে জগন্নাথধাম তৈরি হওয়ার ফলে দুই জায়গাতে অবশ্যই অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। দুটো মন্দিরেই প্রচুর জনসমাগম হচ্ছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অবশ্য এর ফায়দাও তুলেছে।

কিন্তু প্রশ্ন হল, শুধু মন্দির তৈরি হলেই কি কোনও জায়গার সর্বৈব উন্নতি হবে? শিল্প, চাকরি বা শিক্ষার কী হবে? সবাই জানতে চায় কবে মানুষের জন্য কাজ হবে? ধসে কত মানুষের প্রাণ চলে গিয়েছে? উত্তরবঙ্গের মানুষ এই ভয়াবহ বন্যা থেকে কবে মুক্তি পাবে? কবে কলকাতা বা অন্যান্য শহরের বাসিন্দারা বৃষ্টির জলে জলমগ্ন হওয়া বা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পাবেন?

এই যে ধর্মের খেলা শুরু হয়েছে এর শেষ কবে হবে? বিপুল পরিমাণ টাকা ধর্মস্থান তৈরিতে ব্যয় হচ্ছে এবং হবে। এই টাকা কি জনকল্যাণের কাজে ব্যবহার করা যায় না? যাঁরা কেন্দ্র বা রাজ্যে ক্ষমতায় আছেন বা আগামীদিনে যদি ক্ষমতার বদল হয়, তাহলে তাঁরা কি শুধু এই ধর্মের খেলাই খেলবেন? আমাদের দেশ কি শুধুই ধর্মস্থানে ভরে যাবে? ধর্মযুদ্ধ তো শুরু হয়ে গিয়েছে সবাই দেখতে পাচ্ছে। মহাভারতের ধর্মযুদ্ধ তো ১৮ দিনে শেষ হয়েছিল। এই ধর্মযুদ্ধ কবে শেষ হবে বা কী বিপদ ডেকে আনবে কেউ জানি না।

সুপ্রিয় চক্রবর্তী
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

ঋতুবন্ধ নয়, জীবনে দ্বিতীয় বসন্ত

সম্প্রতি বিশ্ব মেনোপজ দিবস পালিত হল। আমাদের অনেক কিছুই শিখিয়ে গেল।

সুমনা ঘোষ দস্তিদার

পাঁচ বছরের পুতুল পুতুল মেয়েটির মা চাকরিতে গেলে, সেই মুহূর্ত থেকে ড্রেসিং টেবিলে সাজানো সব প্রসাধনীর মালিক হয় সে। তার সামনে সে যেন এক রূপকথার রাজ্য! অপটু কচি হাতে সে নিজের চোখ, ঠোঁট, গাল সাজায়। মায়ের ওড়না গায়ে জড়িয়ে শাড়ি পরে। মায়ের হাবভাব, কথা অনুকরণ করে মনে মনে মায়ের মতো বড় হয়ে ওঠে। আর কয়েক বছরের মধ্যেই মিছিমিছি নয়, সত্যিই বড় হয়ে ওঠে মেয়েটি। ভালোবাসতে শুরু করে নিজেকে, নিজের প্রতিটি অঙ্গকে। শুরু হয় নিজেকে চেনা, বোঝা। দিন গড়ায় শরীর পালটায়, পালটে যায় শরীরের যাবতীয় চেনা ছন্দ। ধীরে ধীরে খুলে যায় বয়ঃসন্ধির দরজা। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা শরীরজুড়ে, মনজুড়ে। নতুন আরেকটি অধ্যায়ও সংযোজিত হয়। রজচক্র বা ঋতুচক্র তখন মেয়েটির শরীর সন্তান ধারণে, সন্তান জন্ম দিতে প্রস্তুত। বিষয়টি আপাত স্বস্তির হলেও, ওই সময়টি মেয়েটির জন্য যথেষ্ট অস্বস্তির, যন্ত্রণার।

মেয়েরা প্রথমবার ঋতুমতী হলে পরিবার স্বস্তি পায়, আনন্দানুষ্ঠানও হয় অনেক রাজ্যে। যেমন অসমে তুলোনি/ সান্তি বিয়া, কেরলে হাফ শাড়ি, ওড়িশায় রাজা পার্ব, তামিলনাড়ুতে মঞ্জল নিরাত্তু ভিজা, কর্ণাটকে ঋতুশুদ্ধি ইত্যাদি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু কিছু রাজ্যে এ বিষয়টি আজও গোপনীয়, লজ্জার। এ সময়ে পূর্ণ বিশ্রাম জরুরি, নখ, চুল কাটা অনুচিত, পুজো নিষিদ্ধ, রান্নাঘরেও প্রবেশ নিষেধ, টক খাওয়া মানা, এমন বহু মিথ আছে। অনেক শিক্ষিত পরিবারও বৈজ্ঞানিক যুক্তিকে সরিয়ে রেখে, এসব অযৌক্তিক নিয়মের পথেই হাঁটেন। পেটে যন্ত্রণা, মেজাজ বিগড়ে যাওয়া, রাগ, উত্তেজনা, খাবারে অনীহা এমন নানা উপসর্গ হাজির হয় ঋতুমতী মেয়েটির। ধীরে ধীরে কিশোরীটি তরুণী হয়। সময় গড়ায়, পরিণত হয়। জীবনের সব রং-রূপ-রস জুড়ে জুড়ে যায়। সময় হলে নিজেকে মা বলেও প্রমাণ করে আত্মতৃপ্ত হয় এবং সমাজে সম্মান বাড়ে।

এই ঋতুমতী হওয়া, তাকে ঘিরে উৎসব, সন্তান, সেসবের হিসেবনিকেশ চলে, ব্যাখ্যা -বিচার হয়। কিন্তু সেই নারীর খোঁজ কি তাঁরা রাখেন যখন ঋতুবন্ধ বা মেনোপজ হয়? এ আলোচনা কেবল গোপনে হয়, লজ্জার আবরণে মুড়িয়ে রাখা হয়। অথচ এ খুবই স্বাভাবিক। শারীরবৃত্তীয় কারণেই একদিন ঋতুচক্র শুরু হয় আবার একদিন তা থেমেও যায়। কিন্তু এ সময় নারীর শরীরে ও মনে নানা সমস্যা, অবসাদ, উদ্বেগ ঘিরে ধরে। নির্ঘুম রাত, অনিয়ন্ত্রিত প্রস্রাব, অকারণে উত্তেজিত হওয়া, হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা, হট ফ্ল্যাশে জেরবার হয় জীবন। তাদের জীবনের এই পরিবর্তনকে মেনে নিতে কষ্ট হয়, মনে হয় সৌন্দর্য, আবেগ, যৌন অনুভূতি সব হয়তো হারিয়ে যাচ্ছে জীবন থেকে। মনে হয় সব শেষ হয়ে গেছে। ভয়, হীনম্মন্যতা বা একাকিত্বের কষ্ট পেয়ে বসে।

কিন্তু না। একেবারেই না। রজোনিবৃত্তি মানেই জীবনের শেষ নয়। কিছুই ফুরিয়ে যাওয়া নয়। যত্ন নিয়ে, নতুন করে জীবনকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে নিতে হয় কেবল। এক মনোচিকিৎসকের মতে, পরিবারকে বিশেষ করে কাছের মানুষটিকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে, সহানুভূতিশীল হতে হবে। এসময় নিজেকে সময় দিন ভরপুর, কিছু ব্যায়াম করুন, ভালো লাগে এমন কাজে যুক্ত হন, সুষম খাবার খান, আর হারিয়ে যাওয়া শখগুলোতে নতুন করে আলো ফেলুন। দেখবেন রঙে-রূপে-গন্ধে ভরে উঠবে জীবন, বসন্ত জাগ্রত হবে দ্বারে। প্রথম বসন্ত নাইবা হল, দ্বিতীয় বসন্তই সই। মন ও শরীরের সকল অবসাদ কেটে ভালো থাকুন সব মহিলা, পাশে থাকুন আপনজন, পাশে থাকুক পরিবার, সমাজ।

(লেখক শিক্ষক ও সাহিত্যকর্মী।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭০

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। মদের আড্ডা বা দোকান ৪। বুদ্ধিমান, সমঝদার ৫। বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ৭। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে খাদ্য বিতরণ ৮। উত্তরীয় বা ওড়না ৯। থিয়েটারের কিংবদন্তি অভিনেত্রী ছিলেন, বালুরঘাটের মেয়ে ১১। আইনজীবীর সাহায্যপ্রার্থী ১৩। ওজন করার কাঁটা ১৪। বাইবেলে ইশহাকের স্ত্রী ১৫। রুপোলি ফসল বলে পরিচিত।

উপর-নীচ : ১। দরজা, কপাট ২। দৃষ্টি, লক্ষ্য রাখা ৩। মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত কথা ৬। প্রকৃতির মধ্যে যে অন্ধকার বিদ্যমান ৯। যে প্রাণী ঘাস খায় ১০। পদার্থে সবচেয়ে ছোট অংশ ১১। বিভিন্নভাবে খাওয়া হয় এই দানাশস্য ১২। লঙ্কার রাজা রাবণ।

সমাধান ■ ৪২৬৯

পাশাপাশি : ১। হাবিজাবি ৩। পরিখা ৪। নিরক্ষরেখা ৭। লকুচ ৯। অতসী ১১। বটঠাকুর ১৪। কয়েদি ১৫। সভাস্থল।

উপর-নীচ : ১। হালফিল ২। বিনুনি ৩। পরোক্ষ ৪। খামোখা ৬। রেয়াত ৮। কুক্কুট ১০। সীতাফল ১১। বলক ১২। ঠানদি ১৩। রইস।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

পাক-আফগান সংঘাতে রাশ টানল কাতার

দোহা, ১৯ অক্টোবর : শেষপর্যন্ত সীমান্ত সংঘাতে ইতি টানতে রাজি হয়েছে আফগানিস্তান ও পাকিস্তান। কাতার ও তুরস্কের মধ্যস্থতায় দিনকয়েকের আলোচনার পর রবিবার দু-দেশই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে। দোহায় যুদ্ধবিরতিতে রাজি হওয়ার পর আফগান প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোল্লা মহম্মদ ইয়াকুবের সঙ্গে করমর্দন করেন পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা মহম্মদ আসিফ। কাতারের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'দু-দেশ স্থায়ী শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার বিষয়ে একমত হয়েছে। বিরোধ মেটাতে দিনকয়েকের মধ্যে ফের আলোচনায় বসবেন আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিরা।' মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির প্রভাবে পাক-আফগান সংঘাত বন্ধ হলেও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কতটা পোক্ত হবে তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

শনিবার দোহায় যখন দু-পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছিল তখনও আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে ব্যাপক বিমান হামলা চালিয়েছিল পাক সেনা। হামলায় ৩ ক্রিকেটার সহ অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। হামলার প্রতিবাদে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। পাকিস্তান সরকার অবশ্য হামলাকে সন্ত্রাসবাদবিরোধী অভিযানের অংশ বলে দাবি করেছে। অন্যদিকে, পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার মির আলিতে একটি সেনা ক্যাম্পে আত্মঘাতী বিস্ফোরণ ঘটে। কেউ দায় স্বীকার না করলেও ইসলামাবাদের অভিযোগের তির তালিবান ঘনিষ্ঠ তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান গোষ্ঠীর দিকে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছেন তালিবান সরকারের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের রেশ ধরে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে ২,৬১১ কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে, যা ডুরান্ড লাইন নামে পরিচিত। কিন্তু আফগানিস্তান কখনও এটিকে স্বীকৃতি দেয়নি।

মা হলেন পরিণীতি

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর : পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া। দেওয়ালির আগেই ঘর আলো করে এল নবজাতক। নয়াদিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে সন্তানের জন্ম দেন পরিণীতি। রবিবার অভিনেত্রী ও তাঁর স্বামী রাঘব চাড্ডা ইনস্টাগ্রাম পোস্টে

খুশির খবরটি অনুরাগীদের জানান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মা ও সন্তান দুজনেই ভালো আছে। অগাস্টে পরিণীতির অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার খবর ঘোষণা করেছিলেন দম্পতি।

ট্রেন থেকে পড়ে মৃত ২

মুম্বই, ১৯ অক্টোবর : দীপাবলি উপলক্ষ্যে বাড়ি ফিরছেন সকলে। পা ফেলার জায়গা নেই বাস-ট্রাম-ট্রেনে। এই অবস্থায় ভিড়ের চাপে মুম্বইয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে গেলেন তিন যাত্রী। শনিবার গভীর রাতে মুম্বইয়ের লোকমান্য তিলক টার্মিনাস থেকে বিহারগামী কর্মভূমি এক্সপ্রেসে ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দু-জনের। গুরুতর জখম একজন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় পুলিশ। মৃত দুই তরুণের পরিচয় জানা যায়নি। পুলিশের অনুমান, দু-জনেরই বয়স ৩০-৩৫ বছর।

হামাসকে হুঁশিয়ারি আমেরিকার

চুক্তি ভুলে হামলায় ফের রক্তাক্ত গাজা

জেরুজালেম ও ওয়াশিংটন, ১৯ অক্টোবর : সংকটের মুখে ইজরায়েল-হামাস শান্তিচুক্তি। সপ্তাহব্যাপী সংঘর্ষ বিরতির মধ্যেই রাফা সহ দক্ষিণ গাজায় বিমান হামলা চালাল ইজরায়েল। হামাসের সঙ্গে গুলি বিনিময়ের পর রবিবার এই হামলা চালায় আইডিএফ। হামলায় কমপক্ষে ৩৮ জন প্যালেস্তিনীয় প্রাণ হারিয়েছেন। আহত বহু। রাফায় একটি আইইডি বিস্ফোরণে কয়েকজন ইজরায়েলি নিরাপত্তাকর্মীর আহত হওয়ার খবর মিলেছে। চলতি সংঘাতের জন্য একে অন্যের দিকে আঙুল তুলেছে ইজরায়েল ও হামাস। প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেছেন ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাটজ। ইজরায়েলের দাবি, সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে তাদের বাহিনীর ওপর রকেট, স্নাইপার হামলা চালিয়েছে হামাস। দাবি অস্বীকার করে প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি গোষ্ঠী আবার ইজরায়েলকে দায়ী করেছে। দু-পক্ষের দাবি, পালটা দাবির মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে।

হামাসের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। রবিবার তাঁর দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও শীর্ষস্থানীয় নিরাপত্তা কর্তাদের সঙ্গে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সেনাকে কড়াভাবে অবস্থা সামাল দিতে বলা হয়েছে। গাজা স্ট্রিপে সক্রিয় হামাস জঙ্গিদের কোনও ছাড় দেওয়া হবে না।' মার্কিন রিপোর্ট বলছে, গাজার অসামরিক বাসিন্দাদের ওপর হামলার ছক কষেছে হামাস। সেক্ষেত্রে আমেরিকা চুপচাপ বসে থাকবে না। গাজার অধিবাসীদের বাঁচাতে পদক্ষেপ করা হবে। এই হুঁশিয়ারি মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের। কী পদক্ষেপ করা হবে তা খোলসা করেনি ট্রাম্প প্রশাসন।

শনিবার মার্কিন বিদেশমন্ত্রক অভিযোগ করেছে, গাজায় নিরীহ প্যালেস্তিনীয়দের ওপর হামাসের হামলার ছকের গোপন রিপোর্ট তারা পেয়েছে। গাজায় শান্তি ফেরানোর চুক্তিতে শামিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখানকার অসামরিক বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে, স্থলভাগে শান্তি বজায় রাখতে ও এলাকাকে সমৃদ্ধ করে তোলার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। হামাস হানা দিলে পালটা হামলার হুঁশিয়ারি দিয়েছে আমেরিকা। হামাসের পরিকল্পিত ছক সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানায়নি ওয়াশিংটন। অন্যদিকে, হামাস মার্কিন দাবি নস্যাৎ করে জানিয়েছে, এটা আসলে 'বিভ্রান্তিকর' প্রচার।

পারস্পরিক সংঘাত

- গাজায় ইজরায়েলের বিমান হামলা
- রাফায় আইইডি বিস্ফোরণে আহত ইজরায়েলি সেনারা
- ইজরায়েলের দাবি, সংঘর্ষ বিরতি ভেঙে তাদের বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছে হামাস
- দাবি অস্বীকার প্যালেস্তিনীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর
- সেনাবাহিনীকে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ নেতানিয়াহুর
- প্যালেস্তিনীয়দের ওপর হামাসের হামলার ছক, অভিযোগ আমেরিকার

দীপাবলির প্রাক্কালে আতশবাজির রোশনাই অযোধ্যার রাম কি পৈড়িতে।

যোগী-অখিলেশ তর্জা

অযোধ্যা, ১৯ অক্টোবর : দীপাবলিতেও তর্জামুক্ত থাকল না উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি। আলোর উৎসবে যোগী সরকারের দেদার খরচ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব। প্রদীপ, মোমবাতির জন্য টাকা খরচ না করে ক্রিসমাসের ধাঁচে নানাবিধ রঙিন আলোর সম্ভার দিয়ে দীপাবলি পালন করার নিদানও দেন তিনি। এর জবাবে তীব্র ভাষায় তাঁর নিন্দা করেছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রাম মন্দির আন্দোলনের সময় করসেবকদের ওপর সপা সুপ্রিমো মুলায়ম সিং যাদবের সরকারের গুলি চালানো নিয়েও অখিলেশকে বিঁধেছেন তিনি। প্রতিবারের মতো এবারও অযোধ্যানগরী সেজে উঠেছে দীপোৎসব উপলক্ষ্যে। এবছর অযোধ্যায় ২৬,১১,১০১টি প্রদীপ জ্বালানো হবে।

অযোধ্যায় এহেন রাজসূয় যজ্ঞ ঘিরে প্রশ্ন তোলেন অখিলেশ। উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভগবান রামের নামে আমি একটি প্রস্তাব দিতে চাই। সারাবিশ্বে সমস্ত শহর ক্রিসমাসের সময় আলোয় সাজানো হয়। সেটা চলে মাসের পর মাস ধরে। আমাদের তার থেকে শেখা উচিত। আমরা কেন প্রদীপ এবং মোমবাতির জন্য এত টাকা খরচ করব? অবশ্য এই সরকারের থেকে আমরা আর কীই বা আশা করতে পারি। এই সরকারের যাওয়া উচিত। সুন্দর সুন্দর রঙিন আলো দিয়ে সাজানো যায় সেটা আমরা সুনিশ্চিত করব।'

অখিলেশের এই মন্তব্যের জবাবে রবিবার মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অযোধ্যায় দাঁড়িয়ে বলেন, 'যাঁরা গুলি চালিয়েছিলেন তাঁরা রাম মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময় আসেননি। রাম মন্দির আন্দোলনের সময় মন্দির নির্মাণেরও বিরোধিতা করা হয়েছিল। ওঁরা গুলি চালিয়ে ছিলেন। আমরা প্রদীপ জ্বালিয়েছি।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রতিটি প্রদীপ আমাদের মনে করায় সত্যকে সমস্যায় ফেলা যায় ঠিকই, কিন্তু পরাজিত করা যায় না। সেই লড়াইয়ের ফলেই অযোধ্যায় এই মন্দির নির্মাণ সম্ভব হয়েছে।' অখিলেশের সমালোচনা করে ভিএইচপি নেতা বিনোদ বনশল বলেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতিকে ছাপিয়ে বিদেশি পরম্পরা নিয়ে গর্ববোধ করছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী।' বিজেপি নেতা শেহজাদ পুনাওয়ালার তোপ, 'সইফাইতে নাচগানের অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। কিন্তু অযোধ্যায় দীপাবলি উদযাপন হলে অখিলেশ যাদবের সমস্যা হয়।'

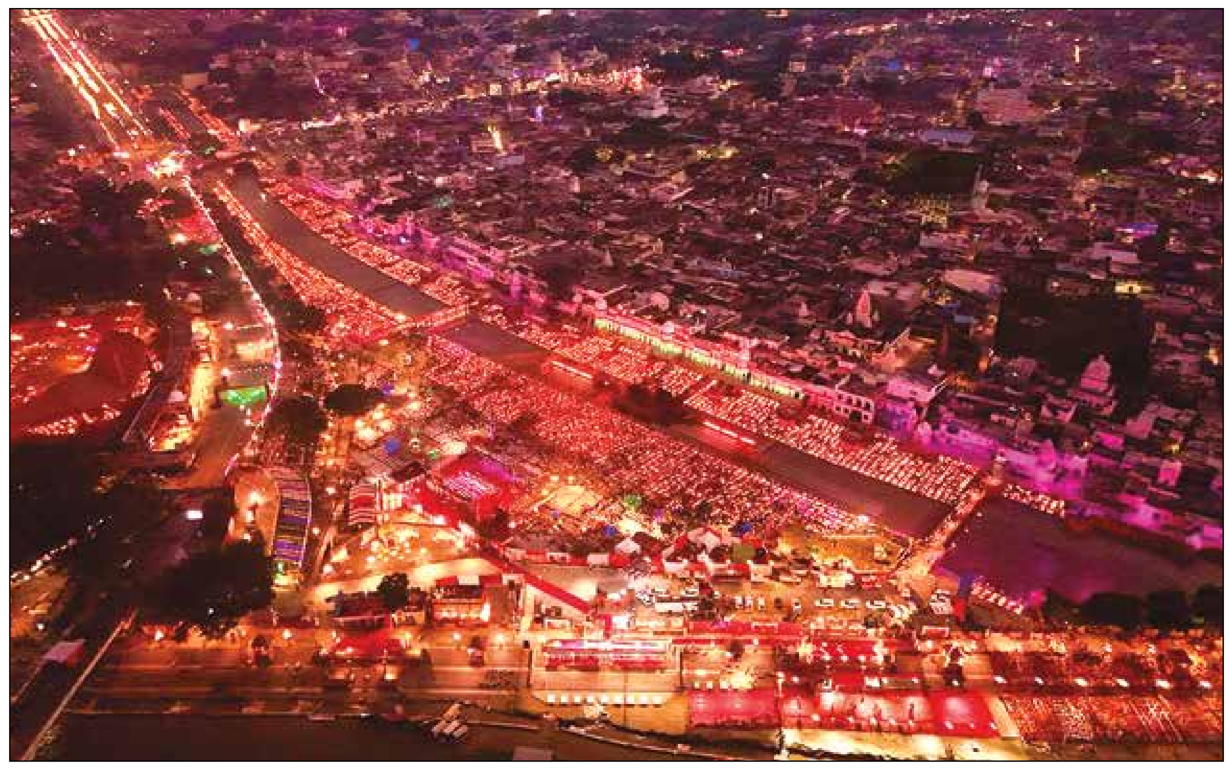

আলো আমার আলো, ওগো...

দীপাবলিতে নয়াদিল্লির রাজপথ। -পিটিআই

অন্তঃসত্ত্বাকে খুন প্রাক্তন লিভ-ইন সঙ্গীর

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর : নয়াদিল্লির নবি করিম অঞ্চলের কুতুব শাহ রোড এক হাড় হিম করা ঘটনার সাক্ষী থাকল। স্বামীর সঙ্গে মায়ের বাড়িতে যাওয়ার সময় শালিনী নামে বছর ২২-এর গর্ভবতী খুন হয়ে গেলেন।

অভিযোগ, প্রাক্তন লিভ-ইন সঙ্গী এলোপাতাড়ি ছুরিকাঘাত করেছে শালিনীকে। স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে স্বামী আকাশ আক্রমণকারী আশুর ছুরি কেড়ে নিয়ে তাকে পালটা আঘাত করেন। দু'জনের ধস্তাধস্তিতে গুরুতর আহত হন আশু। স্থানীয়রা তাদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা শালিনী,আশুকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত আকাশের চিকিৎসা চলছে।

মুসলিম ভোট দরকার নেই : গিরিরাজ

পাটনা, ১৯ অক্টোবর : সম্প্রতি কেন্দ্রীয়মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বিহারের আরওয়ালে এক জনসভায় মুসলিম ভোটারদের 'নমক হারাম' (বেইমান) বলে উল্লেখ করে তাঁদের ভোটের দরকার নেই বিজেপির, এমন মন্তব্য করে বিতর্ক তৈরি করলেন। আশঙ্কা, তাঁর মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিহারের রাজনীতিতে মুসলিম ভোটের মেরুকরণ আরও তীব্র হতে পারে।

শনিবার বেগুসরাইয়ে গিরিরাজ বলেছেন, 'আমি এক মৌলবিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি আয়ুষ্মান ভারতের স্বাস্থ্যকার্ড নিয়েছেন কি? তিনি হ্যাঁ বলায় আমি তাঁকে ফের জিজ্ঞাসা করি ওই স্বাস্থ্যকার্ড কি হিন্দু-মুসলিম ভিত্তিতে দেওয়া হয়? উত্তরে তিনি না বলায় আমি তাঁকে এবার জিজ্ঞেস করি, আপনি কি আমাকে ভোট দেবেন? উনি হ্যাঁ বলায় আমি তাঁকে ঈশ্বরের নামে শপথ করে কথাটা বলতে বলেছিলাম। উনি কিন্তু তা করেননি।' গিরিরাজের বক্তব্য, 'মুসলিমরা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সমস্ত সুবিধা নেয় কিন্তু আমাদের ভোট দেয় না। এই ধরনের লোকদের নমক হারাম বলা হয়। আমি মৌলবি সাহেবকে বলেছিলাম, আমি নমক হারামদের ভোট চাই না।' বিরোধীরা গিরিরাজের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছেন।

লালুর বাড়ির সামনে জামা ছিঁড়ে প্রতিবাদ

পাটনা, ১৯ অক্টোবর : আসনরফা এবং টিকিট বণ্টন নিয়ে বিরোধী মহাজোটের অস্বস্তি যেন কাটতেই চাইছে না। আরজেডি-কংগ্রেস নেতারা মুখে যতই জোটে সব ঠিক আছে বলে দাবি করুন, পরিস্থিতি কিন্তু অন্য। আরজেডি এবার যে টিকিট বণ্টন করেছে তাতে মধুবন আসনে মদন শা-কে প্রার্থী করা হয়নি। কেন তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়নি সেই প্রশ্ন তুলে রবিবার আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবের বাড়ির বাইরে মদন শা রীতিমতো প্রতিবাদের ঝড় তোলেন।

দলীয় সমর্থক, অনুগামী, সাংবাদিকদের সামনে নিজের পাঞ্জাবি ছিঁড়ে রাস্তায় শুয়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকেন। এহেন নাটকীয় পরিস্থিতির কারণে মুহূর্তের মধ্যে ভিড় জমে যায় লালুর বাড়ির বাইরে। তৈরি হয় জটলা। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায় মদন শা-র প্রতিবাদের ভঙ্গিমা। অভিযোগ উঠেছে, টিকিট বণ্টনের ক্ষেত্রে আরজেডিতে দুর্নীতি হয়েছে। মদন শা বলেন, 'আমি টাকার বিনিময়ে টিকিট নিতে চাইনি বলেই আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় যাদবের হস্তক্ষেপে মধুবন আসনে প্রার্থী করা হয়েছে ড. সন্তোষ কুশওয়াহাকে।' শুধু প্রতিবাদ করাই নয়, লালুর গাড়ি পাটনার বাসভবনে যখন ঢুকছিল তখন তার পিছনে ধাওয়া করেন মদন শা। তাঁকে বাধা দেন নিরাপত্তারক্ষীরা।

টিকিট না পেয়ে কান্না আরজেডি নেতা মদন শা'র। রবিবার পাটনাতে।

এদিকে দীপাবলি, ভাইফোঁটার পরই মগধভূমে নির্বাচনি প্রচারে নামছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি ২৪ অক্টোবর থেকে বিহারে প্রচার শুরু করবেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ জয়সওয়াল জানিয়েছেন, চলতি মাসের শেষে অন্তত ৪টি জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর। ২৪ তারিখ মোদি প্রথম সভাটি করবেন সমস্তিপুরে। ওইদিনই বেগুসরাইয়ে দ্বিতীয় সভা করবেন তিনি। ৩০ তারিখ মুজফফরপুর ও ছাপড়ায় আরও দুটি জনসভা করবেন মোদি। ২, ৩, ৬ ও ৭ নভেম্বরও বিহারে প্রচার সারবেন তিনি।

এদিকে জেএমএম মহাজোট ছেড়ে বেরিয়ে আসায় আরজেডি-কংগ্রেসকে নিশানা করেছে বিজেপি। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদবের ঔদ্ধত্যের কারণেই জেএমএম মহাজোট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে বলে খোঁচা দিয়েছেন বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য। ৬টি আসনে প্রার্থী দিয়েছে জেএমএম। একাধিক আসনে মহাজোটের বন্ধুত্বপূর্ণ লড়াই হওয়ায় আরজেডি সুপ্রিমো লালুপ্রসাদ যাদবকে হস্তক্ষেপ করতে বলেছেন কংগ্রেস সমর্থিত নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব। বিরোধী মহাজোটে যাতে জোটধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকে তার জন্য লালুকে নেতৃত্ব দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

নেপোলিয়নের গয়না চুরি

প্যারিস, ১৯ অক্টোবর : চুরি হয়ে গেল নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বহুমূল্য অলংকার। চুরি গিয়েছে তাঁর স্ত্রী জোসেফিনের একাধিক গয়নাও। খোয়া যাওয়া জিনিসগুলির দাম কয়েক কোটি টাকা বলে জানা গিয়েছে। স্থান প্যারিসের লুভ মিউজিয়াম। রবিবার দিনেরবেলা জাদুঘরের জানলা ভেঙে যেভাবে ফরাসি সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর গয়না চুরি হয়েছে, তাতে চরম অস্বস্তিতে পড়েছে প্যারিসের পুলিশ প্রশাসন।

গোটা বিশ্ব থেকে পর্যটকরা যে জাদুঘরে ভিড় জমান, সেখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থার ফাঁকফোকর বেরিয়ে পড়েছে। ঘটনার পর সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে লুভ মিউজিয়াম। আচমকা জাদুঘর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দর্শকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। নিরাপত্তা কর্মীরা দর্শনার্থীদের দ্রুত জাদুঘর থেকে বার করার চেষ্টা করায় পড়ে যায় হুড়োহুড়ি। ফ্রান্সের সংস্কৃতিমন্ত্রী রাচিদা দাতি জানিয়েছেন, রবিবার জাদুঘর খোলার কিছুক্ষণের মধ্যে চুরির ঘটনাটি ঘটে। জাদুঘরের জানলা ভেঙে ঢুকে পড়ে মুখোশ পরা দু'জন চোর। তখন ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল দলের তৃতীয় সদস্য। ল্যুভেরে সংরক্ষিত নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ও জোসেফিনের মোট ৯টি গয়না লুঠ করেছে তারা। তারপর দলটি

বন্ধ লুভ

একটি স্কুটারে চেপে পালিয়ে যায়। দুষ্কৃতীদের খোঁজে প্যারিস ও তার আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। তবে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। প্রকাশ্যে আসেনি চোরদের পরিচয়ও। লুভেই রয়েছে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা মোনালিসা। বিশ্ববিখ্যাত ছবিটি নিরাপদেই রয়েছে বলে জাদুঘর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

দিল্লির নাম ইন্দ্রপ্রস্থ করার দাবি

নয়াদিল্লি ১৯ অক্টোবর : নাম বদলের রাজনীতির তালিকায় খোদ জাতীয় রাজধানী দিল্লি। হিন্দুত্ববাদী সংগঠন ভিএইচপি-র দাবি, অবিলম্বে দিল্লির নাম বদলে ইন্দ্রপ্রস্থ করা হোক। রবিবার দিল্লির সংস্কৃতিমন্ত্রী কপিল মিশ্রকে এই মর্মে একটি চিঠি লিখেছে তারা। ভিএইচপি-র যুক্তি, দিল্লি বললে যেখানে ২ হাজার বছরের ইতিহাস সামনে আসে, সেখানে ইন্দ্রপ্রস্থ যুক্ত করলে শহরের ৫ হাজার বছরের গৌরবময় সংস্কৃতিকে বাঁচানো সম্ভব হবে। শুধু শহরের নামই নয়, ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং দিল্লি রেলস্টেশনের নাম বদলে ইন্দ্রপ্রস্থ করার দাবি তুলেছে ভিএইচপি। সংগঠনের নেতা সুরেন্দ্রকুমার গুপ্তার দাবি, নামবদল স্রেফ পরিবর্তন নয়, এটি একটি জাতির চেতনার প্রতিচ্ছবি।

বিতর্কে প্রজ্ঞা

নয়াদিল্লি ১৯ অক্টোবর : ফের বিতর্কে ভোপালের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর। এবার অবশ্য নীতি পুলিশির জন্য। হিন্দুত্ববাদী নেত্রী নিদান দিয়েছেন, 'বাড়ির মেয়েরা যেন অ-হিন্দুদের বাড়িতে না যায়। যদি তাঁরা সেই নির্দেশ অমান্য করেন তাহলে ওই মেয়েদের ঠ্যাং ভেঙে খোঁড়া করে দিতে যেন বিন্দুমাত্র দ্বিধা না হয়।' প্রজ্ঞার টোটকা, 'আপনারা যদি আপনাদের ছেলেমেয়েদের ভালোর জন্য মারধর করেন তাহলে পিছু হটবেন না।'

নো কিংস বিক্ষোভে উত্তাল আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ১৯ অক্টোবর : অভিবাসন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য থেকে বিদেশনীতি। মাত্র ১০ মাসের শাসনে আমেরিকাকে বদলে দিতে পরের পর পদক্ষেপ করছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর নীতির বিরুদ্ধে এবার বিক্ষোভ শুরু হয়েছে গোটা দেশে। প্রায় সব বড় শহরে হচ্ছে জমায়েত, মিছিল। শনিবার আমেরিকায় 'নো কিংস' নামে বিক্ষোভে শামিল হয়েছিলেন কয়েক লক্ষ মানুষ। সরকারি হিসাব বলছে, এদিন ৫০টি মার্কিন প্রদেশে ২,৬০০-র বেশি প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের হাতে 'নাথিং ইজ মোর প্যাট্রিওটিক দ্যান প্রোটেস্টিং' (প্রতিবাদের থেকে বড় দেশপ্রেম আর হয় না) কিংবা 'রেজিস্ট ফ্যাসিজম' (ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন) লেখা পোস্টার-ব্যানার নজরে এসেছে। জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট পদে বসার পর এই নিয়ে তৃতীয়বার গণবিক্ষোভের মুখে পড়েছেন ট্রাম্প। তবে জনসমাগম ও আন্দোলনের বিস্তারের নিরিখে এবছরের বাকি ২টি আন্দোলনকে ছাপিয়ে গিয়েছে এবারের 'নো কিংস' বিক্ষোভ। ট্রাম্প অবশ্য নিজের অবস্থানে অনড়। বিক্ষোভকারীদের কটাক্ষ করে এদিন সামাজিক মাধ্যমে একটি এআই ভিডিও পোস্ট করেছেন তিনি। সেখানে তাঁকে রাজকীয় পোশাকে দেখা গিয়েছে। মাথায় মুকুট। টাইম স্কোয়ারে কিং ট্রাম্প নামে একটি যুদ্ধবিমানে চেপে বিক্ষোভকারীদের ওপর জল-কাদা বর্ষণ করছেন তিনি। স্পষ্ট বার্তা।

ট্রাম্প বিরোধিতার ঢেউ ইউরোপেও

নিউ ইয়র্ক পুলিশের হিসাব বলছে, শনিবার শহরে যে বিক্ষোভ হয়েছে, তাতে এক লক্ষের বেশি মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। শুধু টাইম স্কোয়ারে ২০ হাজার লোকের ভিড় জমে ছিল। বিভিন্ন পেশা ও সম্প্রদায়ের মানুষকে সেই ভিড়ে দেখা গিয়েছে। তাঁদের একজন ফ্রিলান্স লেখক বেথ জেসলফ বলেন, 'ট্রাম্প ফ্যাসিবাদী শাসনযন্ত্র তৈরির চেষ্টা করছে। বর্তমান সরকার যে স্বৈরাচারী, তা নিয়ে সন্দেহ নেই।' সিনেটের ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'আমাদের আমেরিকায় কোনও স্বৈরাচারী শাসক থাকতে পারেন না। ট্রাম্পকে আমরা গণতন্ত্র ধ্বংস করতে দেব না।' ওয়াশিংটন ডিসিতে ট্রাম্প বিরোধী বিক্ষোভে সামনের সারিতে দেখা গিয়েছে ভারমন্টের সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্সকে। তিনি বলেন, 'আমেরিকাকে ভালোবাসি বলেই আমরা এখানে জড়ো হয়েছি।'

বিক্ষোভ ঠেকাতে প্রশাসন বলপ্রয়োগ না করলেও জমায়েত স্থানের আশপাশে পুলিশের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রদেশগুলিতে বাড়ানো হয়েছে ন্যাশনাল গার্ডের সংখ্যা। তবে এদিন তাঁদের প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। আমেরিকায় নো কিংস বিক্ষোভ ইউরোপেও প্রভাব ফেলেছে। শনিবার বার্লিন, মাদ্রিদ, রোম, লন্ডনের মতো শহরে ট্রাম্প বিরোধী জমায়েত হয়েছে। লন্ডনে আমেরিকার দূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন হাজারের বেশি মানুষ। কানাডার টরন্টোয় মার্কিন কনসুলেটের বাইরেও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা। রবিবার প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প অবশ্য নিজেকে রাজা নন বলে দাবি করেছেন।

সংঘের মিছিলে সায়

বেঙ্গালুরু, ১৯ অক্টোবর : ধাক্কা খেল কর্ণাটকের কংগ্রেসশাসিত সরকার। ২ নভেম্বর কালাবুর্গির চিত্তপুরে আরএসএসকে মিছিল বের করার অনুমতি দিল কর্ণাটক হাইকোর্ট। প্রথমে সিদ্দারামাইয়ার সরকার এই মিছিল বের করার অনুমতি দেয়নি। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কালাবুর্গি আরএসএসের আহ্বায়ক অশোক পাতিল। শুনানির সময় বিচারপতি এমজিএস কামাল জানিয়ে দেন, প্রত্যেকের আবেগকে সম্মান করা উচিত। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে চিত্তপুর প্রশাসন আরএসএসকে মিছিল বের করতে বাধা দিয়েছিল। কারণ, একই সময়ে ভীম আর্মি এবং ভারতীয় দলিত প্যান্থার নামে দুটি সংগঠনেরও মিছিল বের করার কথা।

আইভিএফ যেখান থেকে শুরু হয় নতুন জীবনের গল্প

আইভিএফ অর্থাৎ ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন হচ্ছে একটি সাধারণ ও কার্যকরী সহায়ক প্রজনন প্রযুক্তি, যা বন্ধ্যাত্বের সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের বা দম্পতিদের গর্ভধারণে সহায়তা করার জন্য ব্যবহৃত হয়। লিখেছেন শিলিগুড়ির বিখ্যাত ইনফার্টিলিটি বিশেষজ্ঞ **ডাঃ প্রসেনজিৎকুমার রায়**

আইভিএফের ধাপ

- ডিম্বাণু উৎপাদনের জন্য ডিম্বাশয়কে উদ্দীপ্ত করা।
- মহিলার ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু সংগ্রহ করা।
- ডিম্বাণুগুলোকে ল্যাবরেটরিতে শুক্রাণুর সঙ্গে নিষিক্ত করা।
- নিষিক্ত ভ্রূণগুলিকে ল্যাবে বড় করা।
- গর্ভধারণের উদ্দেশ্যে একটি বা একাধিক সুস্থ ভ্রূণকে মহিলার জরায়ুতে স্থানান্তর করা।

সাধারণ ভুল ধারণা এবং সত্যতা

ধারণা ১	প্রকৃত তথ্য
আইভিএফ সবসময় সফল হয়।	আইভিএফ একটি কার্যকর পদ্ধতি হলেও এটি বাচ্চার জন্মানোর নিশ্চয়তা দেয় না। সাফল্যের হার নির্ভর করে রোগীর বয়স, স্বাস্থ্য, ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর গুণমান এবং বন্ধ্যাত্বের কারণের উপর।
আইভিএফ করলে সবসময় যমজ বা একাধিক সন্তান হয়।	অতীতে একাধিক ভ্রূণ স্থানান্তর খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল যেটা একাধিক গর্ভধারণের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিত। এখন অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুগে সিঙ্গল এমব্রিও ট্রান্সফার (eSET)-এর মাধ্যমে একটি মাত্র ভ্রূণ স্থানান্তর করা হয় একটি সুস্থ একক গর্ভধারণের জন্য। এটি উল্লেখযোগ্যভাবে যমজ বা তার বেশি গর্ভধরণের হার কমিয়ে দিয়ে মা এবং বাচ্চার ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।
আইভিএফ শুধুমাত্র মহিলাদের বন্ধ্যাত্বের জন্য।	আইভিএফ একটি বহুমুখী চিকিৎসা, যা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের বন্ধ্যাত্ব সমস্যার সমাধানে সহায়ক। কম শুক্রাণু সংখ্যা, শুক্রাণুর গতি, বন্ধ ডিম্বনালি, এন্ডোমেট্রিওসিস অথবা কোনও দম্পতির ক্ষেত্রে যদি ব্যাখ্যাতীত কোনও কারণ থাকে সেক্ষেত্রে প্রায়শই আইভিএফ পদ্ধতির ব্যবহার হয়ে থাকে।
আইভিএফে জন্ম নেওয়া শিশুরা কম সুস্থ হয় বা বেশি জন্মগত ত্রুটি থাকে।	গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আইভিএফে জন্ম নেওয়া শিশুরা সাধারণত আর পাঁচটা সাধারণ জন্মানো বাচ্চার মতোই সুস্থ থাকে। অল্প কিছু ক্ষেত্রে সামান্য বেশি ঝুঁকি থাকতে পারে, যেটা সম্পূর্ণভাবে দম্পতির বন্ধ্যাত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং কোনওভাবেই আইভিএফ পদ্ধতির সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। এমনকি প্রি-ইমপ্ল্যানটেশন জেনেটিক টেস্টিং (পিজিটি) ভ্রূণের জেনেটিক ত্রুটি চিহ্নিত করতেও সহায়ক হয়ে থাকে।
আইভিএফ প্রক্রিয়া সবসময় যন্ত্রণাদায়ক।	আইভিএফ কিছুটা অস্বস্তিকর হলেও সাধারণত সহনীয়। ডিম্বাণু সংগ্রহের সময় সিডেশন বা অ্যানাস্থিশিয়া দেওয়া হয়, ফলে ব্যথা কম হয়। হরমোনাল ওষুধের কারণে ফোলাভাব, পেটে ব্যথা বা স্তনে অস্বস্তি হতে পারে, যা সাধারণত সামলানো যায়।
আইভিএফ করলে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ে।	বেশিরভাগ গবেষণায় দেখা গিয়েছে, আইভিএফ চিকিৎসা ও জরায়ু বা স্তন ক্যানসারের মধ্যে তেমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ নেই। যেসব মহিলার বন্ধ্যাত্ব রয়েছে, তাঁদের ক্যানসারের ঝুঁকি হয়তো কিছুটা বেশি, কিন্তু সেটা সাধারণত জেনেটিক কারণে, আইভিএফের জন্য নয়।
আইভিএফ হল বন্ধ্যাত্বের একমাত্র ও শেষ উপায়।	আইভিএফ অনেকসময় গুরুতর বন্ধ্যাত্বের জন্য ব্যবহৃত হয়। তবে এটি সবসময় শেষ উপায় নয়। ব্লকড ফ্যালোপিয়ান টিউব বা পুরুষের শুক্রাণুর সমস্যা থাকলে আইভিএফ শুরুতেই সুপারিশ করা হতে পারে। অনেক রোগীই তাঁদের রোগ নির্ণয় ধাপের ওপর নির্ভর করে তুলনামূলক কম জটিল পদ্ধতি যেমন আইইউআই অথবা জীবনশৈলী পরিবর্তনের মাধ্যমে সাফল্য লাভ করেছে।
শুধু তরুণ দম্পতিরাই আইভিএফের মাধ্যমে সন্তান ধারণ করতে পারেন।	প্রায়শই আইভিএফ সাফল্যের ক্ষেত্রে মহিলার বয়সকে গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয়, তবে অনেক মহিলা ৩০ বছর বয়সের পরেও, এমনকি ৪০ বছর বয়সের পরেও সফলভাবে গর্ভধারণ করেছেন। ডিম্বাণুদাত্রীর থেকে ডিম্বাণু নেওয়া বা ভ্রূণ সংরক্ষণও বেশি বয়সিদের জন্য সহায়ক হয়ে থাকে।
ভ্রূণ স্থানান্তরের পর সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে হয়।	সম্পূর্ণ বিশ্রামের দরকার নেই। হালকা হাঁটাচলা ও স্বাভাবিক কার্যকলাপ রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং মানসিক চাপ কমায়।
মানসিক চাপই বন্ধ্যাত্বের কারণ এবং আইভিএফে প্রভাব ফেলে।	মানসিক চাপ সামগ্রিক স্বাস্থ্য বা সাময়িকভাবে হরমোনে প্রভাব ফেলতে পারে, কিন্তু এটা সরাসরি বন্ধ্যাত্বের কারণ নয়। চাপ নিয়ন্ত্রণ করা অবশ্যই ভালো, তবে আইভিএফের সফলতা নির্ভর করে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর।

আপনার বর্তমান পরিস্থিতিতে আইভিএফ সম্পর্কে নির্ভুল, ব্যক্তিগত তথ্য এবং নির্দিষ্ট ঝুঁকি এবং সুবিধা বুঝতে একজন অভিজ্ঞ প্রজনন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

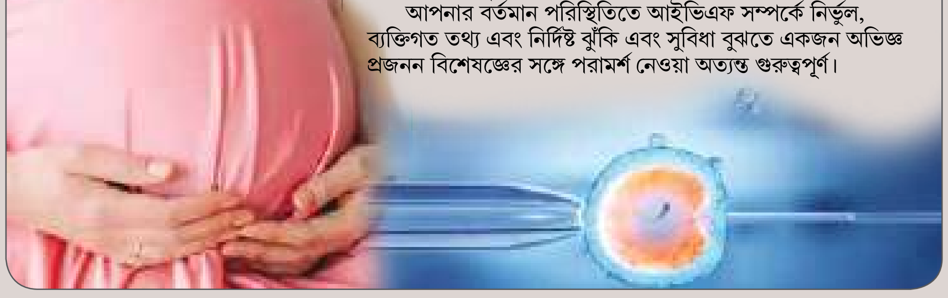

শব্দ যখন বিপদ ডেকে আনে

শব্দ যত জোরালো হয়, কানের ক্ষতির সম্ভাবনাও তত বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন ডেফনেস অ্যান্ড আদার কমিউনিকেশন ডিসঅর্ডার (এনআইডিসিডি)-এর মতে, ৭০ ডেসিবেল বা তার চেয়ে কম মাত্রার শব্দ দীর্ঘ সময় ধরে শুনলেও কানে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে, ৮৫ ডেসিবেল বা তার বেশি মাত্রার শব্দে শ্রবণশক্তি কমতে পারে। শব্দ যত জোরালো হবে, শ্রবণশক্তি হ্রাসের জন্য প্রয়োজনীয় সময় তত কম হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-এর মতে, প্রায় ১০০ কোটিরও বেশি তরুণ-তরুণী অস্বাস্থ্যকর উপায়ে শব্দ শোনার কারণে স্থায়ী এবং নিবারণযোগ্য শ্রবণশক্তি হারানোর ঝুঁকিতে রয়েছে। হু আরও বলেছে, ২০৫০ সালের মধ্যে প্রায় ২.৫ বিলিয়ন মানুষের কোনও না কোনও মাত্রায় শ্রবণশক্তির সমস্যা দেখা দেবে, যার মধ্যে ৭০ কোটিরও বেশি মানুষের অডিটরি রিহ্যাবিলিটেশন প্রয়োজন হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্তমানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে শ্রবণশক্তির ক্ষতির ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

কিন্তু আমরা বুঝব কীভাবে যে একটি নির্দিষ্ট শব্দ আমাদের কানের জন্য ক্ষতিকর? এনআইডিসিডি কিছু শব্দের মাত্রা উল্লেখ করে তা বোঝার উপায় জানিয়েছে। যেমন, ফিশফিশ করে কথা বললে তার মাত্রা ৩০ ডেসিবেল, আপনার ফ্রিজের গুঞ্জন ৪০ ডেসিবেল, আপনার স্বাভাবিক কথা বলার ভলিউম ৬৫ থেকে ৮০ ডেসিবেল। তবে এর থেকে বেশি মাত্রার যে কোনও শব্দ, যেমন সিনেমার হলের শব্দ, যা ৮০ থেকে ১০৪ ডেসিবেল মাত্রার তা আপনার শ্রবণশক্তির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এনআইডিসিডি-র পরামর্শ, আপনার কান সুরক্ষিত রাখতে স্পিকার থেকে দূরে বসার চেষ্টা করুন এবং একজোড়া ইয়ারপ্লাগ ব্যবহার করুন।'

নিয়মিতভাবে ৮৫ ডেসিবেলের বেশি শব্দের মধ্যে থাকা শ্রবণশক্তি হ্রাসের কারণ হতে পারে। ৬০-৭০ ডেসিবেলের মধ্যে থাকা শব্দ সাধারণত নিরাপদ।

তাছাড়া হেডফোনে সর্বোচ্চ ভলিউমে গান শোনা (৯৬ থেকে ১১০ ডেসিবেল)-র মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার কানের ক্ষতি করতে পারে। তাই এনআইডিসিডি-র পরামর্শ, আপনার শ্রবণশক্তি রক্ষা করতে ভলিউম কমিয়ে দিন। কম ভলিউমেও গান শুনতে ভালো লাগবে।

ধীরে ধীরে ক্ষতি

সবসময় হঠাৎ করে শ্রবণশক্তি কমে না। এটি সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে হতে পারে এবং এর মাত্রা মাঝারি বা গুরুতর হতে পারে। এটি এক কানে বা উভয় কানেই ঘটতে পারে। হু'র মতে, উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে আসা সাময়িক শ্রবণশক্তি হ্রাসের কারণ হতে পারে। পাশাপাশি দীর্ঘ বা বারবার উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে আসা স্থায়ীভাবে কানের ক্ষতি করতে পারে। ফলে অপরিবর্তনীয় শ্রবণশক্তি হ্রাস ঘটে। সিনিয়ার ইএনটি কনসালট্যান্ট ডাঃ সুরেশ নারুকার কথায়, 'যেসব তরুণ-তরুণী নিয়মিত উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে থাকে, তাদের কানের পরীক্ষার গ্রাফ প্রায় ৮০ বছর বয়সির মতো দেখায়। যেসব মানুষ প্রতিদিন একটানা বা মাঝারি শব্দের মধ্যে কাজ করেন, যেমন জাহাজে কর্মরত ব্যক্তিরা, তাঁরা কানে একপ্রকার একটানা গুঞ্জন শুনতে পান, যা প্রাথমিক শ্রবণশক্তির সমস্যার লক্ষণ।'

ইয়ারফোন কি সত্যিই দায়ী

বিশেষজ্ঞদের মতে, শ্রবণশক্তি হ্রাসের জন্য ডিভাইস নয়, বরং শব্দের মাত্রা এবং শব্দের সংস্পর্শে থাকার সময়কাল দায়ী। ডাঃ নারুকার মতে, আপনার কানের জন্য আসল ঝুঁকি আসে দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ ভলিউমে কিছু শোনার কারণে, ইয়ারবাড, ইয়ারপড বা হেডফোনের কারণে নয়। এমনকি একটি টেলিভিশন সেটের উচ্চ ভলিউমে কিছু শোনাও কানের ক্ষতির কারণ হতে পারে। তিনি আরও বলেন, 'শ্রবণশক্তি হ্রাস শুধুমাত্র শোনার ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে না, এটি মানসিক এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতারও কারণ হতে পারে।'

ইয়ারপড, ইয়ারবাড এবং হেডফোন/ইয়ারফোন ব্যবহার সম্পর্কে অনেক ধরনের ভুল ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন, ইয়ারপড কানের ভিতরে প্রবেশ করে বলে এটি হেডফোনের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়, যা আদৌ সত্যি নয়। উভয় ধরনের ডিভাইসই উচ্চ ভলিউমে ব্যবহৃত হলে ক্ষতিকর হতে পারে। আরেকটি ধারণা হল, ইয়ারফোন থেকে ক্যানসারের ঝুঁকি থাকে। তবে আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটির মতে, ব্লুটুথ ইয়ার ডিভাইসগুলো মোবাইল ফোনের চেয়েও অনেক কম মাত্রার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি তরঙ্গ নির্গত করে। বর্তমানে এই বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত গবেষণা নেই, যা কোনও নির্দিষ্ট ক্ষতি বা ক্যানসারের ঝুঁকির সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রমাণ করে।

সুরক্ষার উপায়

২০২২ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ১২ থেকে ৩৫ বছর বয়সি তরুণদের শ্রবণশক্তি হ্রাসের মোকাবিলায় কিছু মানদণ্ড জারি করেছে। এর মূল বার্তা, ব্যক্তিগত অডিও ডিভাইসের ভলিউম কমিয়ে রাখা। শব্দের উচ্চতা এমন একটি সহনীয় সীমার মধ্যে রাখতে হবে, যাতে কান সুরক্ষিত থাকে। উচ্চ শব্দযুক্ত জায়গায় একটি পরিষ্কার ইয়ারপ্লাগ ব্যবহার করা যেতে পারে।

এ ব্যাপারে ডাঃ নারুকার পরামর্শ, উচ্চ শব্দ এবং কোলাহলপূর্ণ স্থান থেকে দূরে থাকা, পরিষ্কার ইয়ারপ্লাগ বা হেডফোন ব্যবহার করা, নিয়মিত কান পরীক্ষা করানো এবং ডিভাইসে ভলিউম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সক্রিয় করা উচিত।

তাঁর কথায়, 'যদি আপনার পেশা এমন হয় যেখানে আপনাকে শব্দের সংস্পর্শে থাকতে হয়, যেমন বিমানবন্দরে কাজ করা বা কোনও শিল্প এলাকার কাছে বসবাস করা, তাহলে আপনাকে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। যদি শ্রবণশক্তি হঠাৎ করে হ্রাস পায় এবং আপনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে চিকিৎসার জন্য যান, তাহলে শ্রবণশক্তি ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। কিন্তু চিকিৎসা নিতে দেরি করলে এই সম্ভাবনা কমে যায়।'

আলো ও আদ্যাশক্তি

১, ২, ৩ জিটিএস, বিধান স্পোর্টিং, তরুণ সংঘের মণ্ডপসজ্জা। ৪ এলিট স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিমা এবং ৫ আলোকিত শহর। রবিবার সূত্রধর ও সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

এক সুতোয় প্রজন্মকে গাঁথল খেলনা বন্দুক

সম্রাট সাহা ও অনিকেত রায়

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : ছোটবেলায় ক্যাপ বন্দুক ফাটাননি এমন মানুষ পাওয়া দুষ্কর। একটা বন্দুকের জন্য বাবা-মায়ের কাছে বায়না করা, কেঁদে ভাসানোর স্মৃতি আজও অনেকেরই টাটকা। পুজোয় নতুন জামাকাপড়ের সঙ্গে খেলনা বন্দুক ছিল মাস্ট। কালের নিয়মে তার চল আজ আর নেই বললেই চলে। রবিবার দুপুরে মহাবীরস্থান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসবই মনে মনে ভাবছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংককর্মী প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। দীপাবলির আগে মহাবীরস্থান, হকার্স কর্নারে দেদারে বিকোচ্ছে এক অন্যরকম বন্দুক। তা দেখে স্মৃতিমেদুর হয়ে ভাবছিলেন নিজের শৈশব আর তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া নাতি ঈশানের কথা। দুই প্রজন্ম। কিন্তু তাঁদের একসুতোয় গেঁথেছে খেলনা বন্দুকই। ঈশান এক বন্ধুর কাছে সেটা দেখে দাদুর কাছে আবদার করেছিল কিনে দেওয়ার জন্য। দাদু কি তা ফেরাতে পারেন। সেই কারণেই কালীপুজোর আগের দিন বেরিয়ে পড়েছিলেন প্রকাশ। নাতির জন্য কিনলেন সেই বন্দুক। তবে শুধু তিনিই নন, দোকানে এদিন বিভিন্ন বয়সি মানুষের ভিড় দেখা গেল। কেউ ছেলে-মেয়ে, কেউ আবার নাতি-নাতনির জন্য কিনছিলেন বিশেষ ‘উপহার’। ক্রেতা-বিক্রেতা সকলের মুখেই দেখা গেল, চওড়া হাসি। খুশির ঝলক।

মহাবীরস্থান, হকার্স কর্নারে দীপাবলি উপলক্ষ্যে মোমবাতি, প্রদীপের দোকান বসেছে সারি সারি। সেই দোকানগুলিতে ঢুঁ মেরে দর্শন মিলল ওই খেলনা বন্দুকের। বিকোচ্ছে ৮০ থেকে ১০০ টাকায়। বিক্রেতারা জানালেন, মূলত দুর্গাপুজোর সময় এই খেলনা বাজারে এসেছিল। তবে সম্প্রতি তা ‘ভাইরাল’ হয়েছে। দিল্লি থেকে পাইকারি দরে তা নিয়ে আসা হচ্ছে। এদিন সন্ধ্যায় রেলগেটের কাছে যেতেই চোখে পড়ল, পরপর দোকানে খেলনা বন্দুক সাজিয়ে রাখা। দোকানে ক্রেতার ভিড় ভালোই। কেউ আবার বাইক, কেউ স্কুটারে বসেই শুনতে চাইছেন, ‘ভাই দাম কত।’ দামে বনিবনা হলেই ব্যাস, ঝোলায় পুরে বাড়ির পথে।

সেখানে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল গৃহবধূ সুজাতা দে’র সঙ্গে। ছেলের জন্য খেলনা বন্দুক কিনছিলেন তিনি। বললেন, ‘আমাদের সময়ে তো ক্যাপ বন্দুকের চল ছিল। এখন তো আর সেটা দেখি না। ছেলের জন্য এই নতুন ধরনের খেলনা বন্দুক কিনলাম। ছেলে খুব খুশি হবে।’

পাশের দোকানে দাঁড়িয়ে নয়া বন্দুকের ‘ট্রায়াল’ দিচ্ছিলেন পেশায় স্কুল শিক্ষক দেবু রায়। বন্দুকে ‘ঠাস’ শব্দ হতেই শিশুর হাসি তাঁর মুখে। টাইম মেশিনে চেপে এক ছুটে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন শৈশবে। দেবুর কথায়, ‘আগে বাবার সঙ্গে গিয়ে ক্যাপ বন্দুক কিনতাম। সেসব আজ স্মৃতিতে। পুরোনো খেলনাকে অন্য রূপে দেখে খুব আনন্দ হল।’

বছর ৫৪-র অমল বিশ্বাস আবার হেঁটে যাওয়ার পথে দোকানদারের

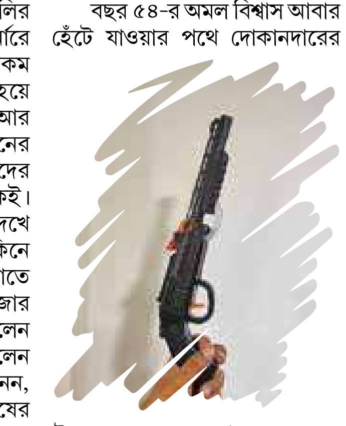

উদ্দেশে বললেন, ‘ক্যাপ বন্দুক নাকি।’ প্রশ্নের উত্তরে দোকানদার ‘না’ বলায় আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে গেলেন অমল। যা দেখলেন তাতে তিনি রীতিমতো অবাক। ক্যাপের রোল কোথায় এ যে দেশলাইয়ের কাঠিতেই বাজিমাত। দেশলাই কাঠি বন্দুকে পোরা হচ্ছে ক্যাপের জায়গায়। তা ফাটতেই সকলের মুখে অদ্ভুত আনন্দ।

এদিকে, খেলনা বন্দুকের বিক্রি বেড়ে যাওয়ায় দীপাবলির আগে বিক্রেতাদের মুখেও হাসি। আকাশ সাহানি নামে এক বিক্রেতার কথায়, ‘পুজোর সময় এই বন্দুক বাজারে এসেছিল। তবে তা এখন ভাইরাল হয়েছে। ৮০ থেকে ১০০ টাকা দরে বিক্রি করছি। বিভিন্ন বয়সিরা তা কিনছেন। আমাদেরও ভালো লাগছে।’

জগন্নাথ পাসোয়ান নামে আরেক বিক্রেতা বললেন, ‘দীপাবলি উপলক্ষ্যে দোকান সাজিয়েছি। প্রথমদিকে তেমন বিক্রি না হলেও রবিবারই শুধু ৪৫টি বন্দুক বিক্রি করেছি। লাভ ভালোই থাকছে।’ আসলে এসবই উপলক্ষ্য, অনেকেই শুধু স্মৃতিতে ডুবতে খেলনা বন্দুক বগলদাবা করে ছুটলেন বাড়ির পথে।

শকুন চেনাবে সন্ধানী

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : চাই না হতে উমা। চাই মুক্তি। খোলা আকাশে উড়তে চাই।

মুক্তির সওয়াল করে সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে সন্ধানী। কালীপুজোয় বরাবরই সাড়া ফেলে দেয় শিলিগুড়ি সুভাষপল্লির এই ক্লাবটি। এবার সন্ধানীর থিম- চাই না হতে উমা। মণ্ডপে ঢুকলে দেখা যাবে কালীমূর্তির রয়েছে ১০ হাত।

কেন এই ধরনের থিম! সমাজে চলতে গিয়ে ‘কুনজর’ সহ্য করতে হচ্ছে নারীদের। স্কুল-কলেজ জীবনে, কর্মক্ষেত্রে, পথেঘাটে চলতে গিয়ে ‘শকুনের নজরে’ পড়েননি এমন নারীর সংখ্যা হাতেগোনা। ছোট বয়সেই পাচারের খপ্পরে পড়েছে উত্তরের বহু শিশু। মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে দেওয়ার মতো ঘটনাও ঘটে চলেছে সমাজে। তাই মুক্তির স্বাদ চায় তারা। খোলা আকাশে উড়তে চায়। সেই ভাবনা থেকেই এই থিম এবছর বেছে নিয়েছে সন্ধানী ক্লাব।

পুজোমণ্ডপে ঢুকলে দেখা যাবে, বসে রয়েছে শকুন। বোঝানো হচ্ছে ‘শকুনের নজরে’ মেয়েদের দেখছে সমাজের অনেকে। এই শকুনদের চিনে নেওয়ার বার্তা দিয়ে সচেতন থাকতে বলা হচ্ছে মেয়েদের। মডেল, ছবির মধ্যে দিয়ে শিশু বিক্রির ঘটনাগুলি তুলে ধরা হচ্ছে। মণ্ডপের এলইডি স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে আকাশ। এই আকাশেই মুক্তি চাইছে নারী। চারটি ভাগে মণ্ডপ তৈরি করেছেন শিল্পী। প্রতিটি ধাপেই নারীদের ওপর কুনজর এবং শিশু বিক্রি, পাচারের ছবি এবং তাদের মুক্তির দাবি ফুটে উঠেছে। রবিবার সন্ধ্যায় উদ্বোধনের পরই মণ্ডপে এসে রিতা সাহা নামে এক তরুণী বলেন, এই থিম প্রতিটি নারীর কথা তুলে ধরেছে। চা বাগানে এমন কত ঘটনা ঘটছে। সেগুলি থিমের মাধ্যমেই স্পষ্ট হয়েছে।

৫০তম বর্ষ বলে এবার বাজেট ২৫ লক্ষ টাকা। মণ্ডপ যতটা বার্তাবহ, প্রতিমাও ততটাই তাক লাগানো। দশ হাত বিশিষ্ট মা কালীর মূর্তি তৈরি করেছেন শিলিগুড়ির মৃৎশিল্পী সুশান্ত পাল। মণ্ডপসজ্জায় শিলিগুড়ির শিল্পী বাপন ঘোষ। রবিবার কথা হচ্ছিল ক্লাব সদস্য সায়ন সাহার সঙ্গে। মণ্ডপের সামনে দাঁড়িয়ে জানালেন, পুজোর দিনগুলোতে ভোগপ্রসাদ বিতরণ করা হবে। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। ক্লাব সম্পাদক বাপন ঘোষ এবং বিপ্লব সাহা বলেন, আবদ্ধ জায়গা থেকে মুক্তি চাইছেন নারীরা, সেটাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপে। আশা করি, আমাদের চেষ্টা সকলের প্রাণ ছুঁয়ে যাবে। আমরা লেসার শো করব বলে জানিয়েছিলাম। কিছু কারণে সেটি স্থগিত রাখা হয়েছে।

চয়নপাড়ার কালীপুজোয় বেনারসের থিম

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : মহাশ্মশান দেখার জন্য প্রতিবছর দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা বেনারসে যান। সেই ছবিই এবার চাক্ষুস করা যাবে শহর শিলিগুড়িতে। থাকবেন অঘোরিবাবারাও। জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র বেনারসের ঝলক এবার চয়নপাড়া বাজার শ্যামাপুজো কমিটির পুজোতে। পুজো কমিটির সভাপতি বিট্টু পাল বলেন, ‘আশা করছি, আমাদের এই আয়োজন দর্শনার্থীদের নজর কাড়বে। যে বিষয়ের ওপর আমরা থিম করছি তা অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাই সুন্দরভাবে যাতে তৈরি করা যায় সেজন্য শিল্পীরা পরিশ্রম করে চলেছেন। সঙ্গে মণ্ডপে অঘোরিবাবাদের মাটির প্রতিমাও থাকবে।’

দর্শনার্থীদের চমক দিতে পুজো উদ্যোক্তারা এই বছর এই আয়োজন করেছেন। যারা এখনও বেনারস যেতে পারেননি, এই পুজো দেখতে এসে তাদের সেই আশা মিটবে বলে বিশ্বাস উদ্যোক্তাদের। ১৭তম বর্ষে প্রায় দেড় লক্ষ টাকার বাজেটে এবারের থিম করা হয়েছে।

আলো ও ধ্বনির খেলায় তৈরি বেনারসের শ্মশান দেখে যে দর্শনার্থীদের মন ভরবে, সেই বিষয়ে আশাবাদী পুজো উদ্যোক্তারা। অন্য বছরের মতো এই বছরও নতুন কিছু করার ভাবনা থেকে এই থিম করেছেন বলে পুজো কমিটির সম্পাদক অমিত সাহা জানিয়েছেন। সোমবার স্থানীয় কাউন্সিলার রঞ্জন শীল শর্মা এই পুজোর উদ্বোধন করবেন। বেনারসের আবহ তৈরি করার জন্য শিল্পী বাসু দাস মণ্ডপের কাজ করছেন। মণ্ডপের আবহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে থাকবে ধ্যানমগ্ন মায়ের মূর্তি। শিল্পী নরোত্তম পালের হাতে তৈরি হচ্ছে মায়ের প্রতিমা। পুজোর দিনগুলিতে দর্শনার্থীরা যাতে সুষ্ঠুভাবে মণ্ডপে পুজো দেখতে পারেন সেজন্য স্বেচ্ছাসেবীদের নজরদারি থাকবে। ভাইফোঁটা পর্যন্ত দর্শনার্থীরা এই পুজো ঘুরে দেখতে পারবেন।

ইসলামপুরে নেপালের বৌদ্ধ মন্দির দেখতে ভিড়। ছবি : রাজু দাস

জল জীবন মিশনে মিলছে না বকেয়া

মামলার প্রস্তুতি ঠিকাদারদের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : দুর্গাপুজো শেষের পর দীপাবলির শুরুতেও মেলেনি টাকা। এমন পরিস্থিতিতে বকেয়া পেতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি শুরু করলেন জল জীবন মিশন প্রকল্পের ঠিকাদাররা। বকেয়ার পরিমাণ কোটি টাকায় পৌঁছানোয় এবং বকেয়া পরিশোধের ক্ষেত্রে সরকারি তরফে কোনও উদ্যোগ শুরু না হওয়ায়, মামলার সিদ্ধান্ত ঠিকাদারদের। তাঁদের বক্তব্য, বকেয়া টাকা আদায়ে প্রায় একবছর ধরে আন্দোলন করলেও, টনক নড়েনি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের। যে কারণে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত। যেহেতু প্রকল্পের টেন্ডার রাজ্য সরকার করেছে, তাই রাজ্যের বিরুদ্ধে মামলা হবে বলে ইঙ্গিত মিলছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায় সমস্ত কিছু শোনার পর বলেন, ‘কালীপুজো নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি। পুজো শেষ হওয়ার পর বিষয়টি নিয়ে কথা বলব।’

বিক্ষোভ, অবস্থান এবং পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি, ১৩ মাস ধরে সংঘটিত হয়েছে নানা আন্দোলন। কিন্তু তাতেও চিঁড়ে ভেজেনি। বরং দিনদিন বকেয়ার পরিমাণ বেড়েছে। এমন

বাকি কয়েকশো কোটি

- বকেয়া টাকা না মেলায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন জল জীবন মিশনের ঠিকাদাররা
- শিলিগুড়িতেই বকেয়ার পরিমাণ একশো কোটির বেশি, সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা রাজ্যে
- মামলা হতে পারে রাজ্যের বিরুদ্ধে, ছটপুজো শেষ হলেই আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা

পরিস্থিতিতে মামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জল জীবন মিশনের ঠিকাদাররা। জানা গিয়েছে, ছটপুজোর পর ঠিকাদার সংস্থার জেলার কর্মকর্তারা রাজ্যে কমিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। তারপরই মামলার চূড়ান্ত প্রস্তুতি নেওয়া হবে। নর্থবেঙ্গল পিএইচই কনট্রাক্টরস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের (সিভিল) আহ্বায়ক অনুপ বসু বলেন, ‘হাইকোর্টে মামলা করার বিষয়টি মাথার রেখেই আমরা এগোচ্ছি। মামলা করা ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোনও পথ খোলা নেই।’ জানা গিয়েছে, পিএইচই শিলিগুড়ি ডিভিশনে ৯০ জনের বেশি ঠিকাদার রয়েছেন। যাঁরা জল জীবন মিশনের কাজ করেছেন। শুধু শিলিগুড়িতেই তাঁদের বকেয়ার পরিমাণ ১০০ কোটি টাকার বেশি। অনুপের বক্তব্য, ‘কেউ বাড়ি, কেউ সোনা বন্ধক দিয়ে, ঋণ নিয়ে জল জীবন মিশনের কাজ করেছেন। কিন্তু কাজ করে টাকা না পাওয়ায় ঋণের সুদ গুনতে গুনতে শোচনীয় অবস্থা তৈরি হয়েছে প্রত্যেকের। অনেকে ঋণের টাকা মেটাতে না পারায় ব্যাংকের থেকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।’ কেবল শিলিগুড়ি মহকুমার প্রায় ৫০ হাজার বাড়িতে ঠিকদাররা জল জীবন মিশন প্রকল্পের অন্তর্গত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের কাজ করেছেন। পাশাপাশি, নিয়মিত বাড়িগুলিতে জল সরবরাহ করাও ঠিকদারদের দায়িত্ব। জানা গিয়েছে, রাজ্যজুড়ে জল জীবন মিশনের বকেয়া প্রায় ৭,৫০০ কোটি টাকা। পিএইচই কনট্রাক্টরস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের জলপাইগুড়ি জেলার সম্পাদক শিবু দে বলেন, ‘মামলা করার আগে আইনজীবীদের পরামর্শ নেব। কেন-না, টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার উচ্চবাচ্য করছে না।’ রাজ্যের তরফে ইতিমধ্যে দাবি করা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার কোনও টাকা দিচ্ছে না। এরপরেও রাজ্য সরকার নিজেদের ভাগের ৫০ শতাংশ টাকা দিয়ে দিয়েছে।

ধৃত মহিলা

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : ৩৮ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বাড়িতে ভাড়া থাকছিলেন দম্পতি। মহালয়ার দিন সুযোগ পেয়ে বাড়ির মালিকের ঘর থেকে সোনার গয়না ও নগদ টাকা নিয়ে চম্পট দেন তাঁরা। এই অভিযোগের ভিত্তিতে স্বামীকে আগেই আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এলাকাবাসী। যদিও পলাতক ছিলেন স্ত্রী। শনিবার হংকং মার্কেটে মহিলাকে ঘোরাফেরা করতে দেখে, পাকড়াও করে পুলিশের হাতে তুলে দেন বাড়ির মালিক ও স্থানীয়রা। বাড়ির মালিক অয়ন শাসমল বলেন, ‘মাস দেড়েক আগে ওই দম্পতি বাড়ি ভাড়া নেন। তাঁদের এক সন্তান রয়েছে। দম্পতির নাম উত্তম সূত্রধর ও প্রীতি গুপ্তা। মহালয়ার দিন বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটার পর থেকেই নিরুদ্দেশ ছিলেন ওঁরা।’ এর দু’দিন পর উত্তমকে রাস্তায় দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। যদিও মহিলার কোনও খোঁজ তখন পাওয়া যায়নি। শনিবার পাকড়াও করা হয়।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু

ইসলামপুর, ১৯ অক্টোবর : ইসলামপুরের বিহার মোড় এলাকায় রবিবার সন্ধ্যায় দুটি বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয় এক আরোহীর। এখনও পর্যন্ত তাঁর নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে জখম হন আরও দুই আরোহী। ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। একটি বাইক বিহারের দিক থেকে ইসলামপুর শহরের দিকে আসছিল। অন্য বাইকটি আসছিল শ্রীকৃষ্ণপুর থেকে ইসলামপুরের দিকে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

বৈঠক

ইসলামপুর, ১৯ অক্টোবর : ইসলামপুর কলেজ মাঠে রবিবার টোটোচালকদের সঙ্গে একটি জরুরি বৈঠক করে জাতীয়তাবাদী টোটো ইউনিয়ন। ওই বৈঠকে সরকারি নির্দেশিকা মেনে ৩০ নভেম্বরের মধ্যে টোটোর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে আলোচনা হয় বলে জানান সভাপতি প্রেমকমল রায়চৌধুরী।

দীপাবলির বার্তা

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : দু’হাজার প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রাক-দীপাবলির প্রতীকী উদযাপন করল শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থা। রবিবার সূর্যনগর মাঠে ‘শব্দ নয়, ধোঁয়া নয়, দীপাবলি হোক আলোর উৎসব’- এই বার্তা দিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত এবং ডাঃ অনির্বাণ রায়।

ভূতচতুর্দশীতে খুদে ‘ভূতেদের’ মেলা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : ভূতচতুর্দশীতে শহরের রাস্তায় দিনদুপুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে শাঁখচুন্নি, পেত্নি, মেছোভূত, ব্রহ্মদৈত্যরা। অথচ এমন হাড়হিম করা ঘটনায় ভীত নন কেউ। ভূত তাড়ানোর ওঝা অথবা বিজ্ঞানমঞ্চেরও ডাক পড়ছে না। বরং, অনেকেই ভূতের সঙ্গে গিয়ে খিচিক করে একটা নিজস্বী তুলে নিচ্ছেন। আবার কেউ হাসিমুখে ভূতেদের হাতে তুলে দিচ্ছেন চকোলেট। রবিবার সূর্যনগরের করুণাময়ী মন্দির কমিটির তরফে ভূতচতুর্দশী উপলক্ষ্যে আয়োজিত যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতায় এমনই কিছু দৃশ্য ধরা পড়ল। মূলত এলাকার কচিকাঁচাদের আনন্দ দিতেই এদিন, শিলিগুড়ি পার্কে এই মজাদার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল।

এদিন পার্কে ঢুকতেই চোখে পড়ল দোলনায় বসে পা দোলাচ্ছে শাঁখচুন্নি। চোখের দেখায় যে কেউ ভয় পাওয়ার কথা। চোখ ঘোরাতেই দেখা গেল ঘুরে বেড়াচ্ছে নান। নাম জিজ্ঞেস করতেই সেই নান একগাল হেসে বলে, ‘আমি সুরঙ্গনা রায়চৌধুরী। পাঠভবন স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ি।’ তার সাজগোজের কথা জিজ্ঞেস করায় সে বলে, ‘ভূত সাজার প্রতিযোগিতা হবে শুনেই নান সাজতে ইচ্ছে করেছিল।’

অক্সিলিয়াম কনভেন্টের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী ঐশী রায়চৌধুরী তখন শাঁখচুন্নি সেজে, পার্কে ঘুরতে আসা মানুষকে ভয় দেখাতে ব্যস্ত। শাঁখচুন্নি সেজে উচ্ছ্বসিত ঐশী বলে, ‘আগে কোথাও এভাবে ভূত সাজিনি। স্কুলের গো অ্যাজ ইউ লাইকে-ও মা কখনও ভূত সাজায়নি।’

হ্যালোউইনে ভূত সাজার অনুষ্ঠান এখন শহরের বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত হলেও ভূতচতুর্দশীতে এমন মজাদার প্রতিযোগিতা সহজে চোখে পড়ে না। দীপাবলিতে ছোটরা যাতে ভূতচতুর্দশী কী, সে ব্যাপারে জানতে পারে এবং নিজেরাও মজা করতে পারে, সেজন্যই এরকম অভিনব প্রতিযোগিতার ভাবনা বলে জানান মন্দির কমিটির সদস্য সুরজিৎ মজুমদার।

পার্কে ঘুরতে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে ওই খুদে ভূতেদের দেখা পাওয়ায় খুশি হয়ে দক্ষিণ ভারতনগরের বাসিন্দা রাজশ্রী দাস বলেন, ‘হ্যালোউইন অনেক জায়গায় সেলিব্রেট করা হলেও, ভূতচতুর্দশীটা এমন মজাদারভাবে আমরা সাধারণত দেখি না। আজকে ছেলের সঙ্গে পার্কে এসে দেখলাম ওদের খুব মজা হয়েছে। আমিও খুব আনন্দ করলাম। এরকম মিষ্টি মিষ্টি ভূত দেখতে কার না ভালো লাগবে।’ এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল ও বিট অফিসার সুব্রত রায়ও। তাঁরাও আর সকলের মতোই সানন্দে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

রবিবার সূর্যনগর করুণায়

পৃথিবীর পাঠশালা

দীর্ঘ জীবন জাপানের জাদু

দীর্ঘজীবন পাওয়ার ক্ষেত্রে জাপান বিশ্বজুড়ে একেবারে এক নম্বরে। বর্তমানে সেখানে ৯৫ হাজারের বেশি শতবর্ষীয় মানুষ বসবাস করছেন। এই অসাধারণ কৃতিত্বের পেছনে রয়েছে তাঁদের স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, সক্রিয় জীবনধারা, শক্তিশালী সামাজিক বন্ধন এবং উন্নত স্বাস্থ্যসেবা। জাপানের বেশিরভাগ শতবর্ষীয় মানুষই মহিলা এবং তাঁদের অনেকেই ১০০ বছর পার করেও খুবই সক্রিয়। গবেষকরা তাঁদের জীবনযাত্রা খুঁটিয়ে দেখছেন দীর্ঘ জীবনের রহস্য জানতে। যেখানে মাছ, সবজি খাওয়া এবং মননশীলতার মতো অভ্যাসগুলি সামনে আসছে। এই প্রবণতা জাপানকে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখেও ফেলেছে, যেমন দ্রুত বার্ধক্যপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যসেবাকে মানিয়ে নেওয়া। তবে একইসঙ্গে এটি সারাবিশ্বকে এই অনুপ্রেরণা দেয় যে, বার্ধক্য মানেই কিন্তু পতন নয়, এটি একটি নতুন অধ্যায়।

হৃৎপিণ্ডের নিজস্ব বুদ্ধি

মানুষের হৃৎপিণ্ড শুধু একটা রক্ত পাম্প করার যন্ত্র নয়, এটি একটি বুদ্ধিমান অঙ্গ, যার নিজস্ব একটি জটিল স্নায়ুতন্ত্র আছে। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, হৃৎপিণ্ডে প্রায় ৪০ হাজার নিউরন রয়েছে, যাকে তারা 'হৃদয় মস্তিষ্ক' বলছেন। মজার ব্যাপার হল, আমাদের মস্তিষ্ক হৃৎপিণ্ডকে যতটা সংকেত পাঠায়, তার চেয়ে বেশি সংকেত হৃৎপিণ্ড মস্তিষ্ককে পাঠায়! এই অবিরাম আদানপ্রদান আমাদের মানসিক চাপ, আবেগ এবং সার্বিক সুস্থতা নিয়ন্ত্রণ করে। যখন হৃৎপিণ্ডের ছন্দ শান্ত থাকে, তখন মস্তিষ্ক আরও ভালোভাবে কাজ করে। আবার, অনিয়মিত সংকেত উদ্বেগ বা মানসিক চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। গভীর শ্বাস, ধ্যান এবং মননশীলতার মতো কৌশলগুলি 'হৃদয় সংগতি' তৈরি করতে পারে। এটি মেজাজ ভালো করার পাশাপাশি স্ট্রেস হরমোন কমায়।

কলা গাছের সুতোর পোশাক

ভিয়েতনাম টেকসই ফ্যাশনকে স্বাগত জানাচ্ছে কলা গাছের তন্তু দিয়ে তৈরি স্কুল ইউনিফর্ম তৈরি করে। সিন্থেটিক কাপড়ের মতো নয়, কলার আঁশ থেকে তৈরি এই কাপড় প্রাকৃতিক, সহজে পচে যায়, বাতাস চলাচল করতে পারে এবং যথেষ্ট শক্তপোক্ত। সবচেয়ে বড় কথা, এটি তাপ সহনশীল, যা ভিয়েতনামের গরম আবহাওয়ার জন্য আদর্শ। কলার ফল পাড়ার পর গাছের কাণ্ডগুলি সাধারণত ফেলে দেওয়া হত। এখন বস্ত্রশিল্পের উদ্ভাবকরা এই কৃষি বর্জ্যকে পরিবেশবান্ধব কাপড়ে পরিণত করছেন। এতে একদিকে যেমন বর্জ্য কমছে, তেমনই কৃষকরাও স্থানীয় সম্পদ থেকে বাড়তি আয় করতে পারছেন। এই ইউনিফর্মগুলি বেশি টেকসই এবং পরিবেশের উপর এর প্রভাবও অনেক কম। ভিয়েতনাম দেখাচ্ছে কীভাবে বর্জ্যকে পোশাকে রূপান্তরিত করে মানুষ ও পরিবেশ, উভয়েরই উপকার করা যায়।

নরওয়ের অরণ্য বাঁচাও

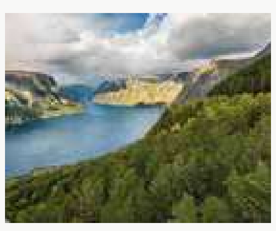

নরওয়ে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে বন উজাড় করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এর অর্থ হল, সরকার এমন কোনও প্রকল্প অনুমোদন করবে না যা দেশে বন ধ্বংসের কারণ হয়। এই পদক্ষেপ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য নরওয়ের বৃহত্তর প্রতিশ্রুতির অংশ। বন হল কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাপী বন ধ্বংসের কারণে প্রায় ১৫ শতাংশ গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গত হয়। নরওয়ে, আমাজন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বন রক্ষার জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে। বন উজাড় নিষিদ্ধ করে তারা অন্য দেশের জন্য এক উদাহরণ তৈরি করেছে।

রাজ শহরের ঐতিহ্য মেনে পুজো বেনারসে

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৯ অক্টোবর : রাজার শহরের ঐতিহ্য মেনে উত্তরপ্রদেশে কালীপুজোর আয়োজন হচ্ছে। অমাবস্যা তিথিতে মদনমোহনবাড়িতে যখন বড়োতারা পূজিতা হবেন, তখন উত্তরপ্রদেশের বেনারসে কোচবিহারের রীতি মেনে করুণাময়ী ও দয়াময়ী কালীপুজোর প্রস্তুতি চলে। দুই জায়গায় কোচবিহারের মহারাজারা এই পুজোর প্রচলন করেছিলেন। রাজার শহরের সেই ঐতিহ্য মেনে উত্তরপ্রদেশে এখনও পুজো হয়ে আসছে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড এই পুজোর দায়িত্বে রয়েছে।

তবে উত্তরপ্রদেশের কালী মন্দিরটির সংস্কারের প্রয়োজন আছে বলে কোচবিহারের বাসিন্দারা মনে করছেন। এখান থেকে উত্তরপ্রদেশে গেলে অনেকে এই মন্দিরে গিয়ে কালী প্রতিমা দর্শন করেন। কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি সাকসেসর্স ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের মুখপাত্র কুমার মৃদুলনারায়ণের দাবি, বেনারসে থাকা কোচবিহারের ঐতিহ্যকে আরও বেশি করে সকলের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন। সেইসঙ্গে মন্দির সংস্কার প্রয়োজন।

করুণাময়ী কালী মন্দিরে পুজোর প্রস্তুতি চলছে।

> পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির সাজানো হয়েছে। নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজো হবে।
>
> **বীরেন ঝা**
> দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মী

সোমবার অমাবস্যা তিথিতে পুরোহিত প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় করুণাময়ীর পুজো করবেন ও দয়াময়ীর পুজোর দায়িত্বে দীননাথ তিওয়ারি রয়েছেন। তারা জানান, চালকুমড়ো বলি দিয়ে পুজো হবে। দেবীকে বিশেষ ভোগ দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে দুটি মন্দির সাজিয়ে তোলা হয়েছে। রং করা হচ্ছে। আলো দিয়েও সাজানো হচ্ছে। বেনারসে কর্মরত দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের কর্মী বীরেন ঝা বলেন, 'পুজো উপলক্ষ্যে মন্দির সাজানো হয়েছে। নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজো হবে।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ কালীসাধক ছিলেন। তিনি কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শুধু তৎকালীন কোচবিহার রাজ্য নয়, উত্তরপ্রদেশেও তার বিস্তার ঘটেছিল। ইতিহাসবিদরা জানান, হরেন্দ্রনারায়ণ তীর্থ করতে গিয়ে উত্তরপ্রদেশের বেনারসে কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সেই কাজ শুরুও হয়। কিন্তু তা শেষ হওয়ার আগে হরেন্দ্রনারায়ণ প্রয়াত হন। তাঁর অপূর্ণ কাজ ছেলে শিবেন্দ্রনারায়ণ শেষ করেন। মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের আমলে ১৮৪৬ সালে অক্ষয় তৃতীয়ায় বেনারসের সোনারপুরে কালী মন্দির স্থাপিত হয়। সেখানে প্রতিদিন করুণাময়ী ও দয়াময়ীর পুজো চলে। প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ ভোগ দেওয়া হয়। মন্দিরের পাশাপাশি সেখানে মহারাজা বসতবাড়ি ও সত্র তৈরি করেছিলেন। সেখানকার খরচ রাজপরিবার বহন করত। বর্তমানে মন্দিরটি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড পরিচালনা করে।

জঙ্গলে আরও আধুনিক যন্ত্র আনছে রেল

জলপাইগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গের সংরক্ষিত বনাঞ্চল সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বনাঞ্চলের ভিতর ১৪৬.৪ কিলোমিটার রেলপথে ইনট্রুশন ডিটেকশন সিস্টেম (আইডিএস) বসানোর কাজ আগামী বছর এপ্রিলের মধ্যে শেষ করতে চায় রেল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাওয়া হাতির করিডরে এই অত্যাধুনিক ব্যবস্থা চালু হবে বলে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মাদারিহাট থেকে জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা, লামডিং ডিভিশন, রঙ্গিয়া এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইতিমধ্যেই ৬৪.০৩ কিলোমিটারের হাতি করিডরে আইডিএস ব্যবস্থা সফলভাবে রূপায়িত হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। এদিকে নাগরাকাটা থেকে সেবক হয়ে শিলিগুড়ির দিকে বিস্তৃত করিডরে দ্রুত আইডিএস বসানোর দাবি তুলেছেন পরিবেশকর্মী ও বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞরা।

এপ্রসঙ্গে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মার বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গে নাগরাকাটা থেকে মাদারিহাটের মধ্যে আইডিএস ব্যবস্থা রূপায়ণের পর কোনও বন্যপ্রাণীর মৃত্যু ঘটেনি। এই পদ্ধতিতে বিশেষ সেন্সরের মাধ্যমে রেলের পাইলটের কাছে রেললাইনে বন্যপ্রাণীর উপস্থিতির খবর পৌঁছে যায়। তাই দুর্ঘটনা এড়ানো যাচ্ছে। আরও ১৪৬.৪ কিলোমিটার রেলপথে আগামী এপ্রিলের মধ্যে আইডিএস বসবে।' উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহার জেলার মধ্যে রয়েছে মহানন্দা, চাপড়ামারি অভয়ারণ্য এবং বক্সা বাঘ বন। এছাড়াও জলদাপাড়া ও গরুমারা জাতীয় উদ্যানের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভিতর দিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের লাইন গিয়েছে। ডুয়ার্সজুড়ে সর্বত্র এই অত্যাধুনিক ব্যবস্থা রূপায়িত না হওয়ায় ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যুর ঘটনা ক্রমশ বাড়ছে।

মন্দির নেই, বেদিতে পুজো

পরাগ মজুমদার

বহরমপুর, ১৯ অক্টোবর : রাত পোহালেই শ্যামা মায়ের আরাধনা। আপামর বাঙালি মেতে উঠবে আদ্যাশক্তির উপাসনায়। তবে জঙ্গিপুরের চাচণ্ডে এবারের ছবিটা একটু ভিন্ন। গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে মায়ের মন্দির। তবে অক্ষত রয়েছে বেদি। আর সেই বেদিতেই আদ্যাশক্তির আরাধনা হবে এখানে।

গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙনে কেউ ভিটেমাটি হারিয়ে, কেউ আবার ফাঁকা আকাশের নীচে দিন গুজরান করছেন। তবে তাতে মনের জোরে আর মায়ের আরাধনায় ভাটা পড়েনি এতটুকুও। শতাব্দীপ্রাচীন মায়ের মন্দির বিলীন হয়ে গিয়েছে প্রকৃতির রুদ্ররূপে ভাঙনের কবলে পড়ে। তবে অদ্ভুতভাবে দেবীর থান অক্ষত রয়ে গিয়েছে। তাই জৌলুসের বহর এবছর না থাকলেও, আবেগের এতটুকুও কমতি নেই।

শোঁ শোঁ শব্দে ভয়াল গঙ্গা যখন বিকেল ঘনিয়ে আসতেই গর্জন করছে, তার মাঝেই শক্তির দেবীর আরাধনায় যাতে কোনও রকমের ত্রুটি না থাকে, তার কসুর করছেন না মিনতি দাস, বাপন দাস থেকে শুরু করে সনাতন ঘোষরা। শহরে যখন আলোর রোশনাইয়ে সকলে মেতে উঠবেন রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তখন এখানে পুজো কিছুটা ফিকে। যদিও পুজোয় যে কোনও ত্রুটি থাকবে না তা পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন উদ্যোক্তারা। মিনতি বলেন, 'প্রকৃতির রোষে মায়ের মন্দির বিলীন হয়ে গিয়েছে গঙ্গায়। তবে দেখুন তার পরেও দেবীর থানে পুজো হবে। এর চেয়ে আর কী ভালো হতে পারে। মা আমাদের লড়াইয়ের শক্তি দিচ্ছেন। দেখি চেষ্টা করি লড়াইয়ের।'

গঙ্গাগর্ভে গিয়েছে মন্দির। তবে অক্ষত দেবীর থানেই হবে পুজো।

এবছর বিঘার পর বিঘা জমি নদীতে হারিয়ে গিয়েছে। ফলে আতঙ্ক আর উৎকণ্ঠা নিয়েই কোনওরকমে দিন গুজরান করছেন দুর্গতরা। তার মধ্যে দিয়েই মাকে বরণ করতে প্রস্তুত সকলে। এক লহমায় নদীগর্ভে মন্দির চলে গিয়েছে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে অবিকৃত থাকা কালী মায়ের থানেই এবার পুজো করবেন গ্রামবাসী। চাচণ্ডের বাসিন্দারা নিজেদের উদ্যোগে ঐতিহ্য আর পরম্পরা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এর মাঝে সন্ধ্যা গড়াতেই প্যান্ডেলের ম্যারাপ বেঁধে ফেলার কাজ শেষ। রাত শেষ হলেই তিথি মেনে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হবে মায়ের। লাল সিমেন্টের বেদি। আর তারই পাশে একদিকে শামিয়ানা খাটিয়ে মায়ের এমন আরাধনা সত্যিই এই পরিস্থিতিতে এক বিরল চিত্র।

জঙ্গিপুরের সাংসদ খলিলুর রহমান বলেন,'গঙ্গার ভাঙনে বহু মানুষ সর্বস্ব হারিয়েছেন। তবুও তার মাঝে আলোর উৎসবে মনোবল চাঙ্গা রেখে দেবীর আরাধনায় মেতে উঠছেন তাঁরা। এটা খুবই প্রশংসনীয়। ওই সব দুর্গত মানুষকে সাধ্যমতো সহযোগিতায় আমরা প্রস্তুত।'

পাঁচ শ্রমিকের মৃত্যু

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

১৯ অক্টোবর : কাজের খোঁজে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই ভিনরাজ্যে পাড়ি দেন অসংখ্য শ্রমিক। কিন্তু পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই তাঁদের জীবনে ঘটে যাচ্ছে করুণ পরিণতি। গত তিনদিনে গোয়া, বেঙ্গালুরু, কেরল ও মহারাষ্ট্রে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যু হয়েছে গৌড়বঙ্গ ও মুর্শিদাবাদের পাঁচ পরিযায়ী শ্রমিকের। শোকস্তব্ধ তাঁদের পরিবার। আর্থিক অনটনে দেহ ফেরানো নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

গত শুক্রবার গোয়ার একটি মালবাহী জাহাজে সিলিন্ডার বিস্ফোরণে প্রাণ হারান রায়গঞ্জের শীতগ্রাম অঞ্চলের মাহিগ্রামের এদিকে, শুক্রবার মৃত্যু হয়েছে রতুয়ার বাহিরকাপ গ্রামের পরিযায়ী শ্রমিক পিয়ারুল হক (৩২)-এর।

অন্যদিকে একই দিনে মুর্শিদাবাদের তিন পরিযায়ী শ্রমিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

দীপাবলিতে বিশেষ নজরদারি কিশনগঞ্জে

কিশনগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : রবিবার সকাল থেকেই কিশনগঞ্জ শহর কালীপুজোর আমেজে মশগুল। এদিন বেলা ১০টায় লাইনপাড়ায়, প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি ১৩০ বছরের প্রাচীন বুড়িকালী মন্দিরের প্রবেশপথের লক্ষ্মী দরজার উদ্বোধন করা হয়। এরপর গত একবছর ধরে পুজো হওয়া দেবী বুড়িকালীর মৃন্ময়ী প্রতিমাকে মহাসমারোহে লাগোয়া বেলুয়ার ডক নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়।

অন্যদিকে এদিন শহরের বাজারে বাজারে পুজোর বিভিন্ন সামগ্রী কেনার জন্য মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। শুধু তাই নয়, সন্ধ্যার পর শহরের বিভিন্ন এলাকা ও মন্দির আলোর মালায় সাজানো হয়। দীপাবলি উপলক্ষ্যে শহরজুড়ে পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে শহরের বিভিন্ন মোড়ে। ড্রোন থেকেও নজরদারি চালানো হয়। পুলিশ সুপারের দপ্তর থেকে সামগ্রিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সন্ধ্যা হতেই মন্দির ও পুজোমণ্ডপগুলি জনজোয়ারে ভেসে যাবে।

আলোর উৎসবে সেনারা... *উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়াড়াতে দীপাবলির আনন্দে মেতেছেন জওয়ানরা।-পিটিআই*

দেবীদর্শনে ঢল

প্রথম পাতার পর

এখনও তো ফিতে কাটাই হয়নি? প্রশ্নের উত্তরে অঞ্জন রায় বলে উঠলেন, 'ভেবেছিলাম আজকেই মণ্ডপটা দেখে যাব। তবে উদ্বোধন না হওয়ায় ঢুকতে পারছি না। তাই বাইরে থেকেই ছবি তুলে যাচ্ছি।' একদিকে যখন প্যান্ডেল হপিং চলছে, তখন অন্যদিকে, প্রতিমা নিয়ে আসার জন্য কুমোরটুলি, বিধান রোড এলাকাতেও পুজো উদ্যোক্তাদের ভিড় নজরে পড়ল। বিধান রোডে প্রতিমা নিয়ে বসা মৃৎশিল্পী অমর পাল বললেন, 'আজ রাতেই তো শেষ প্রতিমা বিক্রি। সোমবার রাতে এই সময় পুজো শুরু হয়ে যাবে।'

মিষ্টির দোকানগুলিতেও বেশ ভিড় ছিল। অন্তরা আগরওয়াল হিলকার্ট রোডের একটি মিষ্টির দোকান থেকে দীপাবলি স্পেশাল মিষ্টির প্যাকেট কিনে বের হচ্ছিছিলেন। চওড়া হাসি হেসে বললেন, 'দীপাবলি বলে কথা। আলোর উৎসবে মিষ্টিমুখ হবে না, তা কখনও হয় নাকি!' পাশের ক্রেতার মুখে তখন হাসি।

আলোর উৎসবেও

প্রথম পাতার পর

অনিশ্চয়তায় মোড়া জীবন। যেদিন কাজ জুটবে, সেদিন ঘরে আনাজ আসবে। আর নয়তো...

কেউ গাড়ি নিয়ে সামনে এসে গতি কমালে ভাবেন হয়তো তাঁদেরই খোঁজে এসেছেন। যেমন, রবিবার ফুলেশ্বরী রেলগেটের পাশে এক মহিলা স্কুটার দাঁড় করাতেই ছুটে গেলেন চন্দ্রা দাস। জিজ্ঞেস করেন, 'কাজ আছে?' উত্তরে 'না' শোনামাত্রই মুখ কালো হয়ে গেল তাঁর। ততক্ষণে চন্দ্রার পেছন পেছন ছুটে এসেছে প্রফুল্ল, নিশারা। সকলের এক প্রশ্ন, জবাবও অভিন্ন।

আগন্তুক কাজ দিলে মুখে হাসি ফোটে। হয় দরকষাকষি। যাঁদের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে না, তাঁদের আরও অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। চন্দ্রারা যেমন জানেন না পরদিন কাজ জুটবে কি না, জানেন না বিকেলে চাল-ডাল নিয়ে বাড়ি ফিরতে পারবেন কি না।

মাদানিবাজার থেকে প্রফুল্ল হাজরা রোজ শিলিগুড়ি শহরে আসেন কাজের খোঁজে। এসেছিলেন এদিনও। তাঁর কথায়, 'কাজ অনুযায়ী দিনে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা আয় হয়। প্রতিদিন তো কাজ পাই না, তাই একদিনের উপার্জনে ২-৩ দিনের বেশি সংসার চালাতে হয়।' কিছুটা থেমে দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'সকাল থেকে বসে আছি, দুপুর গড়িয়ে গেল, কেউ ডাকল না।'

ঝংকার মোড়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে করতে রাস্তার ওপর বসে পড়লেন নির্মল সাহানি। তাঁর গলায় আফসোসের সুর, 'কিছুটা দেরি হয়ে গেল আসতে। শরীর ভালো নেই। ঘরের কয়েকটি জিনিস কেনার জন্য টাকা দরকার। কিন্তু মনে হচ্ছে আজ আর কাজ পাওয়া যাবে না।' কিছুক্ষণ আগেই ওই জায়গা থেকে মিনতি দেবীকে ঘর পরিষ্কারের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন শক্তিগড়ের বাসিন্দা পূবালী সরকার।

বাঘা যতীন পার্কের সামনে দাঁড়িয়ে অভিজিৎ হালদারের কথা, 'বাড়িতে স্থায়ী পরিচারিকা আছে। কোনওদিন সে না এলে এখান থেকে একদিনের জন্য লোক নিয়ে যাই। এছাড়া কল সারাই, জিনিসপত্র সরানো ইত্যাদির জন্য লোকজন লাগে।'

অনিশ্চয়তার মাঝেই বেঁচে থাকার রসদ খোঁজেন ওঁরা। সোমবার ভোরের আলো ফুটলে জীবনযুদ্ধে নামবেন। আবার আলোয় মোড়া রাতের শহরে ঘুমোতে যাবেন একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে।

বিয়ের প্রস্তাব

প্রথম পাতার পর

একটি ক্লাবের শরণাপন্ন হয়। সেই ক্লাবের সদস্যরা ওই ব্যক্তিকে সতর্ক করার পর তিনি কিছুদিন চুপচাপ ছিলেন। কিন্তু রবিবার সকালে অবস্থা যে-কে-সেই! একেবারে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গণেশ ওই ছাত্রীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। ছাত্রীর পরিবার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি ওই ছাত্রীকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের হুমকি দিতে শুরু করেন। পাশাপাশি, তিনি ওই ছাত্রীর বাবা-মায়ের সঙ্গে বচসা জুড়ে দেন। গণ্ডগোল ক্রমশই বাড়তে থাকে। সেই সময় ওই ব্যক্তি ছুরি নিয়ে ওই ছাত্রীর বাবাকে আঘাতের চেষ্টা করেন। ছাত্রীর মা তাঁকে বাঁচাতে গেলে ছুরি দিয়ে তাঁকে এলোপাতাড়ি কোপানো হয়। ওই মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে এসে ওই মহিলাকে উদ্ধার করেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি এই সুযোগে এলাকা ছেড়ে পালান।

বাতাসি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে তড়িঘড়ি ওই ছাত্রীর মায়ের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। পরে তিনি খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, 'ওই ব্যক্তি বহুদিন ধরেই আমার মেয়েকে বিরক্ত করে। এদিন নানা অশালীন মন্তব্য করে। প্রতিবাদ জানাতে গেলে সে ছুরি নিয়ে আমার ওপর হামলা চালায়।' অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবিতে তিনি সরব হয়েছেন।

চরম দারিদ্র্য

প্রথম পাতার পর

রাজেশ বলেন, 'এটা কেরলের জন্য বাস্তবিকই গর্বের মুহূর্ত। কেরল দেশের মধ্যে প্রথম তো বটেই, চিনের পর বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে সফলভাবে চরম দারিদ্র্যমুক্ত হল। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আদলে চরম দারিদ্র্য দূর করার কর্মযজ্ঞ হাতে নেওয়া হয়েছিল। সেই লক্ষ্যপূরণে আমরা ১০০ শতাংশ সফল।' পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার দাবি করে থাকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথী, খাদ্যসাথীর মতো প্রকল্পে রাজ্যে গরিবি কমেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ দারিদ্র্যমুক্ত হয়নি।

কেরলে সরকার শুধু পাইয়ে দেয়নি, চরম দারিদ্র্যদূরীকরণ প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল, রাজ্যে যাতে একজনও চরম দরিদ্র হিসেবে না থাকেন, তা সুনিশ্চিত করা। এই প্রকল্পে গরিব পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করে একের পর এক পদক্ষেপ করা হয়। তাদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, পাকা বাড়ি, জীবিকা, উপার্জনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রকল্প শুরুর সময় সমীক্ষায় দেখা যায়, কেরলের ৬৪,০০৬টি পরিবারের মোট ১,০৩,০৯৯ জন চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছেন।

রাজ্যটির স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পে হতদরিদ্র পরিবারগুলির জীবনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ করা শুরু হয়। যাঁদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, সরকারি প্রকল্পের ব্যাপারে যাঁরা কিছুই জানতেন না, ছোট ছোট প্রকল্পে তাঁদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণের ওপর জোর দেওয়া হয়। ওই সমীক্ষায় চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে উপার্জনহীন ৩৫ শতাংশ পরিবার, ২১ শতাংশের দু'বেলা খাদ্য না জোটা, ১৫ শতাংশের মাথা গোঁজার ঠাঁই না থাকার পাশাপাশি জানা গিয়েছিল, ২৪ শতাংশ পরিবারের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে কেরল নিঃসন্দেহে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল।

ডঃ সারা জর্জের বিশেষ সম্মান

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর : পল জর্জ গ্লোবাল স্কুল এবং সেন্ট জর্জ স্কুলের পরিচালক ডঃ সারা জর্জকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ডে সম্মানিত করল 'হেল্পিং গুরুস'। তারা ১০ হাজারের বেশি স্কুল নিয়ে করা একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ভারতবর্ষের কে-১২ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করে। এই সম্মান সেসব আদর্শদের জন্য যাঁরা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। অ্যাম্বাসাডর দীপক ভোহরা এই পুরস্কার প্রদান করেন। তিনি একজন প্রাক্তন ভারতীয় কূটনীতিবিদ এবং ভারত-আফ্রিকা সম্পর্কে এক বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন। ডঃ সারা জর্জ ১৯৮২ সাল থেকে একজন বিশিষ্ট শিক্ষিকা ও প্রতিষ্ঠান নির্মাতা হিসাবে পরিচিত। তাঁর হাত ধরে সেন্ট জর্জ স্কুল এবং পল জর্জ গ্লোবাল স্কুল সামগ্রিক শিক্ষার উন্নয়ন ও পড়ুয়াদের সঠিক চরিত্র গঠনে সাহায্য করছে। এছাড়াও নারী ক্ষমতায়ন এবং দুঃস্থ শিশুদের জন্য কাজের ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর কাজের জন্য তিনি নাসার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকেও সম্মান পেয়েছেন।

মূল্যবোধের বাজারে হাহাকারের বিকিকিনি

প্রথম পাতার পর

কেউ চড়া দামে গাড়ি হাঁকাচ্ছে তো কেউ টিকিটের দাম আকাশমুখী করেছে। সাধে কি বলে কারও সর্বনাশ তো কারও পৌষমাস।

তার উপরে বোঝার উপর শাকের আঁটির মতো সোশ্যাল মিডিয়া তো আছেই। যে মিডিয়া মানুষকে সোশ্যাল করার বদলে লোভী, আত্মপ্রচারসর্বস্ব করে ছেড়েছে। এটা নাকি এখন অর্থ উপার্জনের প্ল্যাটফর্মও বটে। তা এই সোশ্যাল মিডিয়ায় টাকা উপার্জন করা যায় কীভাবে? তার একটা সম্ভাব্য পন্থা হল আপনার করা পোস্টে যত বেশি ভিউয়ার হবে, মানে আপনার পোস্টে যত লাইক, কমেন্টের বন্যা হবে আপনার পকেটটিও তত ফুলেফেঁপে নধর হবে। আর কে না জানে কখনো-কখনো অর্থই অনর্থের মূল। সুতরাং বন্যায় কেউ সব হারিয়ে ফেলেছে, কোই বাত নেহি। ওটা নিয়েই রিলস বানাও। আহা, সেই দুঃখ দেখতে সবাই হামলে পড়বে, এই তো মওকা! কে কত দুঃখভরা লাইভ রিলস বানাতে পারে তার টক্কর দেওয়ার। মানসিকভাবে কতটা ভিখারি হয়ে গেলে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের দুর্দশা নিয়ে রিলস বানায় টাকা রোজগার বা সস্তায় জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য! এর চেয়ে অশালীন আর কী হতে পারে! ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম-এর মতো প্ল্যাটফর্মগুলো আজ মানিটাইজেশনের লোভে মানুষের নৈতিকতা, বিবেকবোধ সবকিছুকে পণ্যে পরিণত করেছে। কেউ রিলসের ক্যাপশন দিচ্ছে – বন্যার তোড়ে শাড়ির আঁচল ওড়ে। কেউ দিচ্ছে – স্রোত থেকে বাঁচতে বুকে ধরো জাপটে। কেউ লিখছে, ওহ! দুধিয়াতে গিয়ে আজ যা দিলাম না! ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কয়েকটা জলের পাউচ বিলি হচ্ছে। ভিউ বাড়ানোর জন্য কোনও অপচেষ্টারই খামতি নেই। আমরা একবারও ভেবে দেখছি না কী বার্তা রেখে যাচ্ছি সমাজের বুকে! একজন দেখলাম স্কুল তলিয়ে যাওয়ার ভিডিও আপলোড করে লিখেছে 'পড়াশোনা করে যে, ধসে চাপা পড়ে সে।' কী সাংঘাতিক মানসিকতা! এ আমরা কোন পতনের মুখে দাঁড়িয়ে আছি। এই যে বন্যাবিধ্বস্তদের মুখের সামনে বুম ধরে তাঁর হাহাকারের কথা লাইভ করে টিআরপি বাড়ানোর চেষ্টা, একবারও ভেবে দেখছি না তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে আমরা কীভাবে পাবলিক করে দিচ্ছি! কবিরা সত্যিই সত্যদ্রষ্টা হন। শঙ্খ ঘোষ সেই কবেই লিখে গিয়েছেন, 'বিকিয়ে গেছে চোখের চাওয়া / তোমার সাথে ওতপ্রোত / নিয়ন আলোয় পণ্য হলো / যা কিছু আজ ব্যক্তিগত / মুখের কথা একলা হয়ে / রইল পড়ে গলির কোণে / ক্লান্ত আমার মুখোশ শুধু / ঝুলতে থাকে বিজ্ঞাপনে ...।'

আমরা এখন এতটাই অমানবিক হয়ে গিয়েছি যে, একদিকে যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগে মানুষের জীবন বিপর্যস্ত, তখন অন্যদিকে সেই একই ঘটনায় আমরা কেউ কেউ বিনোদনের খোরাক খুঁজে নিচ্ছি। কেউ সারা জীবনের সম্বল হারিয়ে ফেলার জন্য আর্তনাদ করছে আর কেউ সেটাকেই লাইভ করে তার চ্যানেলের টিআরপি বাড়াচ্ছে। দুঃখদুর্দশা হাহাকার সবটাই যেন এখন অনলাইন 'কনটেন্ট'। ভাইরাল হওয়ার একটা অসুস্থ প্রতিযোগিতা আমাদের এতটাই আষ্টেপৃষ্ঠে গিলে নিচ্ছে যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগকেও আমরা হাতছাড়া করতে চাইছি না। ক্রমাগত সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি আসক্তির ফলে আমাদের মধ্যে বাস্তব জীবনের প্রতি সংবেদনশীলতা কমে যাচ্ছে, দায়বদ্ধতা কমে যাচ্ছে। একটা লাইক বা কমেন্ট বা চোখের জল পড়া ইমোজি দিয়েই আমরা কর্তব্য সেরে ফেলছি! তারপর সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে সুবাসিত চায়ে চুমুক দিয়ে টিভির চ্যানেল খুলে বন্যাবিধ্বস্ত এলাকায় দুর্যোগের লাইভ টেলিকাস্ট দেখে জাস্ট টাইম পাস করছি। আসলে মুখে স্বীকার না করলেও আমরা জানি আমাদের অনেকের ভিতরেই একজন নিরো আছে, যে রোম পুড়ে গেলেও বেহালা বাজায় ...

উদ্বোধনে নায়িকারা

মালদা ও বালুরঘাট, ১৯ অক্টোবর : কালীপুজোর ২৪ ঘণ্টা আগে ভূত চতুর্দশীতেই মালদা শহরে উদ্বোধন হল একাধিক বিগ বাজেটের পুজোর। সন্ধ্যার পর থেকেই দর্শনার্থীদের ঢল নামল মণ্ডপে মণ্ডপে। রবিবার ঝলঝলিয়া যুবকবৃন্দের পুজোর উদ্বোধন করেন টলিউড অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁকে দেখতে স্বাভাবিকভাবেই ভিড় উপচে পড়েছিল ঝলঝলিয়া এলাকায়। এখানে মূলত ভিড়টা ছিল তরুণ ও তরুণীদের। এদিকে, বালুরঘাটে পুজোর উদ্বোধনে আসেন অভিনেত্রী সোহিনী সরকার। পাশাপাশি ভিড় ছিল পল্লিশ্রী ৮৬, ইউথ ক্লাব, দিশারী ক্লাবের পুজোকে কেন্দ্র করেও। এই তিনটি পুজোর উদ্বোধনও হয়েছে এদিন। এদিনের ভিড়ে ছিল স্থানীয়দের মুখ বেশি। সোমবার কালীপুজোর রাত থেকে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যে ভিড় বাড়বে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এদিনের ভিড়ে থাকা টিনা সরকার বললেন, 'কালীপুজোয় সারাদিন উপোস থেকে পুজো করতে হবে, অঞ্জলি দিতে হবে। তার সঙ্গে বাজি পোড়ানোও রয়েছে। তাই আজ সন্ধ্যাতেই বেশ কিছু ঠাকুর ও মণ্ডপ দেখে নেব।'

ব্যর্থ রোকো, হার ভারতের

১৪ বল খেলে ৮ রানে ফিরছেন রোহিত শর্মা। পারথে রবিবার।

ভারত-১৩৬-৯
অস্ট্রেলিয়া-১৩১/৩
(৭ উইকেটে ডিএলএস পদ্ধতিতে জয়ী অস্ট্রেলিয়া)

পারথ, ১৯ অক্টোবর : খেলা শেষ। বৈঠক শুরু!

নীতীশ কুমার রেড্ডির ব্যাক অফ লেংথ ডেলিভারিটা স্কোয়ার লেগের দিকে ঠেলে দিয়ে সিঙ্গলস নিলেন ম্যাট রেনশ (অপরাজিত ২১)। সিঙ্গলস শেষ হওয়ার সঙ্গেই বৃষ্টিবিঘ্নিত ওডিআই ম্যাচে ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন পদ্ধতিতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিল অস্ট্রেলিয়া। তিন ম্যাচের সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেন মিচেল মার্শরা (অপরাজিত ৪৬)।

আর তখনই সাজঘর থেকে বেরিয়ে মাঠে ঢুকে পড়লেন টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর। সঙ্গে বোলিং কোচ মর্নি মরকেল ও ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক। আলাদাভাবে অধিনায়ক শুভমান গিলকে ডেকে নিলেন। মাঠের মধ্যেই শুরু হল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের বৈঠক। অন্তত মিনিট দশেক ধরে চলা সেই বৈঠকে যে পারথ একদিনের ম্যাচে দলের ব্যাটিং ব্যর্থতার ময়নাতদন্তের পাশে সিরিজের বাকি থাকা দুই ম্যাচের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আলোচনা হয়েছে, বোঝার জন্য ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ হওয়ার প্রয়োজন নেই।

দুনিয়ার আগ্রহ ছিল যাঁদের নিয়ে, সেই রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিদের খেলা শেষ হওয়ার পর মাঠে দেখা যায়নি। ব্যাট হাতে দুইজনই ব্যর্থ হয়েছেন। জোশ হ্যাজেলউডের অতিরিক্ত বাউন্সের সামনে ঠকে গিয়ে দ্বিতীয় স্লিপে ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন হিটম্যান। তাঁর সংগ্রহ ১৪ বলে ৮। রয়েছে একটি বাউন্ডারিও। হিটম্যান ফেরার পর পছন্দের তিন নম্বরে নেমে হতাশ করেছেন কিং কোহলি। মিচেল স্টার্কের বলে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে বাঁদিকে ঝাঁপিয়ে বিরাটের ক্যাচ নিয়ে তাঁকে রানের খাতাই খুলতে দেননি কুপার কোনোলি। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে বরাবরই সফল বিরাট। অতীতে তাঁর সাফল্যও কম নেই অস্ট্রেলিয়ায়। আজ স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে একদিনের ম্যাচে প্রথমবার শূন্য করার গ্লানিও যুক্ত হল বিরাটের মুকুটে।

৮ বলে ০ রানে আউট বিরাট কোহলি।

'রোকো' জুটি ব্যাট হাতে ব্যর্থ হওয়ার দিনে তাঁদের সতীর্থরাও দলকে ভরসা দিতে পারেননি। টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে বৃষ্টিতে বারবার থমকে যাওয়া ম্যাচ শেষপর্যন্ত কমে দাঁড়িয়েছিল ২৬ ওভারে। লোকেশ রাহুল (৩৮), অক্ষর প্যাটেলদের (৩১) আগ্রাসনে ২৬ ওভারে ১৩৬/৯-এর বেশি করতে পারেনি টিম ইন্ডিয়া। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে অধিনায়ক মার্শের পাশে আজই একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া রেনশর দাপটে ২৯ বল বাকি থাকতে অনায়াসে ডিএলএস পদ্ধতিতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া।

বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিল পারথে। অপটাস স্টেডিয়ামে টস বা খেলা শুরুর সময়ও বোঝা যায়নি সারাদিনে বারবার বিঘ্ন ঘটবে ভারত-অজি মহারণে। বাস্তবে সেটাই হয়েছে। তবে বৃষ্টির প্রথম পর্ব শুরুর আগে 'রোকো'-র প্রত্যাবর্তন অভিযান ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। টিম ইন্ডিয়ার একদিনের অধিনায়ক হিসেবে অভিষেকের মঞ্চটা শুভমানের জন্যও সুখের হল না। দারুণ শুরুর পরও গিল (১০) দলকে ভরসা দিতে পারেননি। ৮ ওভারে ২৫ রানে তিন উইকেট কখনই কোনও ভালো দলের বিজ্ঞাপন হতে পারে না। হ্যাজেলউড (২০/২), স্টার্কের (২২/১) গতি, অতিরিক্ত বাউন্সের সঙ্গে সিম মুভমেন্ট ও টেস্ট ম্যাচ লেংথের বোলিংয়ের কবলে পড়ে শুরুতেই ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। পরে শ্রেয়স আইয়ার (১১), ওয়াশিংটন সুন্দররা (১০) চেষ্টা করেও দলকে বড় রানের দিশা দিতে ব্যর্থ। যদিও ভারতীয় ব্যাটারদের ব্যর্থতার অন্যতম অজুহাত হিসেবে বলা হচ্ছে, বৃষ্টির কথা। অন্তত চারবার খেলা বন্ধ হয়েছে আজ। টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের মনোসংযোগে ব্যাঘাতও ঘটেছে।

যদিও আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আঙিনায় এমন যুক্তি অচল। সোজাকথা হল, গত ৯ মার্চ দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের পর পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে গনগনে বাউন্সের কড়াইতে নামতে হলে টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটিংয়ের যে স্কিল, পরিণতিবোধ থাকা উচিত ছিল, সেটাই আজ দেখা যায়নি। তার মধ্যে শুরুতেই 'রোকো' জুটির ব্যর্থতা নিয়েও প্রবল চর্চা শুরু হয়েছে। চলতি সিরিজের পরই যদি বিরাট-রোহিতরা একদিনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেন, তাহলে তাঁদের হাতে রইল বাকি আর দুই ম্যাচ।

শেষ পর্যন্ত রোকো জুটি তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ বৃষ্টির কারণে বারবার থমকে যাওয়া একদিনের ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার সাজঘরের সামনে জমজমাট আড্ডার দৃশ্য দেখা গিয়েছে। যেখানে বক্তা হিসেবে ছিলেন রোহিত। আর শ্রোতার তালিকায় সবচেয়ে বড় দুই নাম কোচ গম্ভীর ও অধিনায়ক গিল। আড্ডার মাঝে পপকর্ন খেতেও দেখা গিয়েছে তাঁদের। সেই দৃশ্য দেখার পর মুম্বইয়ে সম্প্রচারকারী চ্যানেলের স্টুডিয়োতে থাকা রোহিতের বন্ধু তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার অভিষেক নায়ার হিটম্যানকে পপকর্ন না খাওয়ার অনুরোধও করেছেন।

বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ থাকার সময়ের হালকা মেজাজের আড্ডা ম্যাচ হারের পর চড়া মেজাজের আলোচনায় বদলে গিয়েছে। 'রোকো'-দের নিয়ে কোচ গম্ভীর এখন কী ভাবছেন কে জানে।

শুরুর ব্যাটিং বিপর্যয়কে দুষছেন শুভমান

পারথ, ১৯ অক্টোবর : শুরুটা হতে পারত মায়াবী। শুরুটা হতে পারত রঙিন। শুরুটা হতে পারত স্মরণীয়ও।

বাস্তবে কোনওটাই হয়নি। কিন্তু হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

স্বাভাবিকভাবেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের সিরিজের শুরুতেই পিছিয়ে পড়ে হতাশ অধিনায়ক শুভমান গিল। দলের ব্যর্থতার জন্য বারবার বৃষ্টিতে মনঃসংযোগ নষ্ট হওয়ার কথা তিনি যেমন তুলে ধরেছেন। তেমনই শুরুর পাওয়ার প্লে-তে ২৫/৩ হয়ে যাওয়ার বিষয়টাও তুলে ধরেছেন। শুরুর ব্যাটিং বিপর্যয়কে ম্যাচ হারের জন্য দায়ী করে ভারত অধিনায়ক আজ বলেছেন, 'ভারত থেকে এখানে আসার পর অল্প সময়ের মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার কাজটা মোটেও সহজ নয়। কিন্তু তারপরও বলছি, শুরুর পাওয়ার প্লে-তে তিন উইকেট হারানো কখনও ভালো ব্যাপার নয়। শুরুর সেই সমস্যা পরে আর কাটিয়ে উঠতে পারিনি আমরা।'

অক্ষর প্যাটেল ব্যাটে-বলে ভালো করেছেন। লোকেশ রাহুলও ব্যাট হাতে দলকে ভরসা দিয়েছিলেন। আজই একদিনের ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া নীতীশ কুমার রেড্ডিও তাঁর সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোনওটাই যথেষ্ট ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ম্যাচে শুরুতেই তিন উইকেটে হারানোর বিপর্যয় দলের জন্য ভালো ব্যাপার নয়। অধিনায়ক শুভমানের কথায়, '১৩৬ রান যথেষ্ট ছিল না। আবার

ভারত থেকে এখানে আসার পর অল্প সময়ের মধ্যে মানিয়ে নেওয়ার কাজটা মোটেও সহজ নয়। কিন্তু তারপরও বলছি, শুরুর পাওয়ার প্লে-তে তিন উইকেট হারানো কখনও ভালো ব্যাপার নয়।
- শুভমান গিল

ব্যক্তিগত ও দলগতভাবে ওডিআই নেতৃত্বের শুরুটা ভালো হল না শুভমানের।

পরিস্থিতিও আমাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। কোনও অজুহাত দিতে চাই না। কিন্তু আমাদের আরও ভালো করতে হবে।' পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ভারতীয় সমর্থকরা যেভাবে সারাদিন ধরে দলকে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছে, তার জন্য নিজেদের ভাগ্যবান বলে মনে করছেন ভারত অধিনায়ক। যদিও ম্যাচে সাফল্য না এলে সেই ভাগ্যবান হওয়ার কোনও মানেই হয় না। পাশাপাশি আজ ভারত অধিনায়ককে মাঠের ধারে অনেকটা সময় কিংবদন্তি অ্যাডাম গিলক্রিস্টের সঙ্গে কথা বলতেও দেখা গিয়েছে। প্রাক্তন অজি উইকেটকিপার-ব্যাটার গিলক্রিস্টের থেকে শুভমান কোনও পরামর্শ পেয়েছেন কিনা, এখনও জানা যায়নি।

জয়ের পর ম্যাট রেনশের সঙ্গে মিচেল মার্শ। রবিবার পারথে।

সহজ জয়েও ভারতকে 'সমীহ' মার্শদের

পারথ, ১৯ অক্টোবর : অপটাস স্টেডিয়ামে একটানা ব্যর্থতায় ব্রেক লাগিয়ে অবশেষে ভারত-বধ অস্ট্রেলিয়ার। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে নতুন বলে রিংটোন সেট করে দেন মিচেল স্টার্ক-জোশ হ্যাজেলউড। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির ফ্লপ শোয়ের যে আর ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি বাকিরা।

২৩ তারিখ অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় ম্যাচ। জিতলেই সিরিজ অজিদের পকেটে। আজকের দাপুটে জয় আত্মবিশ্বাসের পারদ বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকটাই। তবে ভারতকে হালকাভাবে নিতে নারাজ অস্ট্রেলিয়া শিবির। বিশ্বাস, বাকি দুই ম্যাচে প্রত্যাঘাতে মরিয়া থাকবেন বিরাট-রোহিতরা।

ম্যাচ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে বাঁহাতি স্পিনার ম্যাথু কুহনেম্যান বলেছেন, 'ভারতের মতো দলের বিরুদ্ধে জয় সবসময় বাড়তি প্রাপ্তি। তবে আমার ধারণা ওরা শক্তিশালী হয়ে ফিরবে বাকি সিরিজে। বিশ্বমানের দল। উত্তেজক এবং আকর্ষণীয় সিরিজ হতে চলেছে।'

অজি অধিনায়ক মিচেল মার্শ বলেছেন, 'এদিন আবহাওয়া প্রভাব ফেলেছে। তার মধ্যেও বিশাল সংখ্যক ক্রিকেটপ্রেমী যেভাবে মাঠ ভরিয়েছে, তাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য। জয় সবসময় প্রাপ্তি। বিশেষত, তা যখন ঘরের মাঠে হয়। অস্ট্রেলিয়ায় খেলা আমি বরাবর উপভোগ করি। দল যেভাবে খেলেছে, অধিনায়ক হিসেবে আমি খুশি।'

'তদন্ত না করেই প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে'

পক্ষপাতদুষ্ট! পাক তোপের মুখে জয়

লাহোর, ১৯ অক্টোবর : চোরের মায়ের বড় গলা।

পাকিস্তানের হাল অনেকটা সেই রকমই। পাক বিমানহানায় তিন আফগানিস্তান ক্রিকেটারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের বদলে আইসিসিকেই কাঠগোড়ায় তুলছে তারা! জয় শা-র নেতৃত্বাধীন আইসিসি-র দোষ, তারা বিমানহানায় ক্রিকেটারদের মৃত্যুর নিন্দা করেছে!

বিশ্ব ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থার যে সমালোচনা হজম হচ্ছে না পাকিস্তানের। পালটা অভিযোগ, পাক বিমান হানাতেই যে ক্রিকেটাররা মারা গিয়েছে তার নির্দিষ্ট প্রমাণ কোথায়? আর সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়া কোন যুক্তিতে আইসিসি তোপ দেগেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে? পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ্ তারারের দাবি, আইসিসি-র প্রতিক্রিয়া একতরফা, পক্ষপাতদুষ্ট।

আতাউল্লাহ তারার বলেছেন, 'আইসিসি-র এই বিবৃতির প্রত্যাখ্যান ও তীব্র নিন্দা করছি আমরা। কোনও কিছু খতিয়ে না দেখেই মন্তব্য করা হয়েছে। আইসিসি যেভাবে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে, পাকিস্তানের হামলাতেই মারা গিয়েছে আফগান ক্রিকেটাররা।'

জয় শা-র দিকে সরাসরি আঙুল তোলেন পাক মন্ত্রী। দাবি, 'আফগান ক্রিকেট বোর্ড অভিযোগ করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আইসিসি চেয়ারম্যান সামাজিক মাধ্যমে কার্যত একই ভাষাতেই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। দাবির সপক্ষে আফগান বোর্ড কিন্তু তথ্যপ্রমাণ দিতে পারেনি। আইসিসি-রও উচিত স্বাধীনভাবে সবকিছু খতিয়ে দেখা। মনে রাখা উচিত, বছরের পর বছর ধরে পাকিস্তানও সন্ত্রাসের শিকার।'

পাক মন্ত্রীর আরও দাবি, আইসিসি-র নিরপেক্ষতা ও স্বাধীন ভাবনাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে এই পদক্ষেপ। আইসিসি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া সংস্থা। কোনও কিছু নিশ্চিত না হয়ে একপক্ষের দাবিকে প্রচার করা অনুচিত। অন্যের প্ররোচনায় পা দিয়ে পক্ষপাতদুষ্ট বিবৃতিতে থেকে বিরত থাকা উচিত আইসিসি-র।

'আগের চেয়েও বেশি ফিট'

প্রথম ম্যাচের আগে ঘোষণা বিরাটের

পারথ, ১৯ অক্টোবর : ২২৪ দিন পর একদিনের ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনটা স্মরণীয় হল না। ব্যাট হাতে রান পাননি। ৮ বল খেলে করেছেন শূন্য। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে একদিনের ক্রিকেটে বিরাট কোহলির প্রথম শূন্য।

তারপরও অবশ্য হতাশায় ভেঙে পড়ার কিছু দেখছেন না কিং কোহলি। বরং তিনি অপটাস স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করেছেন। আর তার মধ্যেই সম্প্রচারকারী চ্যানেলে রবি শাস্ত্রী ও অ্যাডাম গিলক্রিস্টের সঙ্গে হাজির হয়ে ঘোষণা করেছেন, তিনি আগের চেয়েও এখন বেশি ফিট। টেস্ট থেকে অবসর নেওয়ার পর লন্ডনে পরিবারের সঙ্গে দারুণ সময় কাটিয়েছেন। মিশন অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তুতি নিয়েই স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে হাজির হয়েছেন। বিরাটের কথায়, 'গত ১৫-২০ বছরে প্রচুর ক্রিকেট খেলেছি। বিশ্রাম নেওয়ার সময় পাইনি। আমি বোধহয় সবচেয়ে বেশি ক্রিকেট খেলেছি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশে নিয়মিত আইপিএল-ও খেলেছি। তাই বিশ্রাম খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার কাছে। মানসিকভাবে তরতাজা হয়েই আবার ক্রিকেটে ফিরেছি।'

প্রত্যাবর্তনটা সুখের হয়নি কিং কোহলির। ব্যাটে রান পাননি। মিচেল স্টার্কের বলে ফিরতে হয়েছে শূন্য রান করে। কোহলির কথায়, 'আমি এমন একজন ক্রিকেটার যে প্রস্তুতি ছাড়া খেলতে নামি না। প্রস্তুতি নিয়েই অস্ট্রেলিয়ায় এসেছি। আমি সবদিক থেকে তৈরি। শারীরিকভাবে এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি ফিট আমি। লন্ডনে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর পাশে অনুশীলনও করেছি। জীবনটাকে নতুনভাবে উপভোগ করার চেষ্টা করেছি। পরিবারের সঙ্গে, সন্তানদের সঙ্গে সময় কাটানো আমার কাছে খুব স্পেশাল। দারুণ উপভোগ করেছি মুহূর্তগুলো।'

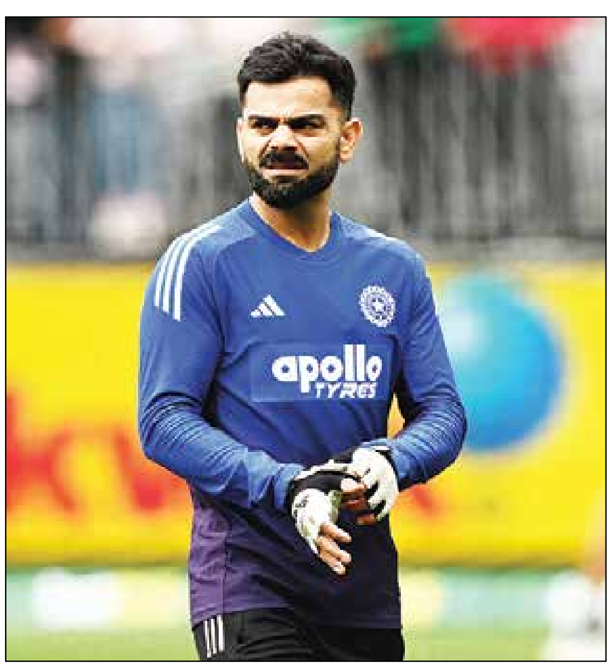

খেলা শুরুর আগে ফিটনেস ট্রেনিংয়ে বিরাট কোহলি।

বিরাট ও রোহিত শর্মাকে নিয়ে এখন সবচেয়ে বেশি আলোচনা ও জল্পনা হল তাঁদের ভবিষ্যৎ। আরও স্পষ্ট করে বললে, ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় একদিনের বিশ্বকাপে কোহলিকে কি দেখা যাবে? উত্তর কারও জানা নেই। দিনকয়েক আগে অস্ট্রেলিয়া সফরের দল নির্বাচনের পর জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকারও স্পষ্টভাবে সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননি। আজ কোহলিও খোলসা করে তাঁর আগামীর ভাবনা, পরিকল্পনা নিয়ে কিছু বলেননি। তবে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে খেলতে তিনি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করেন, সেকথা নতুনভাবে আবার জানিয়েছেন আজ।

> গত ১৫-২০ বছরে প্রচুর ক্রিকেট খেলেছি। বিশ্রাম নেওয়ার সময় পাইনি। আমি বোধহয় সবচেয়ে বেশি ক্রিকেট খেলেছি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের পাশে নিয়মিত আইপিএল-ও খেলেছি। তাই বিশ্রাম খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমার কাছে। মানসিকভাবে তরতাজা হয়েই আবার ক্রিকেটে ফিরেছি।
> **বিরাট কোহলি**

রুপোতে থামলেন তনভী

গুয়াহাটি, ১৯ অক্টোবর : সাইনা নেহওয়ালের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে জুনিয়ার বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জেতার সুযোগ ছিল তাঁর সামনে। কিন্তু রুপোতেই থামতে হল ১৬ বছরের তনভী শর্মাকে। রবিবার ফাইনালে তিনি ৭-১৫, ১২-১৫ পয়েন্টে থাইল্যান্ডের আনাপাট ফিচিতপ্রেচাসাকের বিরুদ্ধে হেরেছেন। প্রথম গেম ভালো যায়নি তনভীর। কিন্তু দ্বিতীয় গেমে ৬-১ পয়েন্টের লিড নিয়ে শুরুটা দারুণ করেছিলেন পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুরের এই শাটলার। তবে এরপর একের পর এক ভুল করে ম্যাচ থেকে হারিয়ে যান তনভী। সোনা জিততে না পারলেও ১৭ বছর পর জুনিয়ার বিশ্ব ব্যাডমিন্টন থেকে ভারতের ঘরে পদক এল।

দিল্লির কোচ টমাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : ইতিমধ্যেই আইএসএলের নতুন ক্লাব স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লির লোগো প্রকাশ হয়ে গিয়েছে। এদিন তারা নতুন কোচের নাম ঘোষণা করল। এই মরশুমে দিল্লির এই ক্লাবের কোচ হলেন টমাস থুস। এই পোলিশ কোচ এর আগে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের লিগ জয়ী দলের সহকারী কোচ ছিলেন। এছাড়া কেরালা ব্লাস্টার্সের ইয়ুথ ডেভেলপমেন্ট ও পরে অন্তর্বর্তী কোচের দায়িত্ব নেন। নতুন কোচের অধীনে সুপার কাপে নামবে দল। প্রসঙ্গত হায়দরাবাদ এফসি নিজামের শহর থেকে দিল্লি চলে যাওয়ার পর নাম বদল করে হয় স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি।

এদিন দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রাক মরশুম প্রস্তুতির জন্য খেলা প্রীতি ম্যাচে পাঞ্জাব এফসি-র কাছে ৪-১ গোলে হেরে গেল টমাসের দল।

আজ ইডেন টেস্টের টিকিট বিক্রি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : টিম ইন্ডিয়া আপাতত অস্ট্রেলিয়ায়। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে সাদা বলের সিরিজ খেলে দেশে ফেরার পরই শুভমান গিলরা হাজির হয়ে যাবেন কলকাতায়। আগামী ১৪ নভেম্বর থেকে ইডেন গার্ডেন্সে শুরু হতে চলেছে ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের প্রথম টেস্ট। আসন্ন সেই টেস্টের টিকিট বিক্রি শুরু হচ্ছে কাল থেকে। বাংলা ক্রিকেট সংস্থার সচিব বাবলু কোলে জানিয়েছেন, সোমবার কালীপুজোর দিন বেলা বারোটা থেকে অনলাইনে ইডেন টেস্টের টিকিট বিক্রি শুরু হতে চলেছে। ভারত বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টে ইডেনের গ্যালারি ভরে যাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী সিএবি সচিব। এদিকে, উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ জয়ের পর আজ টিম বাংলা ছিল বিশ্রামে। আগামীকালও পুরো দলের অনুশীলনে ছুটি দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে ইডেনে গুজরাট ম্যাচের অনুশীলন শুরু করবে বাংলা দল। ছুটির আবহের মধ্যেই জানা গিয়েছে, ৩০ অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলা দক্ষিণ আফ্রিকা 'এ' দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় 'এ' দলের ম্যাচের স্কোয়াডে সুযোগ পেতে চলেছেন অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও আকাশ দীপ। গুজরাট ম্যাচে তাঁদের বাংলা দলে নাও পাওয়া যেতে পারে বলে শোনা যাচ্ছে। অধিনায়ক অভিমন্যুকে পাওয়া না গেলে সহ অধিনায়ক অভিষেক পোড়েল বাংলাকে নেতৃত্ব দেবেন।

বয়স সংখ্যা মাত্র, বিরাট-রোহিতের পাশে সূর্য

মুম্বই, ১৯ অক্টোবর : রোহিত শর্মা আটত্রিশ।

বিরাট কোহলি ছত্রিশে। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে দুই তারকার পক্ষে খেলা আদৌ কি সম্ভব? জল্পনা তুঙ্গে। যে প্রশ্নের জবাবে দুই সিনিয়ার সতীর্থের পাশে দাঁড়ালেন ভারতের টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। যুক্তি, বয়স নয়, নির্বাচনের মাপকাঠি হওয়া উচিত পারফরমেন্স।

এক প্রশ্নের জবাবে সূর্য বলেছেন, 'আমার কাছে বয়স সংখ্যা মাত্র। তুমি যদি রান করো, সাফল্য পাও, দলের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারো, তাহলে বয়স কোনও ফ্যাক্টরই নয়। জেমস অ্যান্ডারসনকে নিয়ে পড়ছিলাম। ওর বয়স এখন ৪৫-৪৬ হবে (আসলে ৪৩)। সম্প্রতি ও ল্যাঙ্কাশায়ারের সঙ্গে চুক্তি নবীকরণ করেছে। আসল কথা সেই সাফল্য। সেটা থাকলে তুমি কতদিন খেলবে, খেলা চালিয়ে যাবে, তা ঠিক করবে তুমি।'

শুভমান গিলকে নিয়ে আবার অন্য গল্প শোনালেন। সূর্যের অকপট স্বীকারোক্তি, গিলের কাছে টি২০ দলের অধিনায়কত্ব হারানোর আশঙ্কা করেন তিনি! টেস্টের পর ওডিআই নেতৃত্বে দায়িত্ব শুভমানের কাঁধে। এবার কি টি২০ দলের পালা? এশিয়া কাপের টি২০ ভারতীয় দলে একেবারে সহ অধিনায়ক হিসেবে শুভমানের অন্তর্ভুক্তিতে সেই প্রশ্নও উসকে দিয়েছে।

সূর্য বলেছেন, 'মিথ্যে বলব না, প্রত্যেকের মধ্যে কিছু না কিছু ভয় থাকে। আমিও ভয় পাই। তবে এই ভয় আমার ভালো খেলার প্রেরণাও। মাঠ এবং মাঠের বাইরে শুভমানের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ ভালো। জানি, ক্রিকেটার হিসেবে ওর দক্ষতা এবং কী ধরনের মানুষ। আর ভয় আমাকে সবসময় উদ্বুদ্ধ করে।'

টি২০ অভিষেকের প্রসঙ্গ টেনে

গিলের জন্য নেতৃত্ব হারানোর আশঙ্কা!

সূর্য আরও বলেছেন, 'অভিষেক ম্যাচে নামার সময়ও ভয়ে ছিলাম। যদিও বাস্তব ঘটনা একটু অন্যরকম ছিল (জোফ্রা আর্চারকে ছক্কা মারেন প্রথম বলেই)। বরাবর বিশ্বাস করে এসেছি, পরিশ্রম করলে, নিজের প্রচেষ্টার কাছে সৎ থাকলে, সাফল্য ঠিক আসবে।'

কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে কলকাতা নাইট রাইডার্সের সময় (২০১৪-২০১৭) থেকে পরিচয়ের কথা সূর্যের মুখে। গম্ভীর তাঁর কাছে বড় ভাইয়ের মতো। কেকেআরে গম্ভীরের কোচিংয়ে চার বছর আইপিএলে খেলেছেন। প্রচুর শিখেছেন। মূল্যবান পরামর্শ পেয়েছেন। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে যা সাহায্য করেছে।

জাতীয় দলের দায়িত্বে তাই নতুন করে বোঝাপড়ার দরকার পড়েনি। সূর্য বলেছেন, 'অনেক সময় দল নিয়ে আলোচনার সময় দেখা যায় আমার একাদশ আর গোতিভাইয়ের একাদশ ৯৯ শতাংশ এক! মাঠে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কখনও অনেক কিছুই মনের মধ্যে ভিড় করে। তখন ডাগআউটের দিকে তাকাই। এক ইশারাতেই বুঝে যাই। আমাদের সম্পর্ক এরকমই।'

টেস্ট ও ওডিআইয়েও ভারতীয় দলে নিয়মিত খেলতে চান। যদিও কেরিয়ার এই মুহূর্তে শুধু আটকে টি২০-তে। এরজন্য নিজেকেই দুষছেন সূর্যকুমার। অকপট স্বীকারোক্তি, অনেক সুযোগ পেয়েছেন ওডিআই দলে জায়গা পাকা করতে। কিন্তু পারেননি। তবে এখন মাঝেমাঝে আফসোস হয়, যদি সাফল্য পেতেন, হয়তো ওডিআই দলের অধিনায়কের সম্মানও তাঁর মুকুটে যুক্ত হতে পারত!

ফিনিশিংয়ের ব্যর্থতায় জলে হবু বৌমার ৮৮

৮৮ রানের পথে দৃষ্টিনন্দন ড্রাইভ স্মৃতি মান্ধানার। ইন্দোরে দর্শকদের মাতিয়ে দেওয়ার পরও ভারতের হারের হ্যাটট্রিক আটকাতে পারলেন না তিনি।

ইংল্যান্ড-২৮৮/৮
ভারত-২৮৪/৬

ইন্দোর, ১৯ অক্টোবর : ২৭ বলে দরকার ৩৩ রান। ক্রিজে দুরন্ত ছন্দে থাকা রিচা ঘোষের সঙ্গে সেট হয়ে যাওয়া দীপ্তি শর্মা। ভারতের জয় নিয়ে নিশ্চিত ছিলেন ইন্দোরের দর্শকরা। কিন্তু ফিনিশিংয়ের ব্যর্থতায় ইংল্যান্ডকে ম্যাচ উপহার ভারতের। ২৮৪/৬ স্কোরে আটকে ওডিআই বিশ্বকাপে হারের হ্যাটট্রিক করে ফেলল হরমনপ্রীত কাউর ব্রিগেড।

সংগীত পরিচালক পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে লাস্যময়ী স্মৃতি মান্ধানার প্রেম অনেকদিনের। এবার তাঁদের প্রেমের কাহিনী পরিণতি পেতে চলেছে। শুক্রবার ইন্দোরে এক অনুষ্ঠানে যার নিশ্চয়তা দিয়ে ঘরের ছেলে পলাশ বলেছেন, 'খুব শীঘ্রই স্মৃতি ইন্দোরের পুত্রবধূ হতে চলেছে। এইটুকুই বলার আছে আমার।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সংগীতশিল্পী পলক মুচ্ছলের ভাই পলাশ আরও বলেছেন, 'আমি কিন্তু আপনাদের শিরোনাম দিয়ে গেলাম।'

পলাশ-স্মৃতি পরস্পরকে যেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে 'হ্যালো হাসবেন্ড...হ্যালো ওয়াইফি' বলে ডাকবেন সেদিন তাঁদের নিয়ে খবর হবে, তাঁরা শিরোনামে আসবেন। ব্যক্তিগত জীবনের সেই বিশেষ মুহূর্ত আসার আগে রবিবার 'প্রথম ভালোবাসা' ক্রিকেটেও শিরোনামে স্মৃতি। তবে তাঁর দুরন্ত ৮৮ রানের ইনিংস হবু শ্বশুরবাড়ির শহরে ভারতকে জয় এনে দিতে পারেনি।

এদিন টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নামার পর ইংল্যান্ডকে ২৮৮/৮ স্কোরে পৌঁছে দেওয়ার কারিগর হিদার নাইট (১০৯)। আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের ৩০০তম ম্যাচে শতরান পেলেন তিনি। নাইটকে যোগ্য সংগত করেন ওপেনার অ্যামি জোনস (৫৬) ও অধিনায়ক ন্যাট স্কিভার-ব্রান্ট (৩৮)। তবে ইংল্যান্ডের রানকে তিনশো পার হতে না দেওয়ার জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন দীপ্তি (৫১/৪)। মহিলাদের ওডিআইয়ে চতুর্থ ক্রিকেটার হিসেবে ২ হাজার রান ও ১৫০ উইকেটের মাইলস্টোনে পা রাখলেন তিনি। জোড়া উইকেট নেন নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি।

অস্ট্রেলিয়া ম্যাচের মতো এদিনও শতরান মিস করেন স্মৃতি। কিন্তু যতক্ষণ ক্রিজে ছিলেন 'মিদাস' টাচে পাওয়া গিয়েছে ইন্দোরের হবু পুত্রবধূকে। শুরুতে প্রতীকা রাওয়ালকে (৬) হারালেও রানতাড়ার চাপ শুষে নেন স্মৃতি (৮৮)। হার্লিন দেওলকে (২৪) নিয়ে প্রাথমিক ধাক্কা সামলান তিনি। এরপর অধিনায়ক হরমনপ্রীতের (৭০) সঙ্গে ১২৫ রানের জুটিতে ওডিআইয়ে ভারতের সর্বাধিক সফল রানতাড়ার মঞ্চ গড়ে দিয়েছিলেন ২৯ বছরের স্মৃতি। কিন্তু দীপ্তির (৫০) পাশাপাশি লোয়ার অর্ডারে রিচা (৮), আমনজ্যোৎ কাউরদের (অপরাজিত ১৮) ম্যাচ শেষ করে না আসতে পারার রোগ ফের ভোগাল ভারতকে। বৃহস্পতিবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারলে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় হয়ে যাবে হরমনপ্রীতদের।

অস্ট্রেলিয়া সফরে কুড়ির দ্বৈরথ

যুবির নজরে প্রস্তুতি শুরু অভিষেকের

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর : স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন।

মাত্র ২৪ ম্যাচের কেরিয়ারেই টি২০-তে এক নম্বর ব্যাটারের শিরোপা। আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থান দখলে রেখেছেন। আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরেও যে দাপট বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর ভারতীয় টি২০ দলের বিস্ফোরক ওপেনার অভিষেক শর্মা।

শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন ওডিআই দল ইতিমধ্যেই মিশন অস্ট্রেলিয়ায় নেমে পড়েছে। শুরুটা যদিও সুখকর হয়নি। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে উদ্বোধনী ম্যাচে বিশ্রী হার হজম করতে হয়েছে। হতাশা বাড়িয়েছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার ফ্লপ শো। অভিষেকের চোখ সেদিকে থাকলেও মূল ফোকাস ২৯ অক্টোবর ক্যানবেরায় শুরু পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের প্রস্তুতিতে। লক্ষ্যপূরণে কোচ কাম মেন্টর যুবরাজ সিংয়ের অধীনে চলছে নিবিড় অনুশীলন।

এশিয়া কাপে ভারতের জয়ের অন্যতম কারিগর ছিল অভিষেক শর্মার বিস্ফোরক ব্যাটিং। চেনা মেজাজে বোলারদের ছত্রখান করেছিলেন। নামের পাশে সাত ইনিংসে দুশোর স্ট্রাইক রেটে ৩১৪ রান। অস্ট্রেলিয়ায় যদিও চ্যালেঞ্জ অনেক বেশি। পরিবেশ, পিচ পরিস্থিতিও আলাদা। ভারতের হয়ে প্রথমবার ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে অভিষেক-ঝড় অব্যাহত থাকে কি না, অধীর অপেক্ষায় ক্রিকেটমহল।

শিষ্য অভিষেক শর্মাকে অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য টিপস দিচ্ছেন যুবরাজ সিং।

ভক্তদের হতাশ করতে রাজি নন বছর পঁচিশের বাঁহাতি ওপেনার। নারাজ প্রস্তুতিতে ফাঁকফোকর রাখতে। ব্যাটে শান দিতে তাই বরাবরের মতো যুবরাজের ক্লাসে হাজির অভিষেক। প্রিয় কোচের সঙ্গে প্র্যাকটিসের যে ভিডিও সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন। বিগ হিটিং স্কিলের পাশাপাশি মাটি ঘেঁষা শটে জোর দিতে দেখা গিয়েছে অভিষেককে।

প্রস্তুতির ভিডিও পোস্ট করার পাশাপাশি তাঁর কেরিয়ারে যুবরাজ সিংয়ের অবদানের কথাও এক টিভি শোয়ে জানিয়েছেন অভিষেক। যেখানে বলেছেন, 'একটা সময় চাপের মধ্যে ছিলাম। আইপিএলে ধারাবাহিকভাবে খেলার সুযোগ মিলছিল না। অথচ, আমার সমবয়সি, বন্ধু শুভমান তখন ভারতের হয়ে খেলছে। মনের মধ্যে চাপ তৈরি হচ্ছিল। যুবিপাজি এগিয়ে আসে। সাহস জুগিয়ে বলেছিল, ২-৩ বছরের মধ্যে আমি দেশের হয়ে খেলব। শুধু খেলব না দলকে জেতাব। সেভাবে নাকি আমাকে তৈরি করছেন।'

এএফসি না খেলার আক্ষেপ কামিন্স-মেহতাবদের

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হলেও মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলারদের মুখে ঘুরে-ফিরে সেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রসঙ্গ।

ইরানে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ না খেলতে যাওয়া নিয়ে সমর্থকদের ক্ষোভ রয়েছে। যার প্রভাব দেখা গিয়েছে শিল্ড ফাইনালে। ম্যাচের অধিকাংশ সময় মৌন থেকে নিজেদের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন বাগান জনতা। শনিবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বাগানের জেসন কামিন্স ও মেহতাব সিং জানিয়ে গেলেন, তাঁরাও এএফসি খেলতে চেয়েছিলেন। অজি তারকা কামিন্স বলেছেন, 'এই মরশুমে আমরা সবাই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছু জিনিস আমাদের হাতে থাকে না। এই মুহূর্তে ইরানে খেলতে যাওয়াটা নিরাপদ নয়। এইসব ক্ষেত্রে অতীতে এএফসি-র পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ ভেনুতে খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু আমাদের বেলায় কেন করেনি, সেটা জানি না।'

কামিন্সের সুরে সুর মিলিয়ে মেহতাব বলেছেন, 'আমরা সবাই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলার স্বপ্ন দেখি। এর আগে মুম্বইয়ের হয়ে এই প্রতিযোগিতায় খেলেছি। তখন ইরানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলতে হয়। সেই সময়ের পরিস্থিতির সঙ্গে বর্তমান ইরানের পরিস্থিতির মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাই সবাই মিলেই ওখানে না খেলতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।'

কয়েকদিন পর গোয়াতে সুপার কাপের আসর বসতে চলেছে। সেখানেও গ্রুপপর্বে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হতে হবে সবুজ-মেরুনকে। এই প্রসঙ্গে কামিন্স বলেছেন, 'আমি মোহনবাগানের হয়ে পাঁচটি ট্রফি জিতেছি। একমাত্র অধরা রয়ে গিয়েছে সুপার কাপ। সেটা এই বছর জিততে চাই। আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে। সুপার কাপেও ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। এই ম্যাচটা সবসময়ই স্পেশাল।' ফাইনালে নিজের পেনাল্টি মিস নিয়ে অজি তারকা বলেছেন, 'বিশ্বের সেরা খেলোয়াড়রাও পেনাল্টি মিস করেন। আমি আগে অনেক পেনাল্টি থেকে গোল করেছি। আগামী ম্যাচে পেনাল্টি পেলে ফের মারতে যাব। তবে টাইব্রেকারের সময় বেশ টেনশনে ছিলাম।'

এদিকে মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার পর আইএফএ শিল্ডই প্রথম খেতাব মেহতাবের। তাও আবার পূর্বতন দল ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে খেতাব জয়। ফাইনালে টাইব্রেকারে শেষ পেনাল্টি তাঁরই নেওয়া। উচ্ছ্বসিত মেহতাব বলেছেন, 'মোহনবাগানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তটা একদমই সঠিক। আমি এখানে যোগ দেওয়ার পর থেকে সবসময় ডার্বি খেলতে চেয়েছিলাম। ফাইনালে পেনাল্টি মারতে যাওয়ার আগে আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। তবে এখানেই থামতে চাই না। মোহনবাগানকে আরও ট্রফি জেতাতে চাই।'

এদিকে আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়ে সমাজমাধ্যমে বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু লিখেছেন, 'এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের অধিনায়ক হিসেবে আমার প্রথম আইএফএ শিল্ড জেতার গর্ব অপরিসীম। মোহনবাগানের জন্য এটি ২১তম আইএফএ শিল্ড। এটা একটি ঐতিহ্য, যা শুরু হয়েছিল ১৯১১ সালে এবং আমাদের সমর্থকরা আজও তা বহন করে চলেছেন।' আপাতত আইএফএ শিল্ড ভুলে সুপার কাপই পাখির চোখ সবুজ-মেরুন শিবিরের।

আইএফএ শিল্ড জিতে চিংড়ি নিয়ে উচ্ছ্বাস জেসন কামিন্স, দিমিত্রিস পেত্রাতোসদের।

গোল করে হুংকার হ্যারি ম্যাগুয়েরের।

লিভারপুলকে হারিয়ে চমক ম্যান ইউয়ের

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৯ অক্টোবর : গতবারের প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়ন লিভারপুলকে তাদের মাঠেই হারিয়ে চমক দিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। অ্যানফিল্ডে ২-১ গোলে জিতে তারা পয়েন্ট টেবিলে ৯ নম্বরে উঠে এসেছে। ২ মিনিটে ব্রায়ান এমবিউমো এগিয়ে দেন ম্যান ইউকে। ৭৮ মিনিটে কোডি গাকপো সমতা ফেরান। ৮৪ মিনিটে হ্যারি ম্যাগুয়েরের গোল লাল ম্যাঞ্চেস্টারকে ৩ পয়েন্ট এনে দেয়। এদিন হেরে প্রিমিয়ার লিগে হারের হ্যাটট্রিক করে ফেলল লিভারপুল।

আপন ছন্দে ছুটছেন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। মাঠে নামলেই গোল করছেন। জেতাচ্ছেন দলকে। তবে শুধুমাত্র হাল্যান্ডের ওপর নির্ভরশীল হতে চাইছেন না ম্যাঞ্চেস্টার সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। লিগে শনিবার এভার্টনকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ম্যান সিটি। জোড়া গোল করেন হাল্যান্ড। চলতি মরশুমে ক্লাব ও দেশ মিলিয়ে ইতিমধ্যেই ২৩টি গোল করে ফেলেছেন তিনি। তবে ম্যাচের পর গুয়ার্দিওলা স্পষ্ট বলেছেন, 'আমরা নির্দিষ্ট একজনের ওপর নির্ভর করে থাকতে পারি না। অন্য খেলোয়াড়দেরও এগিয়ে আসতে হবে। দায়িত্ব নিতে হবে। গোল করতে হবে।' তিনি আরও বলেছেন, 'এই ম্যাচেও অনেকেই গোল করার সুযোগ পেয়েছিল। তবে তা কাজে লাগাতে পারেনি।' শনিবার ম্যাচের প্রথম ৪৫ মিনিট চেনা ছন্দে দেখা যায়নি সিটিজেনদের। এই নিয়ে গুয়ার্দিওলা বলেছেন, 'আন্তর্জাতিক বিরতির পর এমনটা হয়। ছন্দে ফিরতে সময় লাগে। তবুও জয়টা গুরুত্বপূর্ণ ছিল আমাদের দলের জন্য।'

মেসির দুরন্ত হ্যাটট্রিক

ওয়াশিংটন, ১৯ অক্টোবর : মেজর লিগ সকারে মরশুমের শেষ ম্যাচে হ্যাটট্রিক করলেন লিওনেল মেসি। সেইসঙ্গে ২৯ গোল করে সর্বাধিক গোলস্কোরার হিসেবে লিগ শেষ করলেন তিনি।

ন্যাশভিলের বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচে ৫-২ গোলে জয় পায় ইন্টার মায়ামি। ৩৫ মিনিটে আর্জেন্টাইন মহাতারকার গোলে এগিয়ে যায় মায়ামি। কিন্তু তারপর সাম সারিজ ও জ্যাকব শাফেলবার্গের গোলে প্রথমার্ধের শেষে ২-১ ফলে এগিয়ে যায় ন্যাশভিল।

৬৩ মিনিটে গোল করে সমতা ফেরান মেসি। মিনিট চারেক পরেই মায়ামিকে এগিয়ে দেন বাল্টসার রডরিগেজ। ৮১ মিনিটে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন মেসি। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, সংযোজিত সময়ে টেলাস্কো সেগোভিয়াকে দিয়ে একটি গোল করান আর্জেন্টাইন মহাতারকা।

আপাতত ২৮ ম্যাচে ২৯ গোল করে কেরিয়ারে প্রথমবার মেজর লিগ সকারের সর্বাধিক গোলস্কোরার হয়েছেন মেসি। ৩৪ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে লিগ শেষ করেছে মায়ামি। আগামী মরশুমে এমএলএস কাপের প্লে-অফের প্রথম রাউন্ডে তারা খেলবে ন্যাশভিলের বিপক্ষে।

গোলের পর ৮ বছর আগের সেলিব্রেশন ফেরালেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

ক্লাব ফুটবলে '৮০০' রোনাল্ডো

রিয়াধ, ১৯ অক্টোবর : বয়স একটা সংখ্যা মাত্র, সেটা প্রতিনিয়ত প্রমাণ করেই চলেছেন পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

সৌদি প্রো লিগের ম্যাচে আল ফাতেহর বিরুদ্ধে আল নাসের জিতল ৫-১ গোলে। হ্যাটট্রিক করলেন জোয়াও ফেলিক্স। কিন্তু বিশ্বমানের গোল করে ম্যাচের সব আলো শুষে নিলেন সেই রোনাল্ডো। সেইসঙ্গে সরকারিভাবে ক্লাব ফুটবলে '৮০০' গোলের নজির স্পর্শ পর্তুগিজ মহাতারকার।

ম্যাচের ৫৮ মিনিটে পেনাল্টি মিস করেন রোনাল্ডো। কিন্তু পরের মিনিটেই বক্সের কোণ থেকে দুরন্ত শটে বিশ্বমানের গোল করে যান পর্তুগিজ মহাতারকা। আট বছর আগে স্প্যানিশ সুপার কাপের ফাইনালে বার্সেলোনার বিপক্ষেও ঠিক একইরকমভাবে গোল করেছিলেন সিআর সেভেন। সেই গোলের পর জার্সি খুলে গ্যালারির দিকে তুলে ধরেছিলেন রোনাল্ডো। এই ম্যাচেও সেটাই করলেন রোনাল্ডো। গোটা বিশ্বকে বোঝাতে চাইলেন, বয়স বাড়লেও একইরকম ক্ষিপ্র তিনি। এই গোলের সুবাদে বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ক্লাব ফুটবলে ৮০০ গোল করলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। সব মিলিয়ে ফুটবল কেরিয়ারে ৯৪৯ গোলের মালিক তিনি।

১৬, ৬৮ ও ৮৫ মিনিটে গোল করে হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করেছেন ফেলিক্স। ৭৫ মিনিটে একটি গোল করেছেন কিংসলে কোমান। ফাতেহর গোলটি সোফিয়ানা বেন্ডেবেকার। আপাতত ৫ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে রোনাল্ডোরা।

২২ অক্টোবর আল নাসের ভারতের মাটিতে এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ খেলবে। এই ম্যাচে রোনাল্ডো খেলবেন ধরে নিয়েই গোয়াজুড়ে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে পর্তুগিজ মহাতারকা গোয়ায় আসবেন কি না, সেই বিষয়ে আল নাসের কোনও কিছু এখনও স্পষ্ট করে বলেনি।

সুপার কাপে ডার্বি জয়ের আবদার শুনছেন মোলিনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ অক্টোবর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে ইরান না যাওয়া নিয়ে সমালোচনা, সমর্থকদের বিক্ষোভ, সব প্রতিকূলতা কাটিয়ে আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। মরশুমের প্রথম খেতাব জিতে আগাম দীপাবলির আনন্দে মাতোয়ারা সবুজ-মেরুন জনতা। বাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার মুখেও তাই স্বস্তির ছাপ স্পষ্ট। সত্যিই কি স্বস্তি?

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। শনিবার ম্যাচ শেষে মোলিনার শরীরী ভাষা তেমনই। আসলে শুধু চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে না যাওয়াই নয়, একইসঙ্গে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে হার বেশ চাপে ফেলে দিয়েছিল স্প্যানিশ কোচকে। প্রথমটা ডুরান্ড কাপে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলের কাছে, তারপর এসিএল টুয়ের প্রথম ম্যাচে আহল এফকে-র কাছে। সমর্থকদের জন্য শিল্ড জিততে পেরে খুশি, জানালেন মোলিনা। তবে তাঁর কাজ যে এখানেই শেষ নয়।

মোলিনাই জানালেন, শিল্ড জয়ের রেশ কাটার আগেই সমর্থকদের থেকে সুপার কাপের ডার্বি জয়ের আবদার তাঁর কানে পৌঁছে গিয়েছে। শনিবার ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, 'সমর্থকরা শিল্ড জেতার আশায় ছিল। চ্যাম্পিয়ন হয়ে তাই খুব ভালো লাগছে। মাঠ থেকে সাজঘরে ফেরার পথে কয়েকজন সমর্থকের সঙ্গে দেখা হল। ওরা এখন থেকেই সুপার কাপে ডার্বি জয়ের আবদার শুরু করে দিয়েছে। বলেছে আমাদের ডার্বি জিততেই হবে।'

উলটোদিকে ডার্বি হেরে শিল্ড জয়ের সুযোগ হাতছাড়া করেছে ইস্টবেঙ্গল। প্রথমার্ধে লাল-হলুদ বাহিনীকে এগিয়ে দেন হামিদ আহদাদ। পরক্ষণেই জোড়া সুযোগ নষ্ট। সেটাকেই ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট বলে মনে করছেন অস্কার ব্রুজোঁ। শনিবার ম্যাচ শেষে হতাশার সুরেই তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'প্রথম গোলের পর ম্যাচের রাশ আমাদের হাতে ছিল। ওই সময়ই ম্যাচটা শেষ করে ফেলা উচিত ছিল আমাদের। সেটা তো আমরা পারিনি, উলটে গোল হজম করতে হয়েছে।' তবে ডুরান্ডের পর শিল্ড ডার্বিতেও যে লড়াকু ইস্টবেঙ্গলকে দেখা গিয়েছে এই কথা হলফ করে বলা যায়। ব্রুজোঁও বলেছেন, 'গত কয়েক বছর ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল পিছিয়ে থেকে মাঠে নামত। এখন আর তা হয় না।'

আজ গোয়া রওনা হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল

সামনেই সুপার কাপ। সোমবারই সেই টুর্নামেন্টে খেলতে গোয়া উড়ে যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। মঙ্গলবার থেকে সেখানেই প্রস্তুতি শুরু করবে ব্রুজোঁর ইস্টবেঙ্গল। তার আগে সমাজমাধ্যমে সমর্থকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'আমরা আরও কঠোর পরিশ্রম করে ফিরে আসার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমাদের ওপর আস্থা রাখার জন্য সমর্থকদের ধন্যবাদ। জয় ইস্টবেঙ্গল।'

সুপার কাপের আগে সমর্থকদের উজ্জীবিত করতে ঘুরে দাঁড়ানোর বার্তা দিলেন অস্কার। শিল্ড শেষ। এবার পাখির চোখ সুপার কাপ। যেখানে ৩১ অক্টোবর ফের ডার্বি।

পিছিয়ে পড়েও চ্যাম্পিয়ন উজ্জ্বল

উজ্জ্বল সংঘকে ট্রফি তুলে দেওয়ার পর তাঁদের সঙ্গে ফোটোসেশনে মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কর্মকর্তারা। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রবিবার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ডালিয়া কুণ্ডু, স্নিগ্ধা ভট্টাচার্য ও প্রমোদকুমার ঘোষ ট্রফি মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল উজ্জ্বল সংঘ। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে রবিবার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে জিতেছে মিলন মোড় ফুটবল অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। ৬ মিনিটে আশিকা শর্মার গোলে মিলন মোড় এগিয়ে যায়। ২২ মিনিটে প্রমীলা দাস সমতা ফেরান। ৩৮ মিনিটে উজ্জ্বলকে জয়সূচক গোলটি এনে দেন রাখি মণ্ডল। তাঁর হাতেই উঠেছে ফাইনালের সেরার সঞ্জিতকুমার দাস ট্রফি। ফেয়ার প্লে ট্রফি ভিএনসি মর্নিং সকার পেয়েছে। প্রতিযোগিতায় সেরা ও সর্বাধিক গোলস্কোরার প্রমীলা। সেরা ডিফেন্ডার মিলন মোড়ের জ্যোতি বারওয়া। একই দলের অনীশা মুন্ডা পেয়েছেন সেরা প্রতিশ্রুতিবান ফুটবলারের পুরস্কার। দ্রুততম গোলের জন্য রীতিকা চিকবরাইক পুরস্কৃত হয়েছেন। সেরা গোলরক্ষক উজ্জ্বলের বীথিকা রায়। পুরস্কার তুলে দেন পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী, কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা, ফুটবল সচিব সুমন ঘোষ, ভিবজিওরের কর্মকর্তা অসীম অধিকারী প্রমুখ।

মহিলা ক্রিকেট লিগের জন্য চলছে দল গঠনের প্রক্রিয়া।

মহিলা ক্রিকেট লিগের জন্য নিলাম শিলিগুড়িতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের মহিলা ক্রিকেট লিগের জন্য রবিবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গন চত্বরে নিলাম হল। চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে এসএমকেপি গ্রিন, রেড, ব্লু ও ইয়েলো নামে দল নামাচ্ছে। এজন্য প্রথমেই তারা কোচ ও সহকারী কোচকে নিলাম থেকে তুলে নেয়। এরপর বাছাই করা হয় অধিনায়ক ও সহ অধিনায়ক। সব শেষে প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজি বেছে নেয় স্কোয়াডের বাকি ১৯ সদস্যকে। পরিষদের ক্রিকেট সচিব ভাস্কর দত্ত মজুমদার বলেছেন, '৫ নভেম্বর থেকে টি২০ ফরম্যাটে মহিলা লিগ শুরু করব বলে ঠিক আছে। হিন্দি হাইস্কুলে ম্যাটে ও বসুন্ধরায় টার্ফ উইকেটে খেলা হবে। ক্রিকেটারদের সবরকম পরিস্থিতির জন্য তৈরি রাখতেই এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। নিলাম করা হয়েছে সিএবি-র ইউনিফর্ম কোচিং ক্যাম্পের দুই প্রশিক্ষক সৌনক দাস ও উদ্দীপন মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে।'

জাতীয় দলে ভৈরবী, স্বপ্নিল

জলপাইগুড়ি, ১৯ অক্টোবর : বাহরিনে ২৩-২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠেয় অনূর্ধ্ব-১৮ জুনিয়ার এশিয়ান গেমসের জন্য ভারতীয় দলে সুযোগ পেল জলপাইগুড়ির স্বপ্নিল দত্ত। সে ডিসকাস থ্রোয়ে নামবে। অন্যদিকে, ২৪-২৬ অক্টোবর রাঁচিতে অনুষ্ঠেয় সাফ গেমসে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন ভৈরবী রায়। তিনি মহিলাদের ট্রিপল জাম্পে অংশ নেবেন।

সেরা নজরুল

মেখলিগঞ্জ, ১৯ অক্টোবর : মেখলিগঞ্জের হেলাপাকড়ি মোড় সুপার কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল হলদিবাড়ি নজরুল সংঘ ও পাঠাগার। রবিবার ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে জিতেছে ভুটানের চামুর্চি বয়েজের বিরুদ্ধে। ফাইনালের সেরা মহম্মদ রফিক হ্যাটট্রিক করেন। প্রতিযোগিতার সেরা একই দলের বিকি জমাদার। সেরা গোলকিপার রেজাজুল হক।